অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (IRD)
অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
www.ird.gov.bd

প্রকাশকাল
১৩ অক্টোবর, ২০২২

প্রকাশক
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নির্দেশনায়

জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

জনাব মোঃ শফিকুর রহমান
যুগ্মসচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সম্পাদন কমিটি:

০১.	জনাব মোঃ আব্দুল গফুর, যুগ্মসচিব	আহবায়ক
০২.	জনাব কে এম আলমগীর কবীর, উপসচিব	সদস্য
০৩.	জনাব মোঃ সেলিম রেজা, সিস্টেম এনালিস্ট	সদস্য
০৪.	জনাব কানাই লাল শীল, সিনিয়র সহকারী সচিব	সদস্য
০৫.	জনাব দীপক কুমার বিশ্বাস, উপসচিব	সদস্য সচিব

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসি
এমপি ও মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
(আপনার সততায় আমরা বিশ্বাসী)

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়া। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। একটি জ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তি নির্ভর মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রণীত "রূপকল্প- ২০২১" এর সফল বাস্তবায়নের সোপান ইতোমধ্যেই আমরা রচনা করেছি। একটি উন্নয়নশীল দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে আমাদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের একটি অন্যতম অর্জন। বিশাল জনশক্তির এদেশকে আগামীতে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের বিকল্প নেই। সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ দেশের মোট রাজস্ব আয়ের প্রায় ৮৭ শতাংশ আহরণ করে থাকে। রাজস্ব আহরণ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্যে হলেও দেশে শিল্পায়ন, দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আয়কর, শুল্ক ও মূসক প্রদানে অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত হারে প্রদানের সুবিধা দিয়ে আসছে।

রাজস্ব বিভাগে বিদ্যমান অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও জনবলের অভাব অনেকাংশে নিরসন করা হয়েছে। কর সচেতনতা ও নতুন করদাতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে আয়কর রিটার্ন অনলাইনে দাখিল করার কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী বিস্তৃত হবে। একইভাবে স্বয়ংক্রিয়, সফটওয়্যার ও অনলাইন ভিত্তিক মূল্য সংযোজন কর আহরণের জন্য দেশের সকল পণ্য ও সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে Electronic Fiscal Device Management System (EFDMS) এর আওতায় Electronic Fiscal Device (EFD), Sales Data Controller (SDC), Point of Sales (PoS) ডিভাইস ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও, এ-চালান ও ই-পেমেন্টের মাধ্যমে আয়কর ও শুল্ক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর, শুল্ক, আবগারি ও মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত সকল বিরোধ সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। অটোমেশনের আওতায় শুল্কায়ন সংশ্লিষ্ট বন্ড ব্যবস্থাপনা ও স্বল্প সময়ে পণ্য ছাড়করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘাটতি বাজেট অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সঞ্চয় স্কিমের মুনাফার হার ও সঞ্চয়পত্রের প্রাপ্যতা সংক্রান্ত তথ্য জনসাধারনের নিকট আরও সহজলভ্য করার জন্য "সঞ্চয়" মোবাইল অ্যাপ (এফফিএম) তৈরি করা হয়েছে। সঞ্চয়পত্রের বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির ফলে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনসাধারণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। সঞ্চয়পত্রের এ স্কীমসমূহ প্রতিবন্ধী, বিধবা, প্রবীণ, এতিম ও অনাথ শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তাবলয় তৈরিসহ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদন ও প্রকাশনার কাজটি আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করার জন্য আমি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

Senior Secretary
Internal Resources Division
And
Chairman
National Board of Revenue.

বাণী

উন্নয়নের অব্যাহত অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে এবং আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদায় আসীন হওয়ার পথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। অব্যাহত উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো ও সামাজিক মূলধন খাতে বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন। আর তার জন্য প্রয়োজন বিপুল অর্থায়ন। এ কারণে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করার জন্য অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক সময় বাংলাদেশের উন্নয়ন অর্থায়ন মূলতঃ বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর থাকলেও কাঙ্খিত অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের ফলে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন অর্থায়নের সিংহভাগ অভ্যন্তরীণ উৎস হতে যোগান দিচ্ছে। একইসাথে উন্নত দেশে উত্তোরণের প্রস্তুতি গ্রহণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও রপ্তানিমূখী ভারী শিল্প স্থাপনে বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানপূর্বক Made in Bangladesh স্লোগানকে শিল্পায়নের মূলমন্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বহুমূখী পদ্মাসেতু নির্মাণ বর্তমান সক্ষম বাংলাদেশের একটি গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

সরকারের Allocation of Business অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর সংগ্রহ, সঞ্চয়পত্র ও বন্ড ব্যবস্থাপনা, এবং স্ট্যাম্প ডিউটি ও বিবিধ ফি আদায় সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের উপর ন্যস্ত। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সংযুক্ত বিভাগ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের প্রধান রাজস্ব আহরণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে আয়কর, ভ্রমণ কর, স্ট্যাম্প ডিউটি, মূল্য সংযোজন কর, আবগারী শুল্ক, কাস্টমস ডিউটিসহ বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আদায়ের মাধ্যমে দেশের মোট রাজস্বের শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগের বেশি যোগান দিচ্ছে। ই-পেমেন্ট, ভ্যাট অটোমেশন, National Single Window (NSW), Integrated VAT Administration System (IVAS), Customs Automation, অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল, Bond Automation সহ বিভিন্ন প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের রাজস্ব আহরণ অবকাঠামোকে ডিজিটাইজ করা হচ্ছে। সম্প্রতি চালু হওয়া Electronic Tax Deduction at Source (e-TDS) platform-এর মাধ্যমে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ব্যবস্থাকে ডিজিটাল ও সহজ করা হয়েছে। ভ্যাট প্রদানে স্বচ্ছতা এবং খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে ভ্যাট সংগ্রহ সহজতর করার জন্য Electronic Fiscal Device (EFD) ব্যবহার করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের বিভিন্ন সঞ্চয় স্কীম ও বিনিয়োগযোগ্য বন্ড এর মাধ্যমে একদিকে ঘাটতি বাজেটে তহবিল যোগান দিচ্ছে, অপরদিকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঞ্চয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও ই-সেভিংস সফটওয়্যারের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র লেনদেন সংক্রান্ত কার্যক্রমকে আরও নির্ভুল ও গতিশীল করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এবং কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনালের বিচারাধীন রাজস্ব মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করে রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল রাখছে।

অভ্যন্তরীণ উৎস হতে কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আয়কর, শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাপনায় তথ্য-প্রযুক্তির প্রবর্তন, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছানো, শুদ্ধাচার কৌশল অনুসরণসহ সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত আট বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আহরণে গড়ে ১৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা এশিয়ার অন্যতম সেরা রাজস্ব প্রবৃদ্ধি। গত তিন বছরে নিবন্ধিত করদাতা এবং আয়কর রিটার্ন দাখিলকারীর সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন কাস্টমস আইন, আয়কর আইন এবং স্ট্যাম্প আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তাছাড়া, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এ বার্ষিক প্রতিবেদনটি জাতীয় রাজস্ব আহরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে। এ ছাড়া, গবেষক, শিক্ষার্থী, রাজনীতি বিশ্লেষক, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন অংশীজনদের কাছেও এটি সমাদৃত হবে বলে আমি মনে করি।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটি প্রণয়ন ও প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)
সিনিয়র সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

চিত্র: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

১.১ পরিচিতি

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৪টি বিভাগের মধ্যে একটি। সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের আলোকে ২১ শে এপ্রিল, ১৯৭৯ তারিখে ৪/৫৯/৭৯ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ গঠিত হয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ জোরদারকরণ, দেশজ শিল্পের প্রতিরক্ষণ এবং আয় বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আশির দশকের শুরুতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সরকারের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন বাজেটে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সম্পদ তথা রাজস্ব আহরণে সদা তৎপর এবং একটি সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনার মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির নিমিত্তে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

১.২ ভিশন

অভ্যন্তরীণ সম্পদে গড়বো উন্নত বাংলাদেশ

১.৩ মিশন

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত করনীতি ও জাতীয় সঞ্চয়নীতি অনুসরণে ন্যয়ভিত্তিক, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, অংশগ্রহণমূলক, জনবান্ধব রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠাকরণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ।

১.৪ জনবল কাঠামো :

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর পদ ভিত্তিক মোট পদের সংখ্যা

ক্রম	পদের নাম	বেতন গ্রেড	পদের সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১.	সচিব/সিনিয়র সচিব	১	১	১	-	
০২.	অতিরিক্ত সচিব	২	১	-	১	
০৩.	যুগ্মসচিব	৩	২	৩	-	১ জন অতিরিক্ত আছেন।
০৪.	উপসচিব	৫	৫	৪	১	
০৫.	সিস্টেম এনালিষ্ট	৫	১	১	-	
০৬.	সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব	৬/৯	১	-	১	
০৭.	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	৬/৯	১২	৫	৭	
০৮.	প্রোগ্রামার	৬	১	১	-	
০৯.	গবেষণা কর্মকর্তা	৯	১	-	১	
১০.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯	১	১	-	
১১.	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	৯	১	১	-	
১২.	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	২	১	১	
১৩.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০	১৩	১০	৩	

১৪.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১০	৭	৫	২	
১৫.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১০	১	১	-	
১৬.	হিসাবরক্ষক	১২	১	১	-	
১৭.	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৩	৪	৪	-	
১৮.	কম্পিউটার অপারেটর	১৩	৪	২	২	
১৯.	ক্যাশিয়ার	১৪	১	১	-	
২০.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	৯	৯	-	
২১.	গাড়িচালক	১৬	১	১	-	
২২.	ক্যাশ সরকার	১৭	১	-	১	
২৩.	ফটোকপি অপারেটর	১৮	১	১	-	
২৪.	দপ্তরী	১৯	১	১	-	
২৬.	ডেসপাস রাইডার	১৯	১	১	-	
২৭.	অফিস সহায়ক	২০	১৯	১৮	১	
			৯৩ টি	৭৩	২১	

১.৫ প্রধান কার্যাবলি

১। সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি করা।

২। প্রযোজ্য সকল ট্যাক্স, কাস্টমস, ডিউটিস ও ফিস ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ।

৩। লটারী সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ।

৪। অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং কর সংক্রান্ত সকল কমিটি এবং কমিশন সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৫। জাতীয় সঞ্চয় সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ।

৬। স্ট্যাম্প ডিউটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

৭। সকল প্রকার স্ট্যাম্প সরবরাহ এবং বিতরণ ও স্ট্যাম্প এ্যাক্ট সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

৮। অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোন কার্যাবলী।

৯। বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাদি।

১০। বিসিএস (কর) ক্যাডারের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাদি।

১১। আর্থিক বিষয়াদিসহ সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাজ।

১২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল কর অঞ্চল এবং সকল কাস্টমস অফিসের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ।

১৩। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর এর যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ।

১৪। কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এর যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ।

১৫। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এর যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ।

১৬। এ বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদন।

১৭। এ বিভাগের উপর আরোপিত যাবতীয় আইন প্রণয়ন।

১৮। এ বিভাগের উপর অর্পিত তদন্ত এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ।

১৯। কোর্ট ফি ব্যতীত এ বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ের ফিস সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

১.৬ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিম্নরূপ:

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জনসাধারণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সঞ্চয়পত্র সংক্রান্ত সকল তথ্য সংবলিত অ্যাপসটি গুগল প্লে স্টোর ও অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে স্থাপনের মাধ্যমে চালু করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে খুব সহজে ঘরে বসে মোবাইলের মাধ্যমে সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানার জন্য সঞ্চয় অ্যাপটি চালু করা হয়েছে।

- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ট্যাক্সেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এবং কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনালে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত গ্রন্থ, প্রকাশনা চিত্র ইত্যাদি এখানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে যা সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য উন্মুক্ত।

- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্টোর ব্যবস্থাপনা অটোমেশন করা হয়েছে। কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাহিদা ও সরবরাহ অটোমেটেড সিস্টেমের web-based software এর মাধ্যমে পরিচালিত হচেছ।

- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ব্যবস্থাপনা digitize করার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত Web App-এ বিভাগের আওতাধীন বিসিএস (কর), বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডার এবং

অন্যান্য কর্মকর্তাদের পরিচিতি নম্বর অনুযায়ী তাদের হালনাগাদ এসিআর অনলাইনে এন্ট্রি প্রদান করা হয়েছে।

- ❖ মুজিববর্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি বড় অর্জন হলো Electronic Fiscal Device Management System (EFDMS) প্রবর্তন। আগস্ট, ২০২০ হতে EFD (Electronic Fiscal Device) ও SDC (Sales Data Controller) স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এটি একটি Software ও অনলাইন ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি। ২০২১-২২ অর্থবছরে আরো ৭,০২০ মেশিন স্থাপন করে এর ফলাফল ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- ❖ মুজিববর্ষে আয়কর বিভাগকে সম্পূর্ণরুপে Automation-এর আওতায় আনার লক্ষে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
    - জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিজস্ব Resource ব্যবহার করে ও নিজস্ব কর্মকর্তাদের মাধ্যমে e-filing software তৈরির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ইতোমধ্যে কর অঞ্চল-০৬, ঢাকা কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি ই-ফাইলিং সফট্ওয়ারের মাধ্যমে অনলাইন রিটার্ন দাখিল কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
    - উৎসে কর কর্তনের মনিটরিং এর কার্যক্রমকে সম্পূর্ণরুপে Automation System-এর আওতায় আনার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিজস্ব রিসোর্স ব্যবহার করে Electronic Tax Deduction at Source (e-TDS) system নামে একটি software প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে ৪টি কর অঞ্চল এই সিস্টেমস পাইলটিং কার্যক্রম চলমান আছে। অক্টোবর ২০২২ এর মধ্যে সকল কর অঞ্চলে software এর কার্যক্রম চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে;
    - e-payment: nbr.epayment.gov.bd-এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে online এ কর প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য, উক্ত e-payment system-এর সাথে বিভিন্ন ব্যাংকের পাশাপাশি mobile financial services (উদাহরণ- bkash, rocket ইত্যাদি) সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের E-challan system এর মাধ্যমেও করদাতাগণ আয়কর পরিশোধ করতে পারছেন।
- ❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি কর্মকর্তাগণকে জনগণের সেবক হিসাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা প্রদান করে গেছেন। সে প্রেক্ষাপটে রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মকর্তার দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সেবার মানসিকতা গড়ার লক্ষ্যে বর্ষব্যাপী নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- ❖ মুজিববর্ষে ই-অকশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। শতভাগ অকশন, ই-অকশনের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।
- বর্তমানে যে কেউ যে কোন স্থান হতে অনলাইনে মূসক নিবন্ধনের জন্য আবেদন এবং রিটার্ন সাবমিট করতে পারে। নিবন্ধনের জন্য আবেদনের তিন কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর ই-মেইলে Business Identification Number (BIN) সার্টিফিকেট প্রেরণ করা হয়

- **আয়কর আদায়ে প্রবৃদ্ধিঃ**
  জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগ কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে করোনা অর্থনৈতিক মন্দাভাব বিরাজমান থাকা সত্বেও আয়কর আহরিত হয় ১,০২,৩৩৭ কোটি টাকা এবং বিগত অর্থবছরের তুলনায় এখাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২০.০৮%।
- **আয়কর অনুবিভাগের করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধিঃ**

আয়কর অনুবিভাগ কর্তৃক আয়কর আইনে বিভিন্ন পরিবর্তন এবং অন্যান্য করদাতা বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নতুন ১৩,৯১,৭২৭ জন করদাতা ETIN গ্রহণ করেছেন। ফলে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট করদাতার সংখ্যা ৭৭,৬৫,৮৪৯ জনে উন্নীত হয়েছে।

- **আয়কর অনুবিভাগের করদাতার দাখিলকৃত রিটার্ণের সংখ্যাঃ**
  ২০২১-২০২২ অর্থবছরে করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত সর্বমোট রিটার্ণের সংখ্যা ২৫,৯০,৯৮৮ টি এবং বিগত অর্থবছরের তুলনায় রিটার্ন দাখিলে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৬০%।

- **আয়কর সেবা প্রদান, জাতীয় আয়কর দিবস উদযাপন ও ট্যাক্স কার্ড প্রদানঃ**
- বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০২১ সালে আয়কর মেলা আয়োজনের পরিবর্তে নভেম্বর/২০২২ মাস জুড়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে করদাতাদের আয়কর সেবা প্রদান, জাতীয় আয়কর দিবস উদযাপন, "জেলা ভিত্তিক সর্বোচ্চ এবং দীর্ঘমেয়াদী আয়কর প্রদানকারী করদাতাদের পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০০৮" অনুসারে করদাতাকে সেরা করদাতা পুরস্কার ও "জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা, ২০১০ (সংশোধিত)" অনুসারে করদাতাকে ট্যাক্স কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

❖ কাঙ্খিত মাত্রার দাখিলপত্র অনলাইনে দাখিলের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

❖ ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট হতে অনলাইনে দাখিলপত্র পেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ/কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেক কমিশনারেট হতে কর্মকর্তাদের পাশাপাশি তাঁর কমিশনারেটের আওতাভুক্ত করদাতাদের ইনহাউস প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

❖ মুজিববর্ষকে সামনে রেখে বিভিন্ন কমিশনারেট ভ্যাট মেলার আয়োজন করছে। করদাতাগণ ও সাধারণ ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে ভ্যাট প্রদানের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ১০ ডিসেম্বর সারাদেশে ভ্যাট দিবস এবং ১০-১৫ ডিসেম্বর ২০২১ ভ্যাট সপ্তাহ পালন করা হয়েছে।

❖ বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের Real Time Gross Settlement (RTG) সিস্টেম ব্যবহার করে ১৭ টি ব্যাংক (HSBC, Midland Bank Ltd, Prime Bank Ltd, Agrani Bank Ltd, Southeast Bank Ltd, Brac Bank Ltd, Dutch Bangla Bank Ltd, Islami Bank Bangladesh Ltd, Eastern Bank Ltd, Bank Asia, City Bank, Dhaka Bank Ltd, Pubali Bank Ltd, Standard Chartered Bank, United Commercial Bank Ltd, National Bank Ltd, Union Bank Ltd)-এর মাধ্যমে, ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবা ব্যবহার করে ২ টি ব্যাংক (Prime Bank Ltd, Brac Bank Ltd)-এর মাধ্যমে এবং সোনালী ব্যাংকের পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে সোনালী ব্যাংকের একাউন্ট থেকে ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে , ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড ও নেক্সাস কার্ড-এর মাধ্যমে, মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশ, রকেট ও নগদ-এর মাধ্যমে যে কোন করদাতা ঘরে বসে ভ্যাট প্রদান করতে পারছে।

❖ ফরেন ভিজিট ট্র্যাকার (FVT)

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আইসিটি শাখা কর্তৃক ফরেন ভিজিট ট্র্যাকার (FVT) সফটওয়্যারটি উদ্ভাবনকৃত একটি ওয়েব সফটওয়্যার। ফরেন ভিজিট ট্র্যাকার (FVT) সফটওয়্যারটি এ বিভাগ ও এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণের তথ্য সংরক্ষণ ওয়েব সিস্টেম। যে ওয়েব সিস্টেমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণের তথ্য সংরক্ষণ, যেখানে কর্মকার্তার নাম, পদবি, কর্মস্থল গমণকৃত দেশের

নাম, অর্থের উৎস, ভ্রমণের উদ্দেশ্য, ভ্রমণকালীন তারিখ এবং তার অনকূলে সরকারি আদেশের কপি সংযুক্ত করা হয় । সংরক্ষিত তথ্যে বিপরীতে নির্দিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিদেশ ভ্রমণের তথ্য যাচাই পূর্বক সরকারের প্রয়োজনীয় পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণে জন্য রিপোর্ট প্রস্তুতে সহায়তা প্রদান করে।

❖ বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের 'ড্র' -এর ফলাফল অনুসন্ধান সফটওয়্যার (PBRIS)

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আইসিটি শাখা কর্তৃক বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের 'ড্র' -এর ফলাফল অনুসন্ধান সফটওয়্যারটি (PBRIS) উদ্ভাবনকৃত একটি ডিজিটাল সেবা যা জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ১০০/- (একশত) টাকা মূল্যমান বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের 'ড্র' -এর ফলাফল ডিজিটাল অনুসন্ধান মাধ্যম যা ৫ মার্চ ২০২২ তারিখে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম আনুষ্ঠানিকভাবে সফটওয়্যারটির উদ্বোধন করেন। এই ওয়েব সফটওয়্যারটিতে 'ড্র'-এর ফলাফল অনুসন্ধান করা যাবে। ওয়েব সফটওয়্যারটিতে 'ড্র' -এর ফলাফল ২ টি পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা রয়েছেঃ (ক) সার্চ বক্সে সরাসরি নম্বর লেখার মাধ্যমে; এবং (খ) নম্বর আপলোড করার মাধ্যমে। উভয় পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

প্রথম পদ্ধতি: প্রাইজবন্ডের নম্বরটি (সিরিজ ব্যতীত) বাংলায় অথবা ইংরেজিতে সার্চ বক্সে লিখে অনুসন্ধান করা যাবে। একাধিক নম্বর একসাথে অনুসন্ধান করতে হলে নম্বরগুলোকে কমা (,) দ্বারা আলাদা করতে হবে। ধারাবাহিকতা (সিরিজ) নম্বর অনুসন্ধানের জন্য প্রথম ও শেষ সংখ্যার মাঝে হাইপেন (-) ব্যবহার করতে হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: প্রাইজবন্ডের নম্বরসমূহ Microsoft Excel Sheet এর কলাম A-তে ইংরেজিতে লিখে সেভ করতে হবে এবং সরাসরি Excel File টি সফটওয়্যারে আপলোড করতে হবে। সফটওয়্যারে অনুসন্ধানের তারিখ থেকে পূর্ববর্তী ২ (দুই) বছরের মধ্যে প্রকাশিত সকল ফলাফলের বিপরীতে কোন মিল পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট সাধারণ সংখ্যার পুরস্কারের ক্রম, পুরস্কারের মান (টাকা), 'ড্র' -এর তারিখ এবং ফলাফলের কপি

প্রদর্শিত হবে। সম্মানিত নাগরিকগণ এ সফটওয়্যার থেকে প্ররস্কারের টাকা দাবি ফরম ডাউনলোড করতে পারবেন এবং প্রাইজবন্ডের 'ড্র' সংক্রান্ত কতিপয় গ্ররুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী ('ড্র' অনুষ্ঠানের সময়, প্ররস্কারের টাকা দাবির সময়সীমা, উৎসে কর কর্তনের হার ইত্যাদি) সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

এছাড়াও এ সফটওয়্যারে নাগরিকগণ বিনামূল্যে ই-মেইল সাবস্ক্রিপশন করতে পারবেন, যার মাধ্যমে প্রতি তিন মাস অন্তর (৩১ জানুয়ারি, ৩০ এপ্রিল, ৩১ জুলাই ও ৩১ অক্টোবর) বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের অনুষ্ঠিত 'ড্র এর ফলাফল সম্পর্কে সাবস্ক্রিপশনপ্রাপ্ত নাগরিকগণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-মেইলে অবহিত হতে পারবেন।

#. শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের সম্প্রসারণ:

- বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় রসদ যোগানের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রশাসনিক ও কৌশলগত সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। চলমান সংস্কার প্রক্রিয়ার আউটপুটের মাইলফলক হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ আগামী ০২ (দুই) বছরের মধ্যে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১০ শতাংশ থেকে ১৪ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। রাজস্ব আহরণের কাজের পরিধি বিস্তৃত বিধায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারনের মাধ্যমে আমদানি রপ্তানি পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সেবা প্রদান, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য কার্যক্রম দ্রুততর ও সহজীকরণ, আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আদলে ঝুঁকি ব্যবস্থা পদ্ধতি সৃষ্টি, খালাসোত্তর নিরীক্ষা পদ্ধতি, এডভান্স রুলিং, প্রিএরাইভাল প্রসেসিং, এডভান্স প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেম, অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের সম্পসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের ১১,৯২১টি নতুন পৃদ সৃজন এবং ১২টি নতুন অফিস/দপ্তর সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

#. কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট স্থাপন:

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জটিলতা ইত্যাদি কারণে বাণিজ্য ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তা ঝুঁকির আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাণিজ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এবং বাণিজ্য সহজিকরণে বিশ্বব্যাপী কাস্টমস

ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণের গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা প্রতিপালনের মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহারের দ্বারা কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ কাস্টমস ব্যবস্থাপনায় জনবলের স্বল্পতা, কারিগরী সক্ষমতা কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত না হওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সিংহভাগ কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হওয়ায় বিপুল পরিমাণ আমদানি-রপ্তানি পণ্যচালানের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সঠিক মান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশ কাস্টমস এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বয়ংক্রিয় আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত 'কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট' গঠন/স্থাপন করা হয়। এ স্বয়ংক্রিয় আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আইন মান্যকারী অংশীজনের পণ্যচালান সহজ পদ্ধতিতে দ্রুততার সাথে খালাস প্রদান সম্ভব হবে। অপরদিকে আইন/বিধি পরিপন্থী পণ্যচালান পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যালোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সন্দেহভাজন যাত্রীর সফল টার্গেটিং ইত্যাদি সহজিকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

#. কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) স্থাপন:

❖ বাংলাদেশে শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোষাক শিল্পের বিকাশকে জোরদার করার লক্ষ্যে এ খাতে বন্ড লাইসেন্স প্রদান শুরু হয়। সময়ের সাথে সাথে এই শিল্প বাংলাদেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী রপ্তানি খাতে পরিণত হওয়ায় বন্ড ব্যবস্থাপনাকে আরো কার্যকরী ও সুসংহত করার জন্য ২০০০ সালে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এবং ২০১০ সালে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম সৃজন করা হয়। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর আওতায় প্রায় ৬৫৪০ টি গার্মেন্টস ও এক্সেসরিজ বন্ডেড প্রতিষ্ঠান, ২৪টি ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড প্রতিষ্ঠান ও ডিউটি ফ্রি শপ, ১৩০টি সুপারভাইজড বন্ডেড প্রতিষ্ঠান, ৫১টি হোম কনজাম্পশন বন্ডেড প্রতিষ্ঠান এবং ঢাকা বিভাগের Export Processing Zone (EPZ)-সহ এর আওতাধীন ১৯৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিদ্যমান বন্ড কমিশনারেট এর মাধ্যমে এই বিপুল সংখ্যক বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের নিবিড় তদারকি এবং সেবা প্রদান করা সম্ভব হবেনা বিবেচনায় 'কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)' গঠন/স্থাপন করা হয়।

#. শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট অনুবিভাগের কর্মচারী নিয়োগের জন্য সমন্বিত নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন:

❖ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট অনুবিভাগের সর্বমোট ২৯টি বিদ্যমান অফিস/দপ্তর রয়েছে। উক্ত অফিসসমূহের জনবল নিয়োগের জন্য ১৩টি নিয়োগবিধি রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন নিয়োগবিধি থাকার কারণে মাঠ পর্যায়ে জনবল নিয়োগে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়। সে কারণে ১৩টি নিয়োগবিধি একীভূত করে ০১ (এক)টি সমন্বিত নিয়োগবিধি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

#. শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পোষাক প্রাধিকারকরণ ও ধোলাই ভাতা প্রদান:

❖ বাংলাদেশ কাস্টমস ও ভ্যাট পোষাক বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি-১০ অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পোষাক প্রাধিকারকরণ ও ধোলাই ভাতা প্রদানে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়।

#. লটারির মাধ্যমে আর্থিক পুরস্কার প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন:

❖ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয়ে স্বয়ংক্রিয়, সফটওয়্যার ও অনলাইনভিত্তিক কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিভিন্ন পণ্য ও সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে Electronic Fiscal Device Management System (EFDMS) এর আওতায় Electronic Fiscal Device (EFD) অথবা ক্ষেত্রমত, Sales Data Controller (SDC) অথবা Point of Sales (POS) ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পণ্য ও সেবা সরবরাহের বিপরীতে EFDMS হতে ফরম "মূসক-৬.৩" চালান ইস্যু করার ফলে সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবা সরবরাহ বা বিক্রয় তথ্য ও প্রযোজন্য করের পরিমাণ

বোর্ডের EFDMS এর তথ্য ভান্ডারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রেরিত হয়ে থাকে। এতে একদিকে যেমন কর আহরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয় অন্যদিকে তেমন পণ্য বা সেবার ক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত করের অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা মনিটরিং করা সম্ভব হয়। EFDMS হতে মুদ্রিত চালান প্রদান এর মাধ্যমে রাজস্ব প্রদানে ক্রেতার অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হয়। তাই ক্রেতা যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চালান গ্রহণ করতে বা বুঝে নিতে আগ্রহী হয় সে জন্য EFDMS হতে ইস্যুকৃত চালানের ভিত্তিতে লটারি মাধ্যমে আর্থিক পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়।

#. EFDMS এর আওতায় EFD/SDC মেশিনের ব্যাপক সম্প্রসারণ:

- EFDMS এর মাধ্যমে চালান ইস্যুতে ব্যবহারকারীদের অনভ্যস্ততা, অনাগ্রহ এবং মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষের সীমিত জনবল দ্বারা নিবিড় তদারকি করে EFD/SDC মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে শতভাগ চালান ইস্যু নিশ্চিত করে যথাযথ রাজস্ব আদায়ের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে দেরি হচ্ছে। সে কারণে সেবা প্রদানকারী ভেন্ডর নিয়োগের মাধ্যমে দেশব্যাপি EFD/SDC মেশিন সরবরাহ, ব্যবহার এবং খুচরা পর্যায়ে আদায়কৃত ভ্যাটের তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ভেন্ডর EFD/SDC মেশিনে ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু বা বিক্রেতা/সেবা প্রদানকারী কর্তৃক ডাটা এন্ট্রির বিষয়টি নিশ্চিত করবে এবং ব্যবহারকারীদের উক্ত মেশিন ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এছাড়া, EFD/SDC মেশিন প্রতিস্থাপন/ সার্ভিসিং এর দায়িত্বও ভেন্ডরের থাকবে। ভেন্ডর কর্তৃক বোর্ড এর সার্ভারে real time-এ তথ্য প্রেরণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে ভেন্ডরকে নির্দিষ্ট হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করা হবে। সার্ভিস চার্জে প্রযোজ্য শুল্ককর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ভেন্ডর নিয়োগের জন্য দরপত্র আহবানের লক্ষ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এর নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters' শীর্ষক চুক্তিতে মন্ত্রিসভার অনুসমর্থন গ্রহণ:

- বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান, বাণিজ্য সহজীকরণ ও সম্প্রসারণ, শুল্ক ফাঁকি রোধে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং দুই দেশের বন্ধুপ্রতীম সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে উভয় দেশের শুল্ক প্রশাসনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। খসড়া চুক্তিটি ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করা হয় এবং অনুমোদিত হয়। অতঃপর সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময়ে উভয় দেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ২০২২ সালের মার্চে উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। আলোচ্য চুক্তিটি মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুসমর্থন করা হয়। চুক্তিটি কার্যকর হলে বাংলাদেশ নিম্নোক্ত উপায়ে লাভবান হবে :
- (ক) বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে;
- (খ) দুই দেশের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ সুসংহত হবে;
- (গ) পণ্যের অবৈধ বাণিজ্য ও চোরাচালান প্রতিরোধে তথ্য আদান-প্রদান সহজ হবে;
- (ঘ) গোয়েন্দা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দু'দেশ পরস্পরকে সহায়তা করতে পারবে; এবং
- (ঙ) শুল্ক বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সৌদি আরবের সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

#. শূন্যপদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম:

- বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারে প্রবেশ পর্যায়ে সহকারী কমিশনার পদটি মাঠ পর্যায়ে সরাসরি রাজস্ব আহরণের সাথে সম্পৃক্ত। বিগত ১০ বছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ৩০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের কারণে অভ্যন্তরীণ সম্পদের মাধ্যমে রাজস্ব ব্যয় নির্বাহ ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্নের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করছে। এ কারণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ তথা রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিকল্পে

সহকারী কমিশনার এর শূন্যপদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত ৪০তম বিসিএস এ ৭২টি, ৪১তম বিসিএস এ ২৩টি ও ৪৩তম বিসিএস এ ১৪টি শূন্যপদের অধিযাচন প্রেরণ করা হয়। ৩৮তম বিসিএস এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট অনুবিভাগের "সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (১০ম গ্রেড)" এর শূন্যপদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে অধিযাচন প্রেরণ করা হয়। তদ্‌প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন হতে ২৪৩ (দুইশত তেতাল্লিশ) জনকে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।

'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কোম্পানি করদাতাদের কর পরিপালন কর্যক্রম গ্রহণকালে দেখা যায়, বিপুল সংখ্যক কোম্পানি জাল (fake) অডিট রিপোর্ট দাখিল করে। তাছাড়া, অনেক কোম্পানি একই হিসাব বছরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হিসাব রাখে এবং আয়কর বিভাগের নিকট কম আয় প্রদর্শিত অডিট রিপোর্ট দাখিল করে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) আলোচনা করে ICAB তে অডিট রিপোর্ট ভেরিফিকেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে, যা Document Verification System (DVS) নামে পরিচিত। ভ্যাট বিভাগেও DVS এর ব্যবহার শুরু হচ্ছে। এছাড়া, ব্যাংকসহ দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও পর্যায়ক্রমে DVS এর ব্যবহার শুরু করছে। DVS এর ব্যবহার পুরোপুরি চালু হলে জাল অডিট রিপোর্টের ব্যবহার বন্ধ হবে, রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে এবং সে সাথে আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা আরও সংহত হবে।
- ২০২১-২২অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নতুন করদাতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জরিপ টিমে স্থানীয় জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও আনসার বিভাগকে সংযুক্ত করে জরিপের টিম পুনঃগঠন করা হয়েছে এবং সারা দেশব্যাপী জোরালো ভাবে ''জরিপ কার্যক্রমঃ ২০২১-২২'' পচিালনা করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে বছরে কেন্দ্রীয়ভাবে আয়কর মেলা আয়োজন করা হয়নি। তৎপরিবর্তে সারাদেশের ৩১টি কর অঞ্চলে মেলার পরিবেশে স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করে নভেম্বর ২০২১ মাসব্যপী আয়কর রিটার্ন দাখিল সহজিকরণ ও কর তথ্য সেবা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।
- সকল কেন্দ্রীয় সার্ভিস সেন্টার গুলিতে kiosk, website, e-payment ও e-TIN সুবিধা সংযোজন করে করদাতাগণকে সেবাপ্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। www.nbr.gov.bd-এ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটসহ সকল কর অঞ্চলের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটসমূহে আয়কর রিটার্ন ফর্ম, চালান ফর্ম, নির্দেশিকা, পরিপত্র ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। করদাতাগণ উক্ত ওয়েবসাইট ব্যবহার করে এ সেবা গ্রহণ করতে পারেন।
- করদাতার কর বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য Hotline ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের নাম ও মোবাইল নাম্বার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত আছে। তাছাড়া প্রতিটি কর অঞ্চলের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে। সেসকল ওয়েবসাইটে কর্মকর্তাদের নাম ও মোবাইল নম্বর সন্নিবেশিত আছে। যেকোন করদাতা উক্ত নম্বর সমূহে ফোন দিলে কর্মকর্তাগণ সাধ্যমত সহযোগিতা করে থাকেন।

১.৭ উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

২০২১-২২অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(১) দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট ও ঢাকা বন্ড কমিশনারেট সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের-

১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিসিএস (কর) ক্যাডার এবং বিসিএস (শুল্ক ও আবগারি) ক্যাডারের ০১টি করে মোট ০২টি সদস্য পদকে গ্রেড-১ উন্নীত করা হয় এবং

২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিস্টেম ম্যানেজার (গ্রেড-৩) পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(৩) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণে অফিস ব্যবস্থাপনা, আচরণ বিধি, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ ও ই-ফাইলিং বিষয়ে কর্মচারী-কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় ২০২১-২২অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের একজন কর্মকর্তা ও একজন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(৪) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক শাসন আমলে জারিকৃত ০৮টি অধ্যাদেশ (The Finance Ordinance 1976, The Finance Ordinance 1977, The Finance Ordinance 1978, The Finance Ordinance 1982, The Finance Ordinance 1983, The Finance Ordinance 1984, The Finance Ordinance 1985 & The Finance Ordinance 1986) নতুনভাবে প্রণয়নের আবশ্যকতা নেই বিধায় ২০১৩ সালের ৬ ও ৭ নম্বর আইনের তফসিল উক্ত অধ্যাদেশসমূহ বিযুক্ত করা হয়েছে।

(৫) 'কাস্টমস আইন, ২০২১' সম্পর্কিত বিধি-বিধান স্বচ্ছ, সহজ, সমন্বিত ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান 'The Customs Act, 1969' রহিতক্রমে আধুনিক ও কার্যকর রাজস্ব ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনার উন্নত কৌশল নির্ধারণ এবং সর্বোপরি আমদানি-রপ্তানি খাতে কাস্টমস ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক-মানে উন্নীতকরণে বাংলা ভাষায় 'কাস্টমস আইন, ২০২১'-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়াটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৬) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সঞ্চয়পত্র ক্রয় সংক্রান্ত সকল তথ্য সংবলিত সঞ্চয় অ্যাপ গুগল প্লে স্টোর ও অ্যাপল অ্যাপ স্টোরের মাধ্যমে জনসাধারণের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আপলোড করা হয়।

(৭) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রতিবেদন ও ফাইল শেয়ারিং এবং গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সংরক্ষণের বিষয় সহজিকরণের লক্ষ্যে 'ইনসার্ভিস ফাইল সার্ভার' শীর্ষক একটি ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে। উক্ত সেবার ব্যবহার দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন করেছে এবং এ সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে শেয়ারিং ও সংরক্ষণ সহজতর হয়েছে।

(৮) জাতীয় কমিটি কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক মূল্যায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ৩৪ তম স্থান অর্জন করেছে।

(৯) বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ব্যবস্থাপনা Digitized করার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত Apps-এ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বিসিএস (কর) ক্যাডার, বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের পরিচিতি নম্বর অনুযায়ী হালনাগাদ এসিআর অনলাইনে এণ্ট্রি করা হয়েছে।

(১০) Stamp Act, 1899 & The Stamp Duties (Additional Modes of Payment) Act, 1974-এর আওতায় ২০২১-২২অর্থবছরে ৪,৪৫৭ কোটি ৬১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭৫২ টাকা রাজস্ব আহরণ করা হয়।

(১১) ২০২১-২২অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, অর্জন ও প্রবৃদ্ধি:

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
২০২১ - ২২	৩,৩০,০০০	৩,০১,৬৩৩.৮৪	(+) ১৫.২৬ শতাংশ
২০২০ - ২১	৩,০১,০০০	২,৬১,৬৮৯.২০	(+) ২০.৯০ শতাংশ
২০১৯ - ২০	৩,০০,৫০০	২,১৬,৪৫১.৭৭	(-) ১.৯৬ শতাংশ

(১২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০২১-২২অর্থবছরে করোনার কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দাভাব বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও আয়কর আহরিত হয় ১,০২,৩৩৭ কোটি টাকা এবং বিগত অর্থবছরের তুলনায় এ খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২০.০৮ শতাংশ। আয়কর আইনে বিভিন্ন পরিবর্তন এবং অন্যান্য করদাতা বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ২০২১-২২অর্থবছরে নতুন ১৩,৯১,৭২৭জন করদাতা e-TIN গ্রহণ করেছেন। ফলে ২০২১-২২অর্থবছর পর্যন্ত মোট করদাতার সংখ্যা ৭৭,৬৫,৮৪৯ জনে উন্নীত হয়েছে। আয়কর অনুবিভাগের করদাতার দাখিলকৃত রিটার্নের সংখ্যা ২০২১-২০২২ অর্থবছরে করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত সর্বমোট রিটার্নের সংখ্যা ২৫,৯০,৯৮৮ টি এবং বিগত অর্থবছরের তুলনায় রিটার্ন দাখিলে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৬০%।

(১৩) বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০২০ সালে আয়কর মেলা আয়োজনের পরিবর্তে নভেম্বর ২০২০ ও ২০২১ মাসব্যাপী স্বাস্থ্যবিধি মেনে করদাতাদের আয়কর সেবা প্রদান, জাতীয় আয়কর দিবস উদ্‌যাপন, ‘জেলা ভিত্তিক সর্বোচ্চ এবং দীর্ঘমেয়াদি আয়কর প্রদানকারী করদাতাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(১৪) করদাতাদের আয়কর রিটার্ন দাখিল সহজীকরণের লক্ষ্যে Online Return Filing System (www.etaxnbr.gov.bd) চালু করা হয়েছে। উৎসে কর আদায় কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় আনয়নের জন্য Electronic Tax Deduction at Source (e-TDS) System চালু করা হয়েছে।

(১৫) করের আওতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নতুন করদাতা সনাক্তকরণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে বিআরটিএ, ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ডিপিডিসি, ডেসকোসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে পর্যায়ক্রমে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৬) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং কাঁচা তুলাসহ আরো কতিপয় শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

(১৭) কৃষিখাতের প্রধান উপকরণসমূহ সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি আমদানিতে শূন্য শুল্কহার অব্যাহত রাখা হয়েছে। রেয়াতি শুল্ক হারে কৃষি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

(১৮) দেশীয় পেঁয়াজ চাষীদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, পেঁয়াজ চাষে উৎসাহ প্রদান এবং আমদানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের লক্ষ্যে পেঁয়াজ আমদানিতে আমদানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

(১৯) দেশে উৎপাদিত লবণের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে লবণ চাষীদের প্রতিরক্ষণ এবং জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে শিল্প লবণ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(২০) স্বাস্থ্য খাতকে সুসংহত করার লক্ষ্যে চিকিৎসাসামগ্রী জীবাণুমুক্তকরণে ব্যবহার্য অটোক্লেভ মেশিন স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

(২১) মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে উক্ত খাতের খাদ্যসামগ্রী ও নানাবিধ উপকরণ আমদানিতে বিদ্যমান সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পোল্ট্রি খাতের প্রতিরক্ষণে প্রক্রিয়াজাত মুরগীর অংশ বিশেষ (chicken in cut piece form) আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক হার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(২২) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতিরক্ষণে উক্ত শিল্পের পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কতিপয় উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কর্তৃক তৈরিকৃত পণ্য (পেরেক, স্ক্রু, ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ইত্যাদি) আমদানিতে শুল্ককর বৃদ্ধি করা হয়েছে। দেশীয় মধু চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণে এবং তাদের প্রতিরক্ষণের জন্য মধু আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(২৩) শতভাগ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল শিল্পে প্রয়োজনীয় কতিপয় পণ্য (RFID Tag, Industrial Racking System, Cutting table ইত্যাদি) আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(২৪) রপ্তানি বহুমুখীকরণে সম্ভাবনাময় পাদুকা শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে উক্ত শিল্পের তিনটি কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(২৫) সেলুলার ফোন উৎপাদন ও সংযোজন শিল্পে শিল্পের প্রতিরক্ষণ এবং আমদানি পর্যায়ে সঠিক মূল্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে যথাযথ রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে সেলুলার ফোনের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

(২৬) অবৈধ পথে স্বর্ণ আমদানি নিরুৎসাহিত করা এবং অথরাইজড ডিলারদের মাধ্যমে বৈধ পথে স্বর্ণ আমদানিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে স্বর্ণ বার আমদানির উপর বিদ্যমান ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়েছে।

(২৭) দেশে এখন চাহিদার তুলানায় অনেক বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে বিধায় ফার্নেস অয়েল নির্ভর পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন নিরুৎসাহিত করা এবং ফার্নেস অয়েলের অপব্যবহার রোধকল্পে ২০১১ সালে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাতিল করে ফার্নেস অয়েল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

(২৮) বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো কমিশনারেট গঠন, ডিমিনিমিস বিধিমালা কার্যকর করা, দ্রুততার সাথে পণ্য খালাস ও বন্দরে পণ্যজট নিরসন, কাস্টমস কর্মকর্তাদের স্বীয় বিবেচনাপ্রসূত বিচারিক ক্ষমতা হ্রাস এবং দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির জন্য আপিলাত ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বিদ্যমান Customs Act, 1969-এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে।

(২৯) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০২১-২২অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন করের (মূসক) মোট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,২৮,০০০ কোটি টাকা। তার বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থবছরে আদায় হয়েছে ১০৮৪১৭ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় আদায়ের ঘাটতি ১৯৫৮৩ কোটি টাকা। উল্লেখ্য বিগত অর্থবছরে একই সময়ে আদায় হয়েছিল ৯৭৫০৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিগত অর্থবছরের তুলনায় রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১০৯০৭ কোটি টাকা বা ১১.১৯%।

(৩০) সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে আহরিত অর্থ দেশের ঘাটতি বাজেটে অর্থায়নসহ জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২০২১-২২ অর্থ বছর এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন				
	জমা	মূল পরিশোধ	মুনাফা পরিশোধ	নীট
লক্ষ্যমাত্রা	১২৪,৬৪৭.৫০	৯২,৬৪৭.৫০	৩৮,০০০.০০	৩২০০০.০০
অর্জন	১০৮,০৭০.৫৩	৮৮,১৫৪.৭৮	৪০,০০২.৬৯	১৯,৯১৫.৭৫
শতকরা হার	৮৬.৭০%	৯৫.১৫%	১০৫.২৭%	৬২.২৪%

(৩১) জাতীয় সঞ্চয় বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ এ ব্যবহারের জন্য নতুন ৪টি মাইক্রোবাস টিওএ্যান্ডই-তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

(৩২) বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহে ৪টি নতুন বিভাগীয় কার্যালয় চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জনগণ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সেবা খুব সহজে গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

(৩৩) জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা জেলার উত্তরা ও যাত্রাবাড়ী, চট্টগ্রাম জেলার বহদ্দারহাট এবং কুমিল্লায় নতুন ৪টি বিশেষ সঞ্চয় ব্যুরো চালু করা হয়েছে।

(৩৪) জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে সিটিজেন চার্টার, সঞ্চয় স্কিমের মুনাফা হার, সঞ্চয় স্কিমের ক্রয় ফরম, প্রাইজবন্ডের ফলাফল, নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলির হালনাগাদ তথ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে।

(৩৫) অটোমেশন ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ১৮৩টি কম্পিউটার, ১টি প্রজেক্টর মেশিন টিওএ্যান্ডই-তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

(৩৬) কম্পিউটারবান্ধব সঞ্চয়পত্র লেনদেন ও গ্রাহকসেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরোসমূহে ই-সেভিংস সফট্ওয়্যার ও অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN) এর মাধ্যমে মূল ও মুনাফার অর্থ জমা হয়। এতে স্বল্পসময়ে অধিক সংখ্যক গ্রাহক সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

(৩৭) ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে নিয়মিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮টি শাখার আওতাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ডাকঘর ও সঞ্চয় ব্যুরোর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বছরে ৮টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দপ্তরসমূহের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের সমন্বয়সাধন এবং আন্তঃসংযোগের সাথে সাথে কর্মকর্তাদের কর্মকালীন উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেয়া হচ্ছে। ফলে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন জটিল বিষয়ের দ্রুত সমাধান ঘটছে এবং কাজের মান ও গ্রাহকদের সেবা প্রদান সহজতর হচ্ছে।

(৩৮) ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক (পুরুষ ও মহিলা) এবং যে কোন বয়সের শারীরিক প্রতিবন্ধী (পুরুষ ও মহিলা)-কে পরিবার সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের সুবিধা দেয়া হয়েছে। এতে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি জনগোষ্ঠীর লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন হচ্ছে।

(৩৯) স্বল্প আয়ের মহিলাদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে গ্রামীণ এলাকায় নিয়মিত উঠান-বৈঠকের আয়োজন করা হচ্ছে। এর ফলে মহিলারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি স্বল্প-আয়ের মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

(৪০) দেশব্যাপী স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে কাঙ্ক্ষিত গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় সঞ্চয়পত্র স্কিমের অনলাইন ম্যানেজমেণ্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

(৪১) বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, পোস্ট অফিস, সঞ্চয় ব্যুরো এক ও অভিন্ন ধারায় সঞ্চয়পত্র লেনদেন কার্যক্রমের জন্য জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেণ্ট সিস্টেম সফট্ওয়্যার চালু করা হয়েছে।

(৪২) ডিজিটাল পদ্ধতিতে খুব সহজে ঘরে বসে মোবাইলের মাধ্যমে সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানার জন্য সঞ্চয় অ্যাপ চালু করা হয়েছে।

(৪৩) সঞ্চয় ব্যুরোসমূহের লেনদেন কার্যক্রম ই-সেভিংস সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এবং জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের নামে একটি ফেইসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে।

(৪৪) ট্যাকসেস আপিলাত ট্রাইব্যুনালের ২০২১-২২ অর্থ বৎসরে ট্রাইবুনালে কার্যক্রম- দায়েরকৃত ও নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যাঃ-

আপীল মামলার সংখ্যা			
অর্থ বৎসর	দায়েরকৃত	নিস্পত্তিকৃত	বৎসর শেষে পেন্ডিং
পূর্বের জের			১৩৭০
২০২১-২২	৮৮১৬	৭৯৭৬	২২১০

(৪৫) গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ট্রাইব্যুনালে নৈতিকতা কমিটি ফোকাল পয়েণ্ট এবং তথ্য প্রদান ইউনিট হালনাগাদকরণসহ ইণ্টারনেট সুবিধা, সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ দেয়ালে টানানো, ওয়েবসাইট হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান আছে। ওয়েবসাইটে ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, তথ্য প্রদান ইউনিট-এর নাম, কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা, ফোকাল পয়েণ্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছে। যার ফলে জনগণ ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরাসরি জানতে পারছে। প্রশাসনিক কাজের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৈতিকতা কমিটি ও ফোকাল পয়েণ্টের সভা, স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা, গণশুনানি সংক্রান্ত সভা, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান, পোস্টার এবং কর মামলা শুনানি ও নিস্পত্তির বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মতামত বাক্স দৃশ্যমান স্থানে স্থাপনপূর্বক নির্দিষ্ট মতামত সংবলিত ফরম-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৪৬) আইবাস ++ বাজেট ও ই-জিপিতে টেন্ডার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজিরার ব্যবস্তা করা হয়েছে, প্রতিটি দ্বৈত বেঞ্চে হেলপ ডেক্স স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেইজবুক চালু আছে। ট্যাকসেস আপিলাত ট্রাইব্যুনাল জাতীয় তথ্য বাতায়নে অর্ন্তভূক্ত হয়েছে।

(৪৭) বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপনসহ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ই-নথিতে ৯৫ শতাংশ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(৪৮) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ২০২১-২২অর্থবছরে গৃহীত ও নিস্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ:

ক্রম	**কার্যক্রম**
১.	গৃহীত মোট মামলা ৯৭৩টি
২.	নিস্পত্তিকৃত মামলা ৫,০০৩টি
৩.	আদেশ জারিকরণ ৫,০০৩টি

১.৭ তথ্যসেবা প্রদান

জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। বিবেক ও বাক স্বাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা অনুসারে বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিককে এ বিভাগ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়। এ বিভাগের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব সুরাইয়া পারভীন শেলী, যুগ্মসচিব (শুল্ক) ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম, সিনিয়র সচিব।

১.৮ মানবসম্পদ উন্নয়ন

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ২০২১-২২ অর্থবছরে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮, নথি ব্যবস্থাপনা, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ই-জিপি, প্রতিবেদন লিখন, সার-সংক্ষেপ লিখন, তথ্য অধিকার আইন, সরকারি কর্মচারীগণের কল্যাণমুখী স্কীম, শুদ্ধাচার, এপিএ, সরকারী আচরণ বিধিমালা-১৯৭৯ ও শৃঙ্খলা বিধিমালা-২০১৮ ইত্যাদি বিষয়ে ৬০-ঘন্টা ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত মোট ৪৯টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মোট ৫২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১.৯ ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট (www.ird.gov.bd) রয়েছে যা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়। এ ওয়েবসাইটে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য উপাত্ত নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। এ কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। GRS, NIS, এবং APA ও বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদিও ওয়েবাসাইটে সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়াও ওয়েবসাইটে ফেইসবুক পেজ ও ভিডিও বক্স রয়েছে যেখানে এ বিভাগ সম্পর্কিত কার্যক্রম, ছবি ও ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে Store Management System web application এবং ইন সার্ভিস ফাইল সার্ভার চালু করা হয়েছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল সংস্থার মধ্যে সিসি টিভি ক্যামেরা ও ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

১.১০ ই-নথি বাস্তবায়ন

সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে গত ২৮/১২/২০১৬ খ্রি: তারিখ হতে এ বিভাগে ই-নথি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে এ বিভাগের সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন' কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ বিভাগের অধীনস্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ট্যাক্সেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনালে ই-নথির ব্যবহার হচ্ছে।

১.১১ সাম্প্রতিক অর্জন

সম্প্রতি মহিলা ও সিনিয়র সিটিজেনসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার উপযোগী ৫টি সঞ্চয় প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি, মুনাফার হার, বিনিয়োগ সীমা ও উৎসে কর কর্তনের লক্ষ্যে ৫টি সঞ্চয় প্রকল্প যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

সাম্প্রতিক অর্জন: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন ৭টি দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রশাসন অনুবিভাগ ৯৪.৫২ পেয়ে ৩য় স্থান অধিকার করেছে। উল্লেখ্য, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ৪টি অনুবিভাগের (বোর্ড প্রশাসন অনুবিভাগ (প্রাপ্ত নম্বর: ৯৪.৫২)/ কাস্টমস্ অনুবিভাগ (প্রাপ্ত নম্বর: ৯৩.৪৮)/ আয়কর অনুবিভাগ (প্রাপ্ত নম্বর: ৯৩.০১) এবং ভ্যাট অনুবিভাগ (প্রাপ্ত নম্বর: ৯৩.৮৮) এর মধ্যে (বোর্ড প্রশাসন অনুবিভাগ ৯৪.৫২ নম্বর পেয়ে ৩য় স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া e-Payment পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। শুল্ক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কাস্টস হাউস/স্থল শুল্ক ষ্টেশনে মোবাইল কন্টেইনার স্ক্যানার/Vehicle Mounted Mob X-ray Scanner/লাগেজ স্ক্যানার/হিউম্যান বডি স্ক্যানার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। নিলাম প্রক্রিয়া সহজীকরণ করার লক্ষ্যে E-auction কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। আমদানিকৃত পণ্য দ্রুততম সময়ে খালাস প্রদানের লক্ষ্যে Pre-arrival Processing (PAP) পদ্ধতি চালু সংক্রান্ত গেজেট জারি করা হয়েছে। সর্বসাধারণ কর্তৃক বাজার ব্যবস্থাপনায় পণ্য সামগ্রী ক্রয়ে ভ্যাট প্রদানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক EFDMS (Electronic Fiscal Device Management System) সেবা চালু করা হয়েছে এবং ক্রেতা সাধারণকে পণ্য সামগ্রী ক্রয়ে ভ্যাট প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য প্রতি মাসে লটারির মাধ্যমে পুরস্কার প্রদানে লটারির ড্র অনুষ্ঠান চালু করা হয়েছে। উৎসে কর আদায় কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় আনায়নের জন্য e-TDS System চালু করা হয়েছে।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর

সাম্প্রতিক অর্জন: ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে সঞ্চয় আহরণের সংশোধিত মোট লক্ষ্যমাত্রা ১২৪,৬৪৭.৫০ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট অর্জন ১০৮,০৭০.৫৩ কোটি টাকা; যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৮৬.৭০ শতাংশ । অনুরূপভাবে উক্ত অর্থবছরে সঞ্চয় আহরণে সংশোধিত নীট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩২০০০.০০ কোটি টাকা যার বিপরীতে নীট অর্জন ১৯,৯১৫.৭৫ কোটি টাকা; যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৬২.২৪ শতাংশ।স্বল্প সংখ্যক জনবলের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক বিনিয়োগকারীকে দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ৭৫টি অফিসে জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

১.১২ অডিট কার্যক্রম সম্পাদন

সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বহি: নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের একজন যুগ্মসচিবের নেতৃত্বে উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে। বহি:নিরীক্ষা বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীনে বিভিন্ন দপ্তর যথা সিভিল অডিট অধিদপ্তর, স্থানীয় রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, অডিট অধিদপ্তর ইত্যাদি কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ ও বহি: অডিট আপত্তি সমূহ অডিট কর্তৃক উত্থাপনের মাঠ পর্যায় হতে এর ব্রডশিট জবাব এ বিভাগে পৌঁছানো হয়। আর্থিক অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা করে আপত্তিসমূহ সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসাবে শ্রেণিভুক্ত করা হয় এবং আপত্তিসমূহ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়।

যার বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে দেখান হলো:

ক্রমিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	পুঞ্জিভুত অডিট আপত্তি		রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরিত ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	জড়িত রাজস্বের পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	জড়িত রাজস্বের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	জড়িত রাজস্বের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	১৬	০.৩৬১	৬	৪	০.১২৪	১২	০.২৩৭
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১১০০২	৩৩৬৯৭.৫৪	৯৮৫১	২২৭০	৮৭২৩	৮৭৩২	২৪৯৭৪.৫৪
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	৩৯	৪৯৫.৪২	২৫	৮	০.৮৩৩৮	৩১	৪৯৪.৫৮
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--	--	--	--	--	--
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	--	--	--	--	--	--	--
সর্বমোট	১১০৫৭	৩৪১৯৩.৩২১	৯৮৮২	২২৮২	৮৭২৩.৯৫৮	৮৭৭৫	২৫৪৬৯.৩৫৭

ত্রি-পক্ষীয় সভাঃ

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংশ্লিষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণিভূক্ত আপিত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম সন্তোষজনভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এ বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার পুঞ্জিভূত

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিহর লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ০৩টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ১৪৭টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৮৫টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সুপারিশ করা হয়।

১.১৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

উদীয়মান প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা এবং সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের অবশ্যই কর্তব্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। এরই অংশ হিসেবে সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এই কৌশলের রূপকল্প হচ্ছে "সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা"।

শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় এ বিভাগের সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে একটি নৈতিকতা কমিটি রয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনায় এ বিভাগের একজন যুগ্মসচিবকে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছকে এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সুপারিশক্রমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে এক বছর মেয়াদী সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/সংস্থায় নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এর অংশ হিসাবে ই-ফাইল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইনে রেসপন্স ও ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেমের প্রবর্তন করা হয়েছে। অনলাইনে অভিযোগ (www.grs.gov.bd) গ্রহণের লক্ষ্যে এ বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের কাজের গুণগত মান মূল্যায়ন এবং উত্তম চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। শুদ্ধাচার কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় ২০২১-২২ অর্থবছরে এ বিভাগের একজন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

১.১৪ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), উদ্ভাবন ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮ তে বর্ণিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সরকারের অন্যান্য কৌশলপত্র, এ বিভাগের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোতে উল্লিখিত Key Performance Indicator (KPI) এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচির আলোকে এ বিভাগের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, উদ্ভাবন ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে।

১.১৫ উদ্ভাবনী কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০২১ অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে । বর্তমানে সরকারের অধিকাংশ সেবা এবং অফিস কার্যাবলি ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে । অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সরকারের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য একক বৃহত্তম অর্থযোগানদাতা হিসাবে কাজ করছে । অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ তাদের করদাতা ও গ্রাহক সেবার মান ও অফিসের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করে । অধিকাংশ উদ্যোগ করদাতা সেবার পরিবেশকে

অধিকতর সহজ ও দ্রুততর করে । একই সাথে মূল্য সংযোজন কর, কাস্টমস ও আয়কর অফিসের সাথে কায়িক যোগাযোগ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে করদাতার ব্যবসায়িক খরচ কম হচ্ছে । এছাড়াও, ১০০ টাকা মূল্যমান বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের 'ড্র' -এর ফলাফল অনুসন্ধানের জন্য Prize Bond Result Inquiry Software (PBRIS) এবং এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের বিদেশ গমণ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য Foreign Visit Tracker (FVT) সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এই উদ্ভাবন উদ্যোগগুলোর ফলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সেবার মান সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

১.১৬ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) হলো সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ যা রাজস্ব সংগ্রহ করে জাতীয় বাজেটের প্রায় ৮৭% অর্থের জোগান দেয়। এছাড়া সঞ্চয় পত্র বিক্রির মাধ্যমে ঘাটতি বাজেটের অর্থায়নে সহায়তা করে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর সংস্থাসমূহ হচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এবং ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মূলত শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর এবং আয়কর রাজস্ব আদায়ের সাথে সম্পর্কিত। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রধান ভূমিকা হলো অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ। যা এসডিজির ১৭তম অভিষ্ট এবং ১৭.১ লক্ষ্যমাত্রা অর্থাৎ কর:জিডিপি বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করার জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ অনলাইন এবং স্বয়ংক্রিয় কর ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। ট্রান্সফার প্রাইসিং এবং বেস ইরোশন প্রফিট শিফটিং কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার গোয়েন্দা সেলকে আরও শক্তিশালী করছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ আশা করে যে জনগণ স্ব-প্রণোদিত এবং কোন হয়রানি ছাড়াই রাজস্ব প্রদান করবে। সাধারন অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমাদের ২০২৫ সালের মধ্যে এনবিআর-ট্যাক্স থেকে জিডিপি অনুপাতকে ১১.৬ % ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% এ উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ দেশের মানুষের মধ্যে করবান্ধব সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২০-২০২৫ সাল পর্যন্ত কর জিডিপি'র লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরুপ:

অর্থবছর	কর-জিডিপির অনুপাত
২০২০	৯.৪
২০২১	১০.২
২০২২	১১.১
২০২৩	১২.০
২০২৪	১২.৯
২০২৫	১৪.১

১.১৭ স্টোর ম্যানেজম্যান্ট ব্যবস্থাপনা:

স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে (www.ird.orionisbd.com) সংশ্লিষ্ট শাখা হতে চাহিদাপত্র সেবা শাখার কর্মকর্তার নিকট অনলাইনে দাখিল করে বিধি মোতাবেক সেবা শাখার কর্মকর্তা/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হতে স্টোরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ এবং চাহিদাপত্র প্রদানকারী কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ করা হয়। অত:পর সেবা শাখা হতে চাহিদাপত্র প্রদানকারী শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারী খুব সহজেই দ্রব্যাদি গ্রহণ করছে।

সেবাটি গ্রহণের ক্ষেত্রে চাহিদাপত্র প্রস্তুতপূর্বক ৭টি ধাপে কর্মকর্তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে ষ্টেশনারী সামগ্রী সরবরাহ করতে হত। বর্তমানে অনলাইনের মাধ্যমে চাহিদাপত্র প্রেরণপূর্বক ৩টি ধাপে কর্মকর্তাদের অনুমোদন গ্রহণ করে এ বিভাগের স্টোর হতে স্টেশনারী সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে।

সেবাটির প্রচারণা ও টেকসইকরণের কর্মপরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনলাইন স্টোর ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অনলাইনের মাধ্যমে চাহিদাপত্র প্রেরণপূর্বক তাৎক্ষণিক/অতি দ্রুততার সাথে স্টোর হতে স্টেশনারী সামগ্রী গ্রহণ করছে।

১.১৯ এসিআর ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন

এ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এসিআর এর তথ্য ওয়েবসাইটে এন্ট্রির জন্য আলাদা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। বিসিএস (কর), বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাদের অনুকূলে ওয়েবসাইটে পৃথক পৃথকভাবে পরিচিতি নম্বর প্রদান করা হয়েছে। এ বিভাগের ওয়েবসাইটে ২০১৬-২০২১ সাল পর্যন্ত বিসিএস (কর), বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর এর সর্বমোট ১০৬৩ জন কর্মকর্তার ৬৫৩০ টি এসিআর-এর তথ্য আপলোড করা হয়েছে। কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব পরিচিতি নম্বর ব্যবহার করে তাদের এসিআর-এর তথ্য জানতে পারবেন।

১.২০ ২০২১-২২ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরুপ:

ক্রম	বিষয়	পদের সংখ্যা	
১.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডর আয়কর অনুবিভাগের অনুকূলে রাজস্ব খাতে পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সম্মতি	ক্যাডার	নন ক্যাডার
		৭৭৯	৬১২৫
		মোট: ৬,৯০৪ টি	
২.	২৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে দ্বৈত করারোপন পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।		
৩.	সদস্য কর (গ্রেড-১) পদে পদোন্নতি প্রদান	২ জন	
৪.	সদস্য কর (গ্রেড-২) পদে পদোন্নতি প্রদান	৪ জন	
৫.	কর কমিশনার পদে পদোন্নতি প্রদান	২০ জন	
৬.	যুগ্ম কর কমিশনার পদে পদোন্নতি প্রদান	২২ জন	
৭.	উপ কর কমিশনার পদে পদোন্নতি প্রদান	৫৮ জন	
৮.	৩৮ তম বিসিএস হতে সহকারী কর কমিশনার পদে নিয়োগ	৩৩ জন	

৯.	সহকারী কর কমিশনার পদে পদোন্নতি	১২ জন
১০.	ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনালে রেজিস্ট্রারার পদে পদোন্নতি প্রদান	১ জন
১১.	ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনালে সহকারী রেজিস্ট্রারার পদে পদোন্নতি প্রদান	০২ জন
১২.	ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনালে সহকারী প্রোগ্রামারের পদ সৃষ্টি	১ টি
১৩	সহকারী কর কমিশনার পদে চাকুরী স্থায়ীকরণ	১২ জন
১৪	চাকুরী হতে অবসর	৭ জন
১৫	চাকরী হতে অপসারণ	১ জন

১.২১ ২০২১-২২ অর্থবছরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ:

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে (এডিপি) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ০৭টি চলমান প্রকল্পের মোট ২৫৪.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে জিওবি অংশ ২৪২.১৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১২.৬৫ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দ হতে মোট ২২৯.৭২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে তা মোট বরাদ্দের ৯০.১৭ শতাংশ। চলামান প্রকল্পসমূহের মধ্যে রাজস্ব ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ও প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২২ সালে শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে হিলি, বুড়িমারি ও বাংলাবান্ধা এলসি স্টেশনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প ও সাউথ এশিয়ান সাবরিজিওনাল ইকোনমিক কর্পোরেশন (SASEC) ইনটিগ্রেটেড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন স্টেকর ডিভেলপমেন্ট প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর কার্যক্রম শুরু করেছে।

১.২২ জাতীয় রাজস্ব ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

- প্রকল্পের নাম: জাতীয় রাজস্ব ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।
- প্রকল্পের মূল্য: ৪৫১.৪৬ কোটি টাকা।
- প্রকল্পের মেয়াদ: ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০২২ পর্যন্ত।
- জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভুত ব্যয়: ৪১২.৮৭ কোটি টাকা (আর্থিক অগ্রগতি - ১০০%) ।
- প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি: ১০০%।
- প্রকল্পের প্রধান কার্যাবলী:
  - ✓ ২ টি বেজমেন্টসহ ৩০ তলা ভিতবিশিষ্ট ১২ তলা ভবন নির্মাণ।
  - ✓ ভবনের মোট আয়তন: ৬,৭৬,০০০ বর্গফুট।

বিবরণ	তলার সংখ্যা	প্রতি তলার আয়তন (বর্গফুট)	মোট আয়তন (বর্গফুট)
বেজমেন্ট	২	৬৬,০০০	১,৩২,০০০
১ম-৪র্থ তলা	৪	৪৪,০০০	১,৭৬,০০০
৫ম-১২ তলা	৮	৪৬,০০০	৩,৬৮,০০০

মোট আয়তন	**৬,৭৬,০০০**

- ✓ কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন।
- ✓ ৮টি লিফট স্থাপন (২টি ফায়ার লিফটসহ)।
- ✓ ২টি Escalator স্থাপন।
- ✓ অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা স্থাপন।
- ✓ ডিজিটাল কার পার্কিং ব্যবস্থা স্থাপন।
- ✓ Building Automation System স্থাপনের মাধ্যমে Energy Efficient Building নির্মাণ।
- ✓ ভবনের প্রবেশপথে Access Control System স্থাপন।শব্দ ও তাপরোধী Double Glazed Curtain Glass স্থাপন।

চিত্রঃ নবনির্মিত জাতীয় রাজস্ব ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

১.২৩ <u>ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো প্রকল্প</u>

<table>
<tr><td>অর্থবছর</td><td>২০২১-২০২২</td></tr>
<tr><td>প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য</td><td>

বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়: অর্থ মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী বিভাগ: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

<u>প্রকল্পের মেয়াদ</u>

ডিপিপি অনুযায়ী: জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০
আরডিপিপি অনুযায়ী: আগস্ট/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩

<u>প্রকল্পের অর্থায়ন;</u>
<table>
<tr><td></td><td>জিওবি</td><td>প্রকল্পের সহায়তা</td><td>মোট</td></tr>
<tr><td>ডিপিপি অনুযায়ী</td><td>৫৬.১০ কোটি</td><td>৫২৯.২৯ কোটি</td><td>৫৮৫.৩৯ কোটি</td></tr>
<tr><td>আরডিপিপি অনুযায়ী</td><td>৫৫.৬৬ কোটি</td><td>৫২৯.২৯ কোটি</td><td>৫৮৪.৯৫ কোটি</td></tr>
</table>
<u>ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:</u>

আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যিকে ইলেকট্রিক অনলাইন মাধ্যমে দ্রুততর করবে।
আন্তর্জাতিক পণ্য ছাড়করণে গতিশীলতা আনয়ন করবে।
ব্যবসা বাণিজ্যের খরচ ও সময় বাঁচাবে।
পণ্য ছাড়করণের সামগ্রীক প্রক্রিয়ায় সমন্বয় ও স্বচ্ছতা আসবে।
ব্যবহার বান্ধব ইলেকট্রিক প্রক্রিয়া নিবন্ধিত ব্যক্তি/সংস্থা এবং সরকারী সংস্থা সমূহকে সচল এবং স্বয়ংক্রিয় রাখবে।
নিবন্ধিত ব্যক্তি/সংস্থা এবং সরকারী সংস্থাসমূহকে আন্তর্জাতিক ব্যবসা সম্পর্কিত অনুমোদন , লাইসেন্স, প্রত্যয়ন এবং শুল্ক প্রক্রিয়ায় নিশ্চয়তা প্রদান করবে।
বাংলাদেশ সরকারের ব্যবসা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবে।
আমদানীকারক ও রপ্তানীকারক এবং সরকারের মধ্যেকার সম্পর্ক আরো জোরদার করবে এবং এ প্রক্রিয়ায় আরো স্বচ্ছতা ও দ্বৈত কাজসমূহ দূরীকরণের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যকে আরো গতিশীল করে তুলবে এবং প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার সূচনা করা হবে।
এছাড়াও, আমদানী, রপ্তানী ও ট্রানজিটের ক্ষেত্রে আবদেনপত্র, সার্টিফিকেট, লাইসেন্স এবং পারমিশন প্রভৃতি অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ, প্রেরণ ও প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।প্রভৃতি অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ, প্রেরণ ও প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।
NSW Solution ও ARMS Software সিস্টেমের মাধ্যমে পণ্য ছাড়করণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
অনলাইনের মাধ্যমে সকল প্রকার মূল্য (শুল্ক ও কর) পরিশাধ করা যাবে।
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে জড়িত বিভিন্ন সরকারী সংস্থা/রেগুলেটরী অথরিটির সাথে Advance Programming Interface (API) এর মাধ্যমে Interconnectivity তৈরি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার বিদ্যমান পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয় করা হবে।

<u>ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো প্রকল্পের কার্যাবলী:</u>

পণ্য ছাড় সহজীকরণের মাধ্যমে ২৪/৭ ভিত্তিতে আমদানি রপ্তানি সম্পন্নকরণ।

</td></tr>
</table>

	• অনলাইনে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের সুবিধা। • সরকারী কাজের স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। • একটি কমন প্লাটফমে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিনিধিদের কার্যক্রম সম্পন্ন করা। • সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। । • সর্বোচ্চ কিন্তু যথাযথ রাজস্ব আদায় করা। • ব্যবসায়ীদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করা। • সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা। • ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের সঠিক সুরক্ষা ও ব্যবহার করা
২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট	মোট-১৬.০২ কোটি টাকা। জিওবি-৩.৩৭ কোটি টাকা। পিএ-১২.৬৫ কোটি টাকা।
২০২১-২০২২ অর্থবছরের ব্যয়	মোট-৫.৬৪ কোটি টাকা। জিওবি-২.০১ কোটি টাকা। পিএ-৩.৬৩ কোটি টাকা।

১.২৪ বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্প

১। প্রকল্পের নাম : বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্প

২। (ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

		মূল প্রকল্প	২য় সংশোধিত
৩। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (সম্পূর্ণ জিওবি)	:	৮১.১৫১১ কোটি টাকা (একাশি কোটি পনের লক্ষ এগারো হাজার টাকা)	৯৩.০১৯৮ কোটি টাকা (তিরানব্বই কোটি এক লক্ষ আটানব্বই হাজার টাকা)
৪। প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত

৫। একনেক কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন : ০৬/০৬/২০১৭ খ্রি.

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা :

- বন্ড ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কর্মপদ্ধতিতে পূর্ণ স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা;
- স্থানীয় বাজারে অবৈধভাবে শুল্কমুক্ত পণ্য প্রবেশের মাধ্যমে সৃষ্ট অসম প্রতিযোগিতা হতে স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে রক্ষা করা;
- ব্যবসার পরিচালন ব্যয় ও সময় হ্রাস;
- সেবা প্রদানের প্রতিটি ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- আদালতে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা হ্রাস করা এবং সকল মামলা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ করা;
- সরকারের আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও আয়করসহ প্রযোজ্য শুল্ক করাদি সংক্রান্ত রাজস্ব সুরক্ষিত করা;
- স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- পুরাতন ও নতুন ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনার জন্য ডাটা আর্কাইভ উন্নয়ন করা।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয়ের তথ্য-উপাত্ত:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	অগ্রগতির হার (%)	প্রকল্পের শুরু থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের হার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২০২১-২০২২	১২.৬৩৯৯ কোটি (আরএডিপি অনুযায়ী)	৮.২৬৪৫ কোটি	৬৫.৩৮	১৪.৫২ কোটি	১৫.৬১

১.২৫ বিষয়ঃ "সাতক্ষীরা কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর এবং ভোমরা এলসি স্টেশন নির্মাণ" প্রকল্পের তথ্য-উপাত্ত।

০১। প্রকল্পের নাম ঃ "কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর এবং ভোমরা এলসি স্টেশন নির্মাণ"

০২। (ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও গণপূর্ত বিভাগ।

০৩। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৪৪.২৫ কোটি টাকা।

০৪। **প্রকল্পের দুইটি অংশ** ঃ (ক) সাতক্ষীরা বিভাগীয় দপ্তর অংশ, (খ) ভোমরা এলসি স্টেশন অংশ

০৫। **প্রকল্প এরিয়া মোট জায়গার পরিমাণ** ঃ ২.২১ একর [(ক) সাতক্ষীরা বিভাগীয় দপ্তর অংশ ১.১৪ একর, (খ) ভোমরা এলসি স্টেশন অংশ ১.০৭ একর]

০৬। প্রকল্পের মেয়াদ ঃ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২১ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরার চাহিদা অনুযায়ী PIC-Project Implementation Committee সভার সিদ্ধান্তক্রমে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

০৭। প্রকল্প এরিয়ায় স্থাপনা ঃ

(ক) সাতক্ষীরা বিভাগীয় দপ্তর অংশ			(খ) ভোমরা এলসি স্টেশন অংশ		
বিল্ডিং এর নাম	তলা	আয়তন (বর্গফুট প্রতি তলা)	বিল্ডিং এর নাম	তলা	আয়তন (বর্গফুট প্রতি তলা)
অফিস বিল্ডিং	৬	৪,০০০	অফিস বিল্ডিং	৭	৫,০৮০
গোডাউন	২	৪,৬৪০	ব্যাগেজ চেক কাম কেমিক্যাল বিল্ডিং	৩	২,৪০০
লোড-আনলোড সেড	১	৩,৪৫০	ডরমেটরি	৫	১,৮২০
রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং	৫	১,৬৩০	রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং	৫	২,৯০০
রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং	৫	১,২২০	ডুপ্লেক্স বিল্ডিং	২	১,৫০০
জেনারেটর ও সাব স্টেশন বিল্ডিং	১	৬৫০	গার্ড রুম	১	৫০

০৮। প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতিঃ

- সাতক্ষীরা কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরের ভৌত কাজের অগ্রগতি প্রায় ৫৫% সম্পন্ন হয়েছে।
- ভোমরা এলসি স্টেশনের ভৌত কাজের অগ্রগতি প্রায় ৫১% সম্পন্ন হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার পর অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত গতিতে শুরু করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমুদয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

০৯। প্রকল্পের বাজেট ও ব্যয়ঃ **(অংকসমূহ কোটি টাকায়)**

ক্রঃ নং	অর্থবছর	মূল বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত জিওবি বরাদ্দ	বরাদ্দকৃত মোট জিওবি সংরক্ষণের জন্য	বরাদ্দকৃত মোট জিওবি অর্থ ছাড়/ব্যয়ের জন্য	ব্যয়ের পরিমাণ	ব্যয়ের হার (%)
১	২০১৮-২০১৯	--	--	--	--	--	--	--
২	২০১৯-২০২০	২৩.০০	--	--	--	--	--	--
৩	২০২০-২০২১	৩৩.০০	১৪.৮৫	১৪.৮৫	১০.৫৪	৪.৩১	৩.০০	২০.২০%
৪	২০২১-২০২২	--	--	--	--	--	--	--

১০। প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতিঃ **(অংকসমূহ কোটি টাকায়)**

ক্রঃ নং	ডিপিপিতে মোট সংস্থান	বরাদ্দকৃত মোট জিওবি অর্থ ছাড়/ব্যয়ের জন্য	মোট ব্যয়ের পরিমাণ	মোট ব্যয়ের হার (%)
০১	৪৪.২৫	৪.৩১	৩.০০	৬.৭৮%

১.২৬ হিলি, বুড়িমারি ও বাংলাবান্ধা এলসি স্টেশনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের নাম: হিলি, বুড়িমারি ও বাংলাবান্ধা এলসি স্টেশনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ

- প্রকল্পের মূল্য: ৮০.৬১ (জিওবি) কোটি টাকা।
- প্রকল্পের মেয়াদ: ০১/০৭/২০২১ হতে ৩০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত।

উদ্দেশ্য:

উত্তরাঞ্চলের হিলি, বুড়িমারি ও বাংলাবান্ধা স্থল শুল্ক স্টেশনসমূহের আমদানি ও রপ্তানী শুল্ক আদায় বৃদ্ধি করা এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ জোরদারকরণ সম্ভব হয়।

১.২৭ সাউথ এশিয়ান সাবরিজিওনাল ইকোনমিক কর্পোরেশন (SASEC) ইনটিগ্রেটেড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন স্টেকর ডিভেলপমেন্ট প্রকল্প:

প্রকল্পের নাম: সাউথ এশিয়ান সাবরিজিওনাল ইকোনমিক কর্পোরেশন (SASEC) ইনটিগ্রেটেড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন স্টেকর ডিভেলপমেন্ট প্রকল্প:

প্রকল্পের মূল্য: ৩১৩ কোটি টাকা (জিওবি: ৪৯.৫০ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য: ২৬৩.৫০ কোটি (এডিবি)।

- প্রকল্পের মেয়াদ: ০১/০৪/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬ পর্যন্ত।

উদ্দেশ্য:

- প্রকল্পটি World Trade Organization (WTO) এর Trade Facilitation Agreement (TEA) এর বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে সহায়তা করবে।
- প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের চলমান Customs Reform and Modernization Initiatives এর আওতায় Customs Strategic Action Plan 2019-2022 এর বাস্তবায়নের সাথে সংগতিপূর্ণ এছাড়া প্রকল্পটি SASEC এর Rey Sector হিসেবে Trade Facilitation and Customs Modernization এর উন্নয়নের সাথে সংগতিপূর্ণ। প্রকল্পটির বাস্তবায়নে বাংলাদেশের Border Crossing Point গুলোর ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকবে।
- বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়নের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। এই সকল বিবেচনায় প্রকল্পটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

১.২৮ ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

- আয়কর, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্কের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনয়নের লক্ষ্যে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অটোমেশন এবং পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ;
- রাজস্ব আয় বাড়ানোসহ করের পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে আয়কর, ভ্যাট ও সঞ্চয় অফিস স্থাপন;
- জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে আয়কর, ভ্যাট এবং সঞ্চয় অফিসসমূহকে একই কমপ্লেক্সে আনয়ন ও আধুনিকায়ন;

- আমদানি, রপ্তানি ও ট্রানজিটের ক্ষেত্রে One Stop Service প্রদানের জন্য সকল সরকারি, আধা-সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাকে একটি Virtual Electronic Platform-এ আনয়নের লক্ষ্যে National Single Widnow (NSW) বাস্তবায়ন;
- Authorized Economic Operator (AEO) পদ্ধতি কার্যকরভাবে সচল রাখা;
- The Customs Act, 1969; The Income Tax Ordinance, 1984 ও Stamp Act, 1899 আধুনিক, যুগোপযোগী ও বাংলা ভাষায় প্রণয়ন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

পরিচিতি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সরকারের রাজস্ব প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ সংস্থা। এটি দেশের প্রায় পচাঁশি ভাগ রাজস্ব এবং ছিয়ানব্বই ভাগ কর রাজস্ব আহরণ করে থাকে। এর মূল কাজ হলো শুল্ক কর আরোপ ও আহরণ করা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদায়কৃত রাজস্ব সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যয় করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন চারটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)। আইআরডির অধীন চারটি সংস্থার অন্যতম জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব পদাধিকার বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান। শুল্ক, ভ্যাট ও আয়কর বিষয়ক যাবতীয় নীতি প্রণয়নসহ চোরাচালান নিরোধ ও এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন বোর্ডের অন্যতম কাজ।

প্রতিষ্ঠা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে একটি দক্ষ রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-৭৬ (The National Board of Revenue Order, 1972) এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

গঠন

পদাধিকারবলে সিনিয়র সচিব/সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অধীনে আয়কর (প্রত্যক্ষ কর) অনুবিভাগের আটজন এবং শুল্ক ও মূসক (পরোক্ষ কর) অনুবিভাগের সাতজন সদস্য এবং বোর্ড প্রশাসনে অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন সদস্য পদস্থ থাকেন । সদস্যদের মধ্যে প্রতি অনুবিভাগ থেকে দুইজন করে মোট চারজন সদস্য প্রথম গ্রেডভূক্ত এবংবাকী সদস্যগণ দ্বিতীয় গ্রেডভূক্ত কর্মকর্তা।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

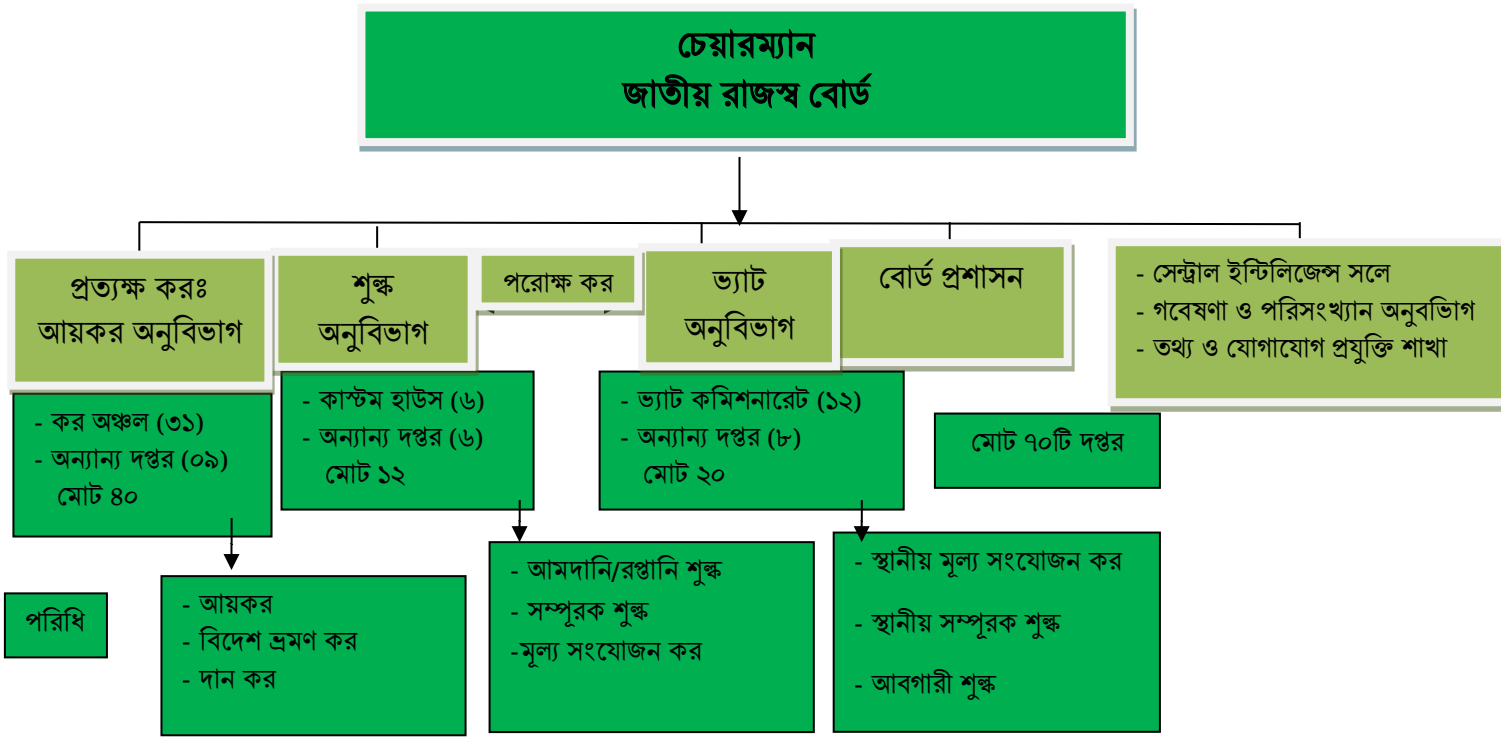

কার্যাবলি

- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আরোপ, পরীক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও আহরণ;
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আহরণ সম্পর্কিত আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগে ব্যাখ্যা প্রদান এবং বিশ্লেষণ;
- ন্যায়নীতি নির্ভর এবং গ্রাহকবান্ধব পরিবেশে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আবগারি ও আয়কর আহরণে নিয়োজিত দপ্তরসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- কর নীতি ও আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায়, রাজস্ব বাজেট প্রস্তুতকরণে, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশসমূহের সঙ্গে সাধারণ সহযোগিতা চুক্তি, অনুদান ও ঋণ এবং কর সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা প্রদান;
- স্বেচ্ছাপ্রতিপালনে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে করদাতা এবং রাজস্ব আহরণের পরিধি বৃদ্ধি ও সঠিক কর নিরুপণের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ ও গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা;
- কর ফাঁকিরোধ, চোরাচালান প্রতিরোধ, আমদানি-রপ্তানি নীতি বাস্তবায়ন, দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও বিকাশ এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে সরকারি নীতি প্রণয়ন;

- বন্ডেড ওয়্যারহাউস ও প্রত্যর্পণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে এবং দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- করদাতা সেবা প্রদান এবং করদাতাদের কর পরিশোধে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী আয়োজন।

গত ৪ বছরের আহরণের প্রধান ৩টি করের অনুপাত

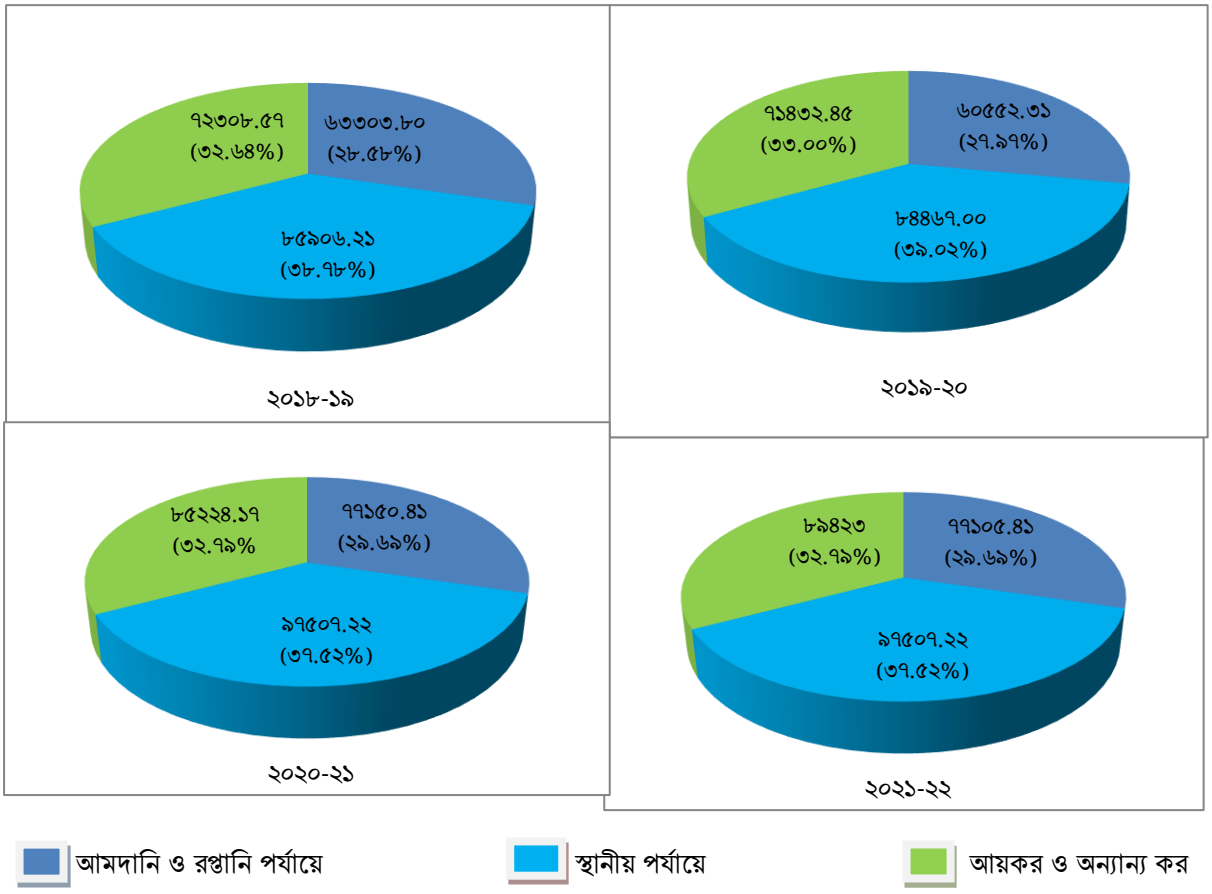

১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রধান তিনটি করের আহরণ প্রবণতা:

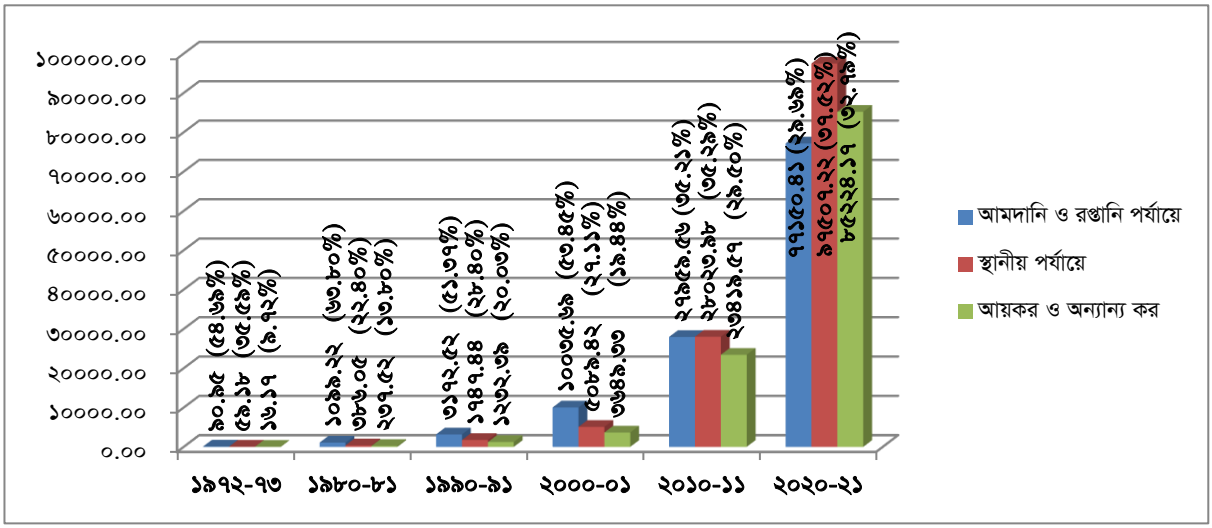

(রাজস্ব সংক্রান্ত সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

- ১৯৭২-৭৩ সালে যেখানে আয়করের অবদান ছিল ৯.৭২%, সেখানে ২০২১-২২ অর্থবছরে আয়করের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪.৪১%।
- ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আহরণে আবগারী ও বিক্রয় করের অবদান ছিল ৩৫.৫৯%, এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে অবদান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫.৯৪%।
- ১৯৭২ সালে, আমদানি শুল্কের অবদান ছিল ৫৪.৬৯%, পরবর্তীতে বিশ্ব বাণিজ্য উদারীকরণ এবং ট্যারিফ সুষমকরণ নীতির আওতায়, আমদানী শুল্কের হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায়, আমদানী শুল্ক ক্রমশঃহ্রাস পেয়েছে।

বিগত ২০ বছরের জাতীয় বাজেটের আকার

(রাজস্ব সংক্রান্ত সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

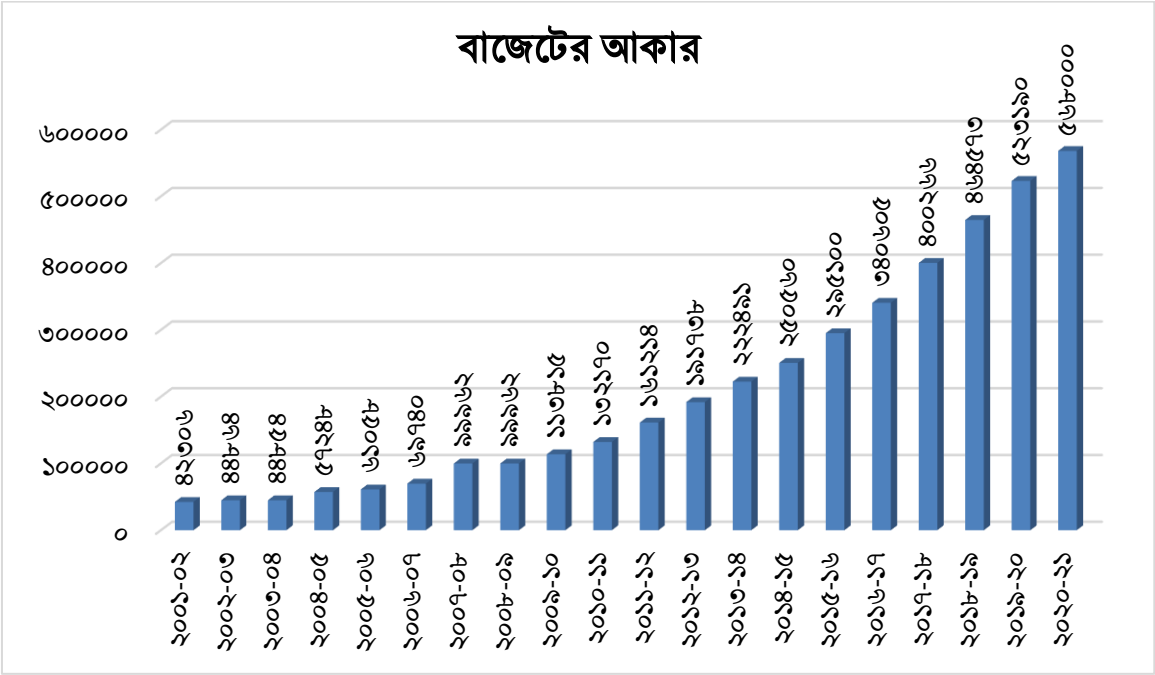

২০০৮-০৯ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রধান খাতভিত্তিক, লক্ষ্যমাত্রা, আহরণ, প্রবৃদ্ধি

(সংখ্যা সমূহ কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ	২০০৮-০৯			২০০৯-১০		
		লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
১।	আমদানি পর্যায়ে	২১৩২২.০০	২০৮৭০.৯১	৫.১৬%	২৩২৩৬.০০	২২৮৫১.৪৭	৯.৪৯%
২।	স্থানীয় পর্যায়ে	১৭৭২২.০০	১৭৩৮২.১৩	১২.৮৭%	২০৭৩৫.০০	২১৭৬২.৩৫	২৫.২০%
৩।	আয়কর অন্যান্য কর	১৩৯৫৬.০০	১৪২৭৪.২১	১৭.১১%	১৭০২৯.০০	১৭৪২৮.৩৪	২২.১০%
সর্বমোট		৫৩০০০.০০	৫২৫২৭.২৫	১০.৭৩%	৬১০০০.০০	৬২০৪২.১৬	১৮.১১%
ক্রমিক নং	রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ	২০১০-১১			২০১১-১২		
		লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
১।	আমদানি পর্যায়ে	২৬৫৩৫.০০	২৭৯৫৯.৫৬	২২.৩৫%	৩০৮৭৬.০০	৩১৩৫২.৭৮	১২.১৪%
২।	স্থানীয় পর্যায়ে	২৬৪৮৩.০০	২৮০২৩.৯৮	২৮.৭৭%	৩২৯৬২.০০	৩৪৫৭২.৬৩	২৩.৩৭%
৩।	আয়কর অন্যান্য কর	২২৫৮২.০০	২৩৪১৯.৫৭	৩৪.৩৮%	২৮৫৩২.০০	২৯১৩৩.৫৮	২৪.৪০%
সর্বমোট		৭৫৬০০.০০	৭৯৪০৩.১১	২৭.৯৮%	৯২৩৭০.০০	৯৫০৫৮.৯৯	১৯.৭২%
ক্রমিক নং	রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ	২০১২-১৩			২০১৩-১৪		
		লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
১।	আমদানি পর্যায়ে	৩৫৬০০.০০	৩২৩১২.৫১	৩.০৬%	৩২৮৭০.০০	৩৩২৪৪.৯২	২.৮৯%
২।	স্থানীয় পর্যায়ে	৪০৪০০.০০	৩৯১২৮.৭৬	১৩.১৮%	৪৬৮৫০.০০	৪৩৭২৬.৪১	১১.৭৫%
৩।	আয়কর অন্যান্য কর	৩৬২৫৯.০০	৩৭৭১০.৪৬	২৯.৪৪%	৪৫২৮০.০০	৪৩৮৪৮.৫২	১৬.২৮%
সর্বমোট		১১২২২৫৯.০০	১০৯১৫১.৭৩	১৪.৮৩%	১২৫০০০.০০	১২০৮১৯.৮৫	১০.৬৯%
ক্রমিক নং	রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ	২০১৪-১৫			২০১৫-১৬		
		লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
১।	আমদানি পর্যায়ে	৩৭৫০০.০০	৩৮৩৩৩.৩৭	১৫.৩১%	৪২৫০০.০০	৪৫১৯৯.০১	১৭.৯১%
২।	স্থানীয় পর্যায়ে	৪৮২৬৪.০০	৪৯০১৩.৫৩	১২.০৯%	৫৪০৬৪.০০	৫৬০৮০.৬৬	১৪.৪২%
৩।	আয়কর অন্যান্য কর	৪৯২৬৪.০০	৪৮৩৫৩.৮০	১০.২৭%	৫৩৪৩৬.০০	৫২৩৪৭.২৯	৮.২৬%
সর্বমোট		১৩৫০২৮.০০	১৩৫৭০০.৭০	১২.৩২%	১৫০০০০.০০	১৫৩৬২৬.৯৬	১৩.২১%
ক্রমিক নং	রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ	২০১৬-১৭			২০১৭-১৮		
		লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
১।	আমদানি পর্যায়ে	৫৫০০০.০০	৫৪২৮১.৮৭	২০.১০%	৬৪০০০.০০	৬১২৭৮.৫৫	১২.৮৯%

২।	স্থানীয় পর্যায়ে	৬৬০০০.০০	৬৩৫৬২.৪২	১৩.৩৪%	৮৩০০০.০০	৭৮৬৯৩.৯৭	২৩.৮১%
৩।	আয়কর অন্যান্য কর	৬৪০০০.০০	৫৩৮১২.১৫	২.৮০%	৭৮০০০.০০	৬২৩৪০.৪২	১৫.৮৫%
		১৮৫০০০.০০	১৭১৬৫৬.৪৪	১১.৭৪%	২২৫০০০.০০	২০২৩১২.৯৪	১৭.৮৬%
ক্রমিক নং	রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ	২০১৮-১৯			২০১৯-২০		
		লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
১।	আমদানি পর্যায়ে	৭৯৮২৫.০০	৬৩৩৯০.৬০	৩.৪৫%	৮৫২২১.০০	৬০৫৫২.৩২	-৪.৪৮%
২।	স্থানীয় পর্যায়ে	১০৪০০৬.০০	৮৭১৭৯.৮৩	১০.৭৮%	১০৮৬০০.০০	৮৪৪৬৭.০০	-৩.১১%
৩।	আয়কর অন্যান্য কর	৯৬৬৩২.০০	৭০২০১.১৯	১২.৬১%	১০৬৬৭৯.০০	৭১৪৩২.৪৫	১.৭৫%
সর্বমোট		২৮০০৬৩.০০	২২০৭৭১.৬২	৯.১২%	৩০০৫০০.০০	২১৬৪৫১.৭৭	-১.৯৬%
ক্রমিক নং	রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ	২০২০-২১			২০২১-২২		
		লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
১।	আমদানি পর্যায়ে	৯৪০০০.০০	৭৭১৫০.৪১	২৭.৪১%	৯৬০০০.০০	৮৯৪২৩.৮০	১৫.৯১%
২।	স্থানীয় পর্যায়ে	১১০০০০.০০	৯৭৫০৭.২২	১৫.৪৪%	১২৮০০০.০০	১০৮৪১৮.২৩	১১.১৯%
৩।	আয়কর অন্যান্য কর	৯৭০০০.০০	৮৫২২৪.১৭	১৯.৩১%	১০৬০০০.০০	১০৩৭৯১.৮১	২১.৭৯%
সর্বমোট		৩০১০০০.০০	২৬১৬৮৯.২০	২০.৯০%	৩৩০০০০.০০	৩০১৬৩৩.৮৪	১৫.২৬%

২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহের জনবল

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর সমূহের:

ক্রমিক নং	শ্রেণি	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৫)
০১।	প্রথম শ্রেণি	২১১৪	৫৬০
০২।	দ্বিতীয় শ্রেণি	৭৫২৭	৪২৫৭
০৩।	তৃতীয় শ্রেণি	৫২৮৭	২৯৪১
০৪।	চতুর্থ শ্রেণি	১০৯০	৫৮৩
মোট		১৬০১৮	৮৩৪১

(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (সদর দপ্তর)

ক্রমিক নং	শ্রেণি	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৫)
০১।	প্রথম শ্রেণি	১৬৪	৫২
০২।	দ্বিতীয় শ্রেণি	৮	৫
০৩।	তৃতীয় শ্রেণি	৩১৮	১২৪

০৪।	চতুর্থ শ্রেণি	১২৪	২৩
মোট		৬১৪	২০৪

(খ) নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহের তথ্যাবলী:

(১) প্রত্যক্ষ কর (আয়কর অঞ্চল ও অন্যান্য দপ্তরসমূহ) :

ক্রমিক নং	শ্রেণি	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৫)
০১।	প্রথম শ্রেণি	৮০৯	২৩০
০২।	দ্বিতীয় শ্রেণি	১১০৮	৩৬৮
০৩।	তৃতীয় শ্রেণি	৩৪৭৮	১১৫৬
০৪।	চতুর্থ শ্রেণি	২৪১৩	৫২৪
মোট		৭৮০৮	২২৭৮

২) পরোক্ষ কর (কাস্টম হাউস, শুল্ক, আবগারী ও মুসক কমিশনারেট ও অন্যান্য দপ্তরসমূহ):

ক্রমিক নং	শ্রেণি	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৫)
০১।	প্রথম শ্রেণি	১৩৩১	৩৪৮
০২।	দ্বিতীয় শ্রেণি	৪২৬২	২০৭৬
০৩।	তৃতীয় শ্রেণি	৫২০২	২৯৮৩
০৪।	চতুর্থ শ্রেণি	৬৮৯	৩৩৭
মোট		**১০৭৯৫**	**৫৭৪৪**

২০২১-২২ অর্থবছরের জুন' ২০২২ মাস পর্যন্ত রাজস্ব আহরণের বিবরণীঃ

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

ক্রম	রাজস্বের প্রধান খাতসমূহ	২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২ অর্থ বছরের জুন'২২ মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা	২০২১-২২ অর্থবছরের জুন'২২ মাস পর্যন্ত আহরণ	২০২১-২২ অর্থবছরের জুন'২২ মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি (৫-৪)	জুন'২২ মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার (%)	২০২০-২১ অর্থবছরের জুন'২১ মাস পর্যন্ত রাজস্ব আহরণ	জুন'২০২১ পর্যন্ত আহরণের উপর জুন'২০২২ পর্যন্ত আহরণের প্রবৃদ্ধি (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
০১।	আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্ব	৯৬০০০.০০	৯৬০০০.০০	৮৯৪২৩.৮০	-৬৫৭৬.২০	৯৩.১৫%	৭৭১৫০.৪১	১৫.৯১%
০২।	স্থানীয় পর্যায়ে মূসক	১২৮০০০.০০	১২৮০০০.০০	১০৮৪১৮.২৩	-১৯৫৮১.৭৭	৮৪.৭০%	৯৭৫০৭.২২	১১.১৯%
০৩।	আয়কর ও ভ্রমণ ও কর	১০৬০০০.০০	১০৬০০০.০০	১০৩৭৯১.৮১	-২২০৮.১৯	৯৭.৯২%	৮৭০৩১.৫৭	১৯.২৬%
সর্বমোট		৩৩০০০০.০০	৩৩০০০০.০০	৩০১৬৩৩.৮৪	-২৮৩৬৬.১৬	৯১.৪০%	২৬১৬৮৯.২০	১৫.২৬%

২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরের মাসভিত্তিক আহরণের চিত্র

(রাজস্ব সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

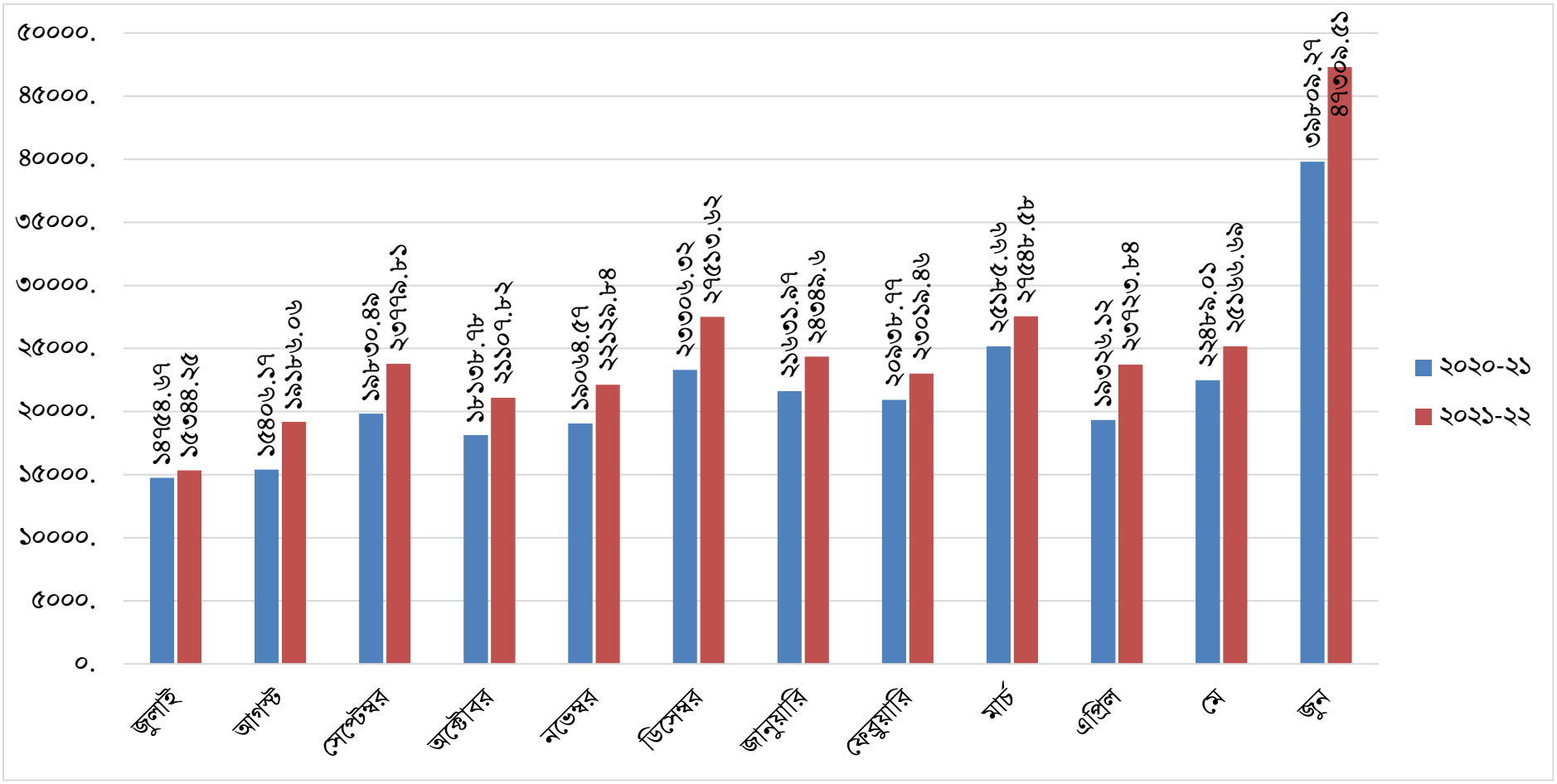

২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের মোট রাজস্ব আহরণ খাতভিত্তিক হিস্যা ও ট্যাক্স জিডিপি হার

(রাজস্ব সংখ্যাসমূহ কোটি টাকা)

ক্রঃ নং	রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ	২০১৭-১৮(প্রকৃত)			২০১৮-১৯ (প্রকৃত)			২০১৯-২০ (প্রকৃত)			২০২০-২১ (প্রকৃত)			২০২১-২২ (সাময়িক)		
		আহরণ	হিস্যা	ট্যাক্স - জিডিপি	আহরণ	হিস্যা	ট্যাক্স - জিডিপি	আহরণ	হিস্যা	ট্যাক্স - জিডিপি	আহরণ	হিস্যা	ট্যাক্স - জিডিপি	আহরণ	হিস্যা	ট্যাক্স - জিডিপি
(১)	(২)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১২)	(১৩)	(১৪)
০১।	আমদানি শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	৬১২৭৮.৫৫	৩০.২৯%	২.৩২	৬৩৩৯০.৬০	২৮.৭১%	২.১৫	৬০৫৫২.৩২	২৭.৯৭%	১.৯১	৭৭১৫০.৪১	২৯.৪৮%	২.১৯	৮৯৪২৩.৮০	২৯.৬৫%	২.২৫
০২।	মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে)	৭৮৬৯৩.৯৭	৩৮.৯০%	২.৯৮	৮৭১৭৯.৮৩	৩৯.৪৯%	২.৯৫	৮৪৪৬৭.০০	৩৯.০২%	২.৬৬	৯৭৫০৭.২২	৩৭.২৬%	২.৭৬	১০৮৪১৮.২৩	৩৫.৯৪%	২.৭৩
০৩।	আয়কর পর্যায়ে	৬২৩৪০.৪২	৩০.৮১%	২.৩৬	৭০২০১.১৯	৩১.৮০%	২.৩৮	৭১৪৩২.৪৫	৩৩.০০%	২.২৫	৮৭০৩১.৫৭	৩৩.২৬%	২.৪৭	১০৩৭৯১.৮৪	৩৪.৪১%	২.৬১
০৪।	মোট	২০২৩১২.৯৪	১০০.০০%	৭.৬৭	২২০৭৭১.৬২	১০০.০০%	৭.৪৮	২১৬৪৫১.৭৭	১০০.০০%	৬.৮৩	২৬১৬৮৯.২০	১০০.০০%	৭.৪১	৩০১৬৩৩.৮৭	১০০.০০%	৭.৫৯
০৫।	আহরণের প্রবৃদ্ধি	১৭.৮৬%			৯.১২%			-১.৯৬%			২০.৯০%			১৫.২৬%		
০৬।	জিডিপি, (জিডিপির প্রবৃদ্ধি)	২৬৩৯২৪৮ (১৩.৫৫%)			২৯৫১৪২৮ (১১.৮৩%)			৩১৭০৪৬৯ (৭.৪২%)			৩৫৩০১৮৪ (১১.৩৬%)			৩৯৭৬৪৬২(১২.৬৪)		

২০২১-২০২২ অর্থবছরের ভ্যাট পর্যায়ে কমিশনারেট ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ

(সংখ্যা সমূহ কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	কমিশনারেটের নাম	২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	জুন'২২			জুন'২১ মাসের আহরণ	জুন'২২ ও জুন'২১ মাসের আহরণের পার্থক্য (৫-৭)	২০২১-২২ অর্থবছরের জুন'২০২২ মাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কম/বেশী	জুন'২১ মাসের আহরণের উপর জুন'২২ মাসের আহরণের	জুন'২২ পর্যন্ত			জুন'২১ পর্যন্ত আহরণ	আহরণের পার্থক্য (১২-১৪)	জুন'২১ পর্যন্ত আহরণের উপর জুন'২২ পর্যন্ত আহরণের প্রবৃদ্ধি	দপ্তরের নির্ধারিত মোট লক্ষ্যমাত্রা হতে পিছিয়ে আছে
			লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	পার্থক্য (৫-৪)					লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	পার্থক্য (১২-১১)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১।	বৃহৎ করদাতা ইউনিট	৬৪০৩৮.৪০	৭০৪৪.২২	৪০৯৪.৭৩	-২৯৪৯.৪৯	৩৩৪৪.৮৩	৭৪৯.৯০	-৪১.৮৭	২২.৪২%	৬৪০৩৮.৪০	৫২৪৩৩.৩৭	######	৪৯২৫১.৭২	৩১৮১.৬৫	৬.৪৬%	-১৮.১২
২।	চট্টগ্রাম	১৩০৩০.৪০	১৪৩৩.৩৪	১৬৭৬.৮৭	২৪৩.৫৩	১৬৪৯.২২	২৭.৬৫	১৬.৯৯	১.৬৮%	১৩০৩০.৪০	১০৯০৮.৬৫	-২১২১.৭৫	৯৪৩৯.৮৬	১৪৬৮.৭৯	১৫.৫৬%	-১৬.২৮
৩।	ঢাকা (দক্ষিণ)	১২৬৭২.০০	১৩৯৩.৯২	১৭৪১.৭৯	৩৪৭.৮৭	১২৯৯.৭৯	৪৪২.০১	২৪.৯৬	৩৪.০১%	১২৬৭২.০০	১০৮০১.৩৮	-১৮৭০.৬২	৯১৩২.৪৪	১৬৬৮.৯৪	১৮.২৭%	-১৪.৭৬
৪।	ঢাকা (উত্তর)	১৩৫৫৫.২০	১৪৯১.০৭	১৯৭২.৫৩	৪৮১.৪৬	১৬৭৪.৮৬	২৯৭.৬৭	৩২.২৯	১৭.৭৭%	১৩৫৫৫.২০	১৩১৭২.৬৬	-৩৮২.৫৪	১০৯১০.৮২	২২৬১.৮৪	২০.৭৩%	-২.৮২
৫।	রাজশাহী	২৪০৬.৪০	২৬৪.৭০	৩৫৪.৯৬	৯০.২৬	২৮২.৭৭	৭২.১৯	৩৪.১০	২৫.৫৩%	২৪০৬.৪০	২০৫৫.৮৪	-৩৫০.৫৬	১৮৩৭.৯৮	২১৭.৮৬	১১.৮৫%	-১৪.৫৭
৬।	যশোর	২৩৫৫.২০	২৫৯.০৭	৩৪৩.৫৯	৮৪.৫২	২৬৪.২৭	৭৯.৩২	৩২.৬২	৩০.০১%	২৩৫৫.২০	২১২০.৫৮	-২৩৪.৬২	১৮২১.২৫	২৯৯.৩৩	১৬.৪৪%	-৯.৯৬
৭।	খুলনা	৩১৪৮.৮০	৩৪৬.৩৭	৪৯০.৭৪	১৪৪.৩৭	৪৪৯.৫৭	৪১.১৭	৪১.৬৮	৯.১৬%	৩১৪৮.৮০	২৭৭৯.২৩	-৩৬৯.৫৭	২৪২৪.২৪	৩৫৪.৯৯	১৪.৬৪%	-১১.৭৪
৮।	সিলেট	১৫১০.৪০	১৬৬.১৪	২৩৫.৭৮	৬৯.৬৪	১৮৬.৬৫	৪৯.১৩	৪১.৯২	২৬.৩২%	১৫১০.৪০	১৩১২.৬৯	-১৯৭.৭১	১১৬৪.০৫	১৪৮.৬৪	১২.৭৭%	-১৩.০৯
৯।	ঢাকা (পূর্ব)	৪৮৭৬.৮০	৫৩৬.৪৫	৫২৭.৬৬	-৮.৭৯	৪৮৬.৯৯	৪০.৬৭	-১.৬৪	৮.৩৫%	৪৮৭৬.৮০	৪০৩০.৬২	-৮৪৬.১৮	৩৫৫০.৭৮	৪৭৯.৮৪	১৩.৫১%	-১৭.৩৫
১০।	ঢাকা (পশ্চিম)	৪২৩৬.৮০	৪৬৬.০৫	৮৬০.৩১	৩৯৪.২৬	৭৮৮.৮৪	৭১.৪৭	৮৪.৬০	৯.০৬%	৪২৩৬.৮০	৪০৬২.০৪	-১৭৪.৭৬	৩২৭৫.০৫	৭৮৬.৯৯	২৪.০৩%	-৪.১২
১১।	কুমিল্লা	৪২৩৬.৮০	৪৬৬.০৫	৭২৫.১৮	২৫৯.১৩	৫৬৮.৬৫	১৫৬.৫৩	৫৫.৬০	২৭.৫৩%	৪২৩৬.৮০	৩৩১১.৯৯	-৯২৪.৮১	৩২২৫.১৭	৮৬.৮২	২.৬৯%	-২১.৮৩
১২।	রংপুর	১৯৩২.৮০	২১২.৬১	২৪১.৪১	২৮.৮০	২৫০.৪৫	-৯.০৪	১৩.৫৫	-৩.৬১%	১৯৩২.৮০	১৪২৯.১৮	-৫০৩.৬২	১৪৭৩.৮৬	-৪৪.৬৮	-৩.০৩%	-২৬.০৬
মোট		#######	#######	######	-৮১৪.৪৪	১১২৪৬.৮৯	২০১৮.৬৭	-৫.৭৮	১৭.৯৫%	#######	১০৮৪১৮.২৩	######	######	১০৯১১.০১	১১.১৯%	৫৯৫.৩০

* সারচার্জ, বকেয়া ও জরিমানা আহরণের সাথে দেখানো হয়েছে।

২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপি, কর রাজস্ব, কর বহির্ভূত রাজস্ব ও মোট রাজস্বের প্রবৃদ্ধি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	* জিডিপি (চলতি মূল্যে)	জিডিপির প্রবৃদ্ধি (%)	কর রাজস্ব						কর বহির্ভূত রাজস্ব	কর বহির্ভূত রাজস্বের প্রবৃদ্ধি (%)	মোট রাজস্ব (কর রাজস্ব+কর বহির্ভূত রাজস্ব) (৮+১০)	মোট রাজস্ব প্রবৃদ্ধি (%)
			জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব	প্রবৃদ্ধি (%)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত রাজস্ব	প্রবৃদ্ধি (%)	মোট কর রাজস্ব (৪+৬)	প্রবৃদ্ধি (%)				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
২০০৫-০৬	৪৮২৩৩৭.০০	৩০.১১%	৩৪০০২.৪৩	১৩.৭০%	১৫২৬.০০	৭.৩৯%	৩৫৫২৮.৪৩	১৩.৪২%	৮৬০৩.০০	১৪.০৫%	৪৪১৩১.৪৩	১৩.৫৪%
২০০৬-০৭	৫৪৯৮০০.০০	১৩.৯৯%	৩৭২১৯.৩২	৯.৪৬%	১৮৫৬.০০	২১.৬৩%	৩৯০৭৫.৩২	৯.৯৮%	৮৮৩৭.০০	২.৭২%	৪৭৯১২.৩২	৮.৫৭%
২০০৭-০৮	৬২৮৬৮২.০০	১৪.৩৫%	৪৭৪৩৫.৬৬	২৭.৪৫%	২০৪২.০০	১০.০২%	৪৯৪৭৭.৬৬	২৬.৬২%	১২৫২৭.০০	৪১.৭৬%	৬২০০৪.৬৬	২৯.৪১%
২০০৮-০৯	৭০৫০৭২.০০	১২.১৫%	৫২৫২৭.২৫	১০.৭৩%	২৬৫৩.০০	২৯.৯২%	৫৫১৮০.২৫	১১.৫৩%	১১১২২.০০	-১১.২২%	৬৬৩০২.২৫	৬.৯৩%
২০০৯-১০	৭৯৭৫৩৯.০০	১৩.১১%	৬২০৪২.১৬	১৮.১১%	২৭৪৩.০০	৩.৩৯%	৬৪৭৮৫.১৬	১৭.৪১%	১৩১৬৯.০০	১৮.৪০%	৭৭৯৫৪.১৬	১৭.৫৭%
২০১০-১১	৯১৫৮২৯.০০	১৪.৮৩%	৭৯৪০৩.১১	২৭.৯৮%	৩২২৯.০০	১৭.৭২%	৮২৬৩২.১১	২৭.৫৫%	১৩২৪২.০০	০.৫৫%	৯৫৮৭৪.১১	২২.৯৯%
২০১১-১২	১০৫৫২০৪.০০	১৫.২২%	৯৫০৫৮.৯৯	১৯.৭২%	৩৬৩৪.০০	১২.৫৪%	৯৮৬৯২.৯৯	১৯.৪৪%	১৮৬৪৫.০০	৪০.৮০%	১১৭৩৩৭.৯৯	২২.৩৯%
২০১২-১৩	১১৯৮৯২৩.০০	১৩.৬২%	১০৯১৫১.৭৩	১৪.৮৩%	৪১২১.০০	১৩.৪০%	১১৩২৭২.৭৩	১৪.৭৭%	২১৩৬৩.০০	১৪.৫৮%	১৩৪৬৩৫.৭৩	১৪.৭৪%
২০১৩-১৪	১৩৪৩৬৭৪.০০	১২.০৭%	১২০৮১৯.৮৫	১০.৬৯%	৪৬১১.০০	১১.৮৯%	১২৫৪৩০.৮৫	১০.৭৩%	২৪৩০০.০০	১৩.৭৫%	১৪৯৭৩০.৮৫	১১.২১%
২০১৪-১৫	১৫১৫৮০২.০০	১২.৮১%	১৩৫৭০০.৭০	১২.৩২%	৪৮২০.০০	৪.৫৩%	১৪০৫২০.৭০	১২.০৩%	১৭১৭৭.০০	-২৯.৩১%	১৫৭৬৯৭.৭০	৫.৩২%
২০১৫-১৬	২০৭৫৮২১.০০	৩৬.৯৫%	১৫৩৬২৬.৯৬	১৩.২১%	৫৬৪৪.০০	১৭.১০%	১৫৯২৭০.৯৬	১৩.৩৪%	১৯৬৪৮.০০	১৪.৩৯%	১৭৮৯১৮.৯৬	১৩.৪৬%
২০১৬-১৭	২৩২৪৩০৭.০০	১১.৯৭%	১৭১৬৫৬.৪৪	১১.৭৪%	৬৪৩৮.০০	১৪.০৭%	১৭৮০৯৪.৪৪	১১.৮২%	২৩১৩৬.০০	১৭.৭৫%	২০১২৩০.৪৪	১২.৪৭%
২০১৭-১৮	২৬৩৯২৪৯.০০	১৩.৫৫%	২০২৩১২.৯৪	১৭.৮৬%	৭২২৩.০০	১২.১৯%	২০৯৫৩৫.৯৪	১৭.৬৫%	২২২২৯.০০	-৩.৯২%	২৩১৭৬৪.৯৪	১৫.১৭%
২০১৮-১৯	২৯৫১৪২৮.০০	১১.৮৩%	২২০৭৭১.৬২	৯.১২%	৬৬১৯.০০	-৮.৩৬%	২২৭৩৯০.৬২	৮.৫২%	২৫৯২১.০০	১৬.৬১%	২৫৩৩১১.৬২	৯.৩০%
২০১৯-২০	৩১৭০৪৬৯.০০	৭.৪২%	২১৬৪৫১.৭৭	-১.৯৬%	৫৩২০.০০	-১৯.৬৩%	২২১৭৭১.৭৭	-২.৪৭%	৪৪৭৬৫.০০	৭২.৭০%	২৬৬৫৩৬.৭৭	৫.২২%
২০২০-২১	৩৫৩০১৮৪.০০	১১.৩৫%	২৬১৬৮৯.২০	২০.৯০%	৫৯১৬.০০	১১.২০%	২৬৭৬০৫.২০	২০.৬৭%	৫৮৮০৮.০০	৩১.৩৭%	৩২৬৪১৩.২০	২২.৪৬%
২০২১-২২	৩৯৭৬৪৬২.০০	১২.৬৪%	৩০১৬৩৩.৮৭	১৫.২৬%	১৬০০০.০০	১৭০.৪৫%	৩১৭৬৩৩.৮৭	১৮.৬৯%	৪৩০০০.০০	-২৬.৮৮%	৩৬০৬৩৩.৮৭	১০.৪৮%

*** উৎস ঃ জিডিপি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)**

*** উৎস ঃ নন-ট্যাক্স রাজস্ব, অর্থ মন্ত্রণালয় (২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্বের তথ্য সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রাকে আহরণ হিসাবে ধরা হয়েছে।**

২০২১-২২ অর্থবছরের খাতভিত্তিক রাজস্ব আহরণ

(রাজস্ব সংক্রান্ত সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

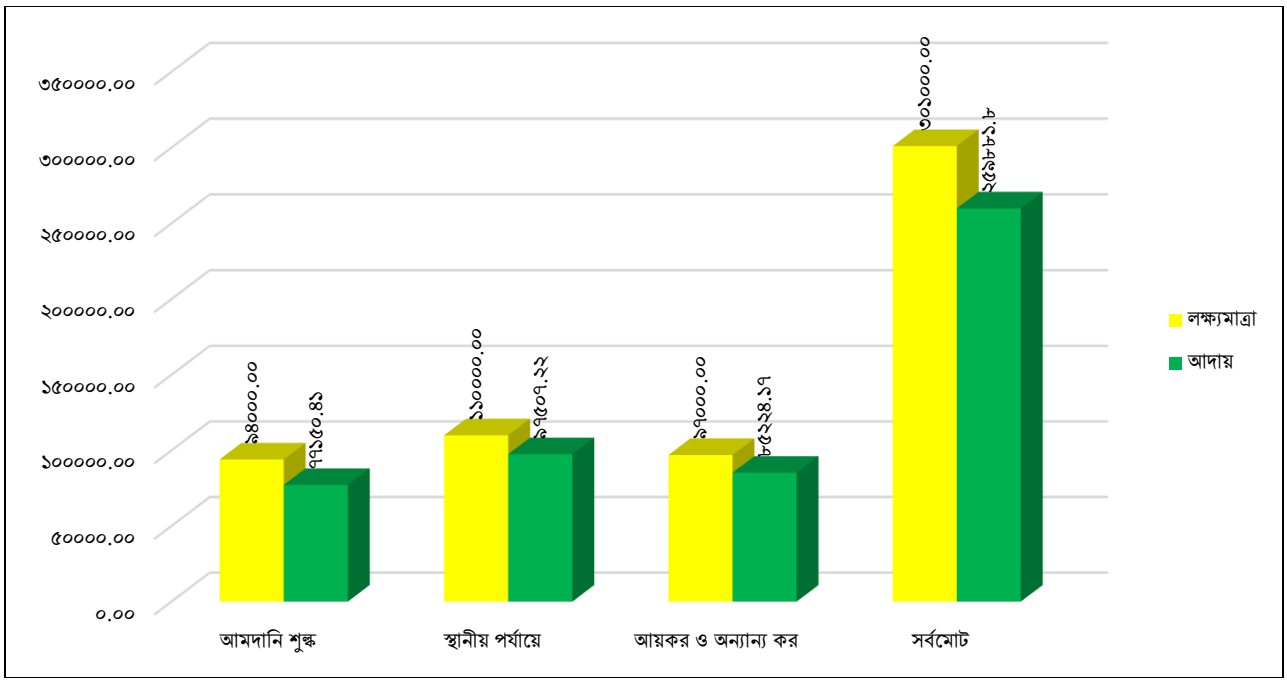

- ২০২১-২২ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩,৩০,০০০.০০ কোটি টাকা।
- উক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে পূর্বের বছরের আহরণের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ঃ ২৬. ১০ % ।
- গত পাঁচ বছরের আহরণে প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল: ১১.৩৬% ।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের আহরণ হয়েছে ৩,০১,৬৩৩.৮৪ কোটি টাকা।
- লক্ষ্যমাত্রার তুলানায় কম আহরণ হয়েছেঃ ২৮,৩৬৬.১৬ কোটি টাকা বা (৮.৬০%) ।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বেশি আহরণ হয়েছেঃ ৪১৭৫২.০৪ কোটি টাকা।
- প্রবৃদ্ধির হারঃ ১৫.২৬% ।
- পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধির হার ছিলঃ ২০.০৬% ।

রাজস্ব পরিসংখ্যান (২০০৮-০৯ থেকে ২০২০-২১)

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
১	২	৩	৪
২০০৮-০৯	৫৩০০০.০০	৫২৫২৭.২৫	১০.৭৩%
২০০৯-১০	৬১০০০.০০	৬২০৪২.১৬	১৮.১১%
২০১০-১১	৭৫৬০০.০০	৭৯৪০৩.১১	২৭.৯৮%
২০১১-১২	৯২৩৭০.০০	৯৫০৫৮.৯৯	১৯.৭২%
২০১২-১৩	১১২২৫৯.০০	১০৯১৫১.৭৩	১৪.৮৩%
২০১৩-১৪	১২৫০০০.০০	১২০৮১৯.৮৫	১০.৬৯%
২০১৪-১৫	১৩৫০২৮.০০	১৩৫৭০০.৭০	১২.৩২%
২০১৫-১৬	১৫০০০০.০০	১৫৩৬২৬.৯৬	১৩.২১%
২০১৬-১৭	১৮৫০০০.০০	১৭১৬৫৬.৪৪	১১.৭৪%
২০১৭-১৮	২২৫০০০.০০	২০২৩১২.৯৪	১৭.৮৬%
২০১৮-১৯	২৮০০৬৩.০০	২২০৭৭১.৬২	৯.১২%
২০১৯-২০	৩০০৫০০.০০	২১৬৪৫১.৭৬	-১.৯৬%
২০২০-২১	৩০১০০০.০০	২৬১৬৮৯.২০	২০.৯০%
২০২১-২২	৩৩০০০০.০০	৩০১৬৩৩.৮৪	১৫.২৫%

- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অর্থবছর ১৯৭২-৭৩ এ রাজস্ব আহরণ হয় – ১৬৬.৩৫ কোটি টাকা।
- সময়ের বিবর্তনে ২০২১-২২ (সাময়িক) অর্থবছরে আহণের কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় – ৩,০১,৬৩৩.৮৪ কোটি টাকা। গত ৪৭ বছরে, রাজস্ব বেড়েছে ১৮১৭ গুণ।
- গড় প্রবৃদ্ধির হার ১৫%-১৮%।

জিডিপির আকার (২০০৯-২০১০ হতে ২০২২-২০২৩)

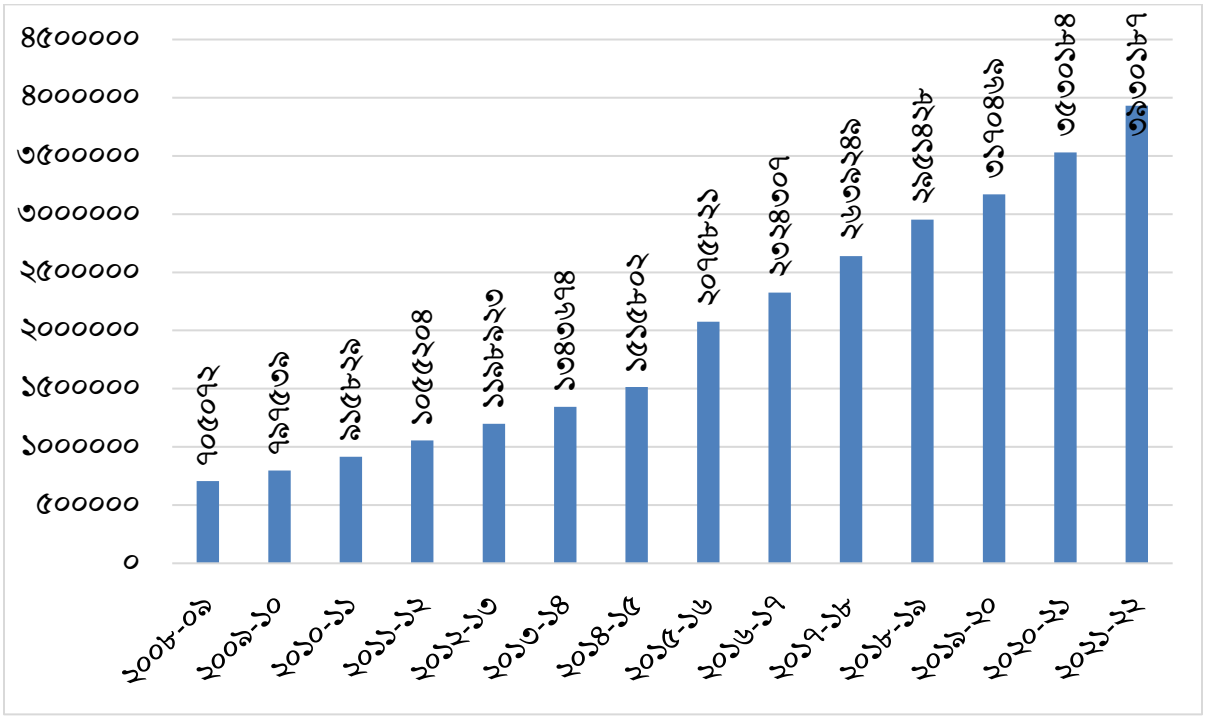

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আহরণের চিত্র (২০০০-০১ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত)

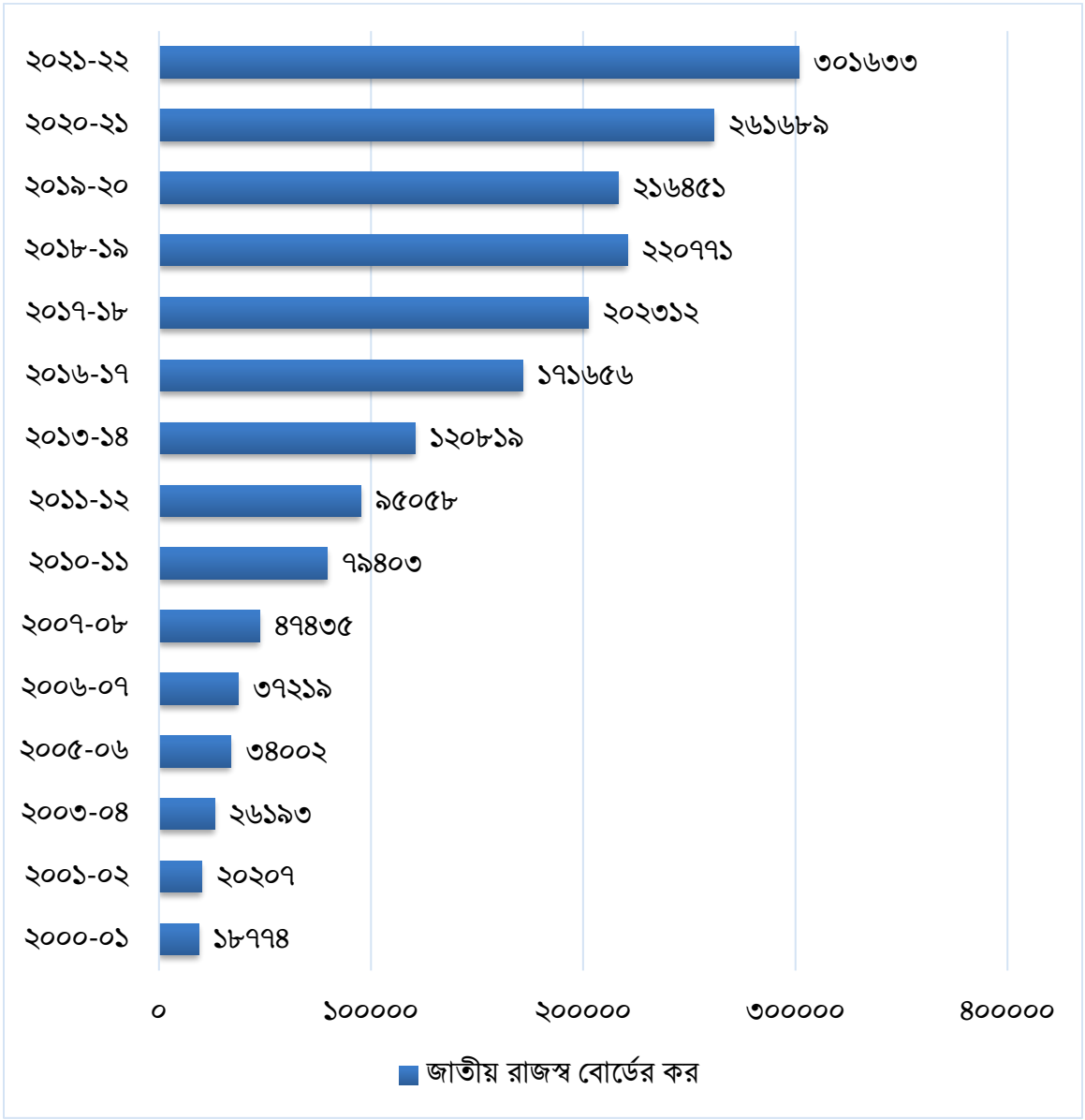

লক্ষমাত্রা নির্ধারন ও অর্জন:

২০২১-২২ অর্থবছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও প্রবৃদ্ধি:

- ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ৩,৩০,০০০.০০ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে পূর্ববর্তী অর্থবছররে আহরণের (২,৬১,৬৮৯.২০) কোটি টাকার তুলণায় প্রবৃদ্ধি ২৬.১০%।

- এছাড়া র্বতমান সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা পূর্ববর্তী র্অথবছরে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার (৩০১০০০.০০ কোটি টাকা) তুলণায় ২৯০০০ কোটি বা ৯.৬৩% বেশি।

জাতীয় লক্ষমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে রাজস্ব আহরণণীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন

- শুধুমাত্র রাজস্ব আহরণ নয়
- উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন সহায়ক পরিবেশ তৈরী
- বাণিজ্য সহায়ক অনুকূল পরিবেশ তৈরী
- দেশী বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ
- ব্যবসা বাণিজ্য অসম প্রতিযোগিতা হ্রাস
- করহার যৌক্তিকীকরণ ও সুষমকরণের মাধ্যমে আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা
- আর্ন্তজাতিক চুক্তি ও প্রটোকলসমূহ অনুসরণের মাধ্যমে বহুমাত্রিক বাণিজ্য সহযোগিতার সুযোগ গ্রহণ
- Global Supply Chain Maintain

জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা

- ২০৩০ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ
- ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ
- দ্রুত শিল্প উন্নত দেশের সারিতে উত্তরণ
- সকল ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার
- তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে উচ্চ দক্ষতা অর্জন
- আমদানী নির্ভরশীলতা হ্রাস রপ্তানী বৃদ্ধি
- দক্ষ জনশক্তি তৈরী
- বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ সাল থেকে গত ১৩ বছরে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৬ শতাংশ যা ২০২১-২২
- সালে ৭.৫৯ শতাংশ অতিক্রম করে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সাম্প্রতিকালে চালু ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীণ অটোমেশন কার্যক্রম

কাস্টমস

- ASYCUDA World System পচনশীল পণ্য দ্রুত খালাস ও নিস্পত্তিকরণ বিধিমালা,২০২১ জারি করা হয়েছে।
- ছাড়করন, ৩১ টি শুল্ক স্টেশনে চালু।
- কন্টেইনার, ব্যাগেজ স্ক্যানার স্থাপন

- USAID এর সহায়তায় নিলাম প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষে E-auction কার্যক্রম চালু হয়েছে।
- রেমন স্পেকটোমিটার এর সাহায্যে রাসায়নিক পণ্য পরীক্ষার অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার;
- পচনশীল পণ্য দ্রুত খালাস ও নিস্পত্তিকরণ বিধিমালা,২০২১ জারি করা হয়েছে।
- E-Payment/অনলাইনে শুল্ক-কর পরিশোধে Real Time Gross Statement RTGS;
- বিভিন্ন সংস্থার সাথে পর্যায়ক্রমিক Access Point Integrity (API) স্থাপন;
- কুরিয়ার সর্ভিসের পন্য দ্রুত খালাসের জন্য Standard Operation Procedure (SOP) করা হচ্ছে।
- Post Clearance Audit (PCA), Advance Ruling (AR), Authorized EconomicOperator (AEO) কাস্টমস প্রক্রিয়া সহজীকরনে গৃহীত পদ্ধতিসমূহে Automation ব্যবহার; Automated System
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management) এর ব্যবহার;
- স্থানীয়ভাবে নিজস্ব উদ্যোগে Small Inovation Project (SIP), Sub-System নতুন নতুন Module তৈরি ও চালু;
- কাস্টমস সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার জবাব প্রদানের জন্য National Enquiry Point (NEP) চালু করা হয়েছে।
- Bond Automation, National Single Window (NSW) প্রক্রিয়াধীন;
- নতুন Baggage/Container স্ক্যানার সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন।

ভ্যাট

- নতুন ভ্যাট আইনের আওতায় অনলাইন ভিত্তিক iVAS (VAT Automation System) পরিপূর্ন কার্যক্রম শুরু করেছে এর উত্তরোত্তর Development চলমান;
- অনলাইন রিটার্ন প্রদান;
- রিটার্ন দাখিলের একটি গুরুত্বর্পূণ অনুষঙ্গ হলো কর পরিশোধ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাংলাদশ ব্যাংকের সাথে অনলাইনে কর পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় ইন্টারফেস স্থাপন;
- সাধারণ করদাতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দয়োর জন্য একটি কল সেন্টার চালু রয়েছে, যার নাম্বার ১৬৫৫৫;
- মূল্য সংযোজন কর আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধান সহজীকরণ করা হয়ছে;
- ব্যবসায়ী ও সেবার ভ্যাট আদায়ে Electronic Fiscal Device Management System EFDMS;
- অনলাইনে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন গ্রহন;
- ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পরে মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ডিজিটালাইজড কর-প্রশাসন গঠনের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের Cost of Doing Business উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কর প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদহিতা নিশ্চিত করা হয়ছে;

- বর্তমান সরকার "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তি সেবার বিকাশের লক্ষ্যে কম্পিউটার ও তার ইউনিটসমুহ, কম্পিউটার মডেম, সফটওয়্যার ইত্যাদির ওপর থেকে আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করেছে। এছাড়া, তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Service), ইন্টারনটে সংস্থা এর ক্ষেত্রে সংকুচিত হারে (৫%) ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে;
- খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে উন্নততর নতুন Electronic Fiscal Device Management System (EFDMS) সংগ্রহ প্রক্রিয়া চলমান;
- অনলাইনে রাজস্ব পরিশোধ A-Challan ব্যবহার;
- ব্যাংক ও বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের System Integration.
- মোবাইল অপারটের কর্তৃক সিমকার্ড বা রিমর্কাড বা মেমোরী র্কাড ব্যবহাররে মাধ্যমে প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের বা আয়ের উপর ১ (এক) শতাংশ হারে উন্নয়ন সারর্চাজ আরোপ করার বিধান করা হয়েছে;
- স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ ও বিদেশি বিনিয়োগ আর্কষণ;
- মূসকের হার বৃদ্ধি না করে আওতা বৃদ্ধি;
- অনলাইনে ই-টিডিএস সিস্টেমের মাধ্যমে উৎসে কর কর্তন জমা, সনদ প্রদান, মাসিক রিপোর্ট ও তদারকি;
- ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত দেশের প্রায় ৪,৭০০ টি প্রতিষ্ঠান ই-টিডিএসে (ইলেকট্রনিক উপায়ে উৎসে কর কর্তন) নিবন্ধন নিয়েছে এবং প্রায় ৬০০ কোটি টাকা এই সিস্টেমে জমা হয়েছে।
- বিভিন্ন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে তথ্য আদান প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃসংযোগ স্থাপন (API)

আয়কর

- অনলাইনে TIN গ্রহণ NID এর সাথে সরকারী বিভিন্ন সেবার Integration;
- অনলাইনে আয়কর পরিশোধ;
- অনলাইনে Return প্রদান e-filing System দ্রুতসমাপ্তির পথে যাত্রা এ বছরই চালু হবে;
- উৎস কর আহরণ সম্পর্কিত Electronical Tax Deducted Add Source (ETDS).
- আয়কর রিটার্ন দাখিলে অটোমেশন ও অনলাইন ভেরিফিকেশন

বর্তমান সরকারের ১৩ বছর সময়কালে

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ ৫২,৫২৭.২৫ কোটি টাকা;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ ৩,০১,৬৩৩.৮৪ কোটি টাকা;
- প্রবৃদ্ধি প্রায় ৪৭৪.২৪%
- বিগত অর্থবছরে আহরণ এযাবৎকালের সর্বোচ্চ;
- ১৯৭২-৭৩ অর্থবছররে রাজস্বরে পরিমাণ ১৬৬.৩৫ কোটি টাকা;

- ২০২১-২২ অর্থবছররে রাজস্বরে পরিমাণ ৩,০১,৬৩৩.৮৪ কোটি টাকা;
- রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮১৭ গুন।

একনজরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গৃহীত কার্যক্রম

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তিনটি অনুবিভাগের প্রধান কাজগুলি অটোমেশন সম্পন্ন হয়েছে।
- আইটি সিস্টেম এবং ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম চলমান আছে।
- অনলাইন রির্টান/ঘোষণা জমাদান, ডিজিটাল প্রসেসিং এবং অনলাইন পেমেন্ট চলমান আছে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ডিজিটাল ম্যানেজমেন্ট চলমানআছে (যেমন, পিএমআইএস, রাজস্ব পরিসংখ্যান পদ্ধতি, প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ, সম্পদ ব্যাবস্থাপনা, অধিযাচন ব্যাবস্থাপনা এবং তালিকা)
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্পন্ন অটোমেশন হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভবিষ্যৎ পরকল্পনা

- উৎসে কর র্কতন এর অনলাইন ব্যবস্থাপনা র্সবস্তরে প্রচলন।
- অনলাইনে কর প্রদানে র্সবক্ষত্রে এ-চালানরে প্রচলন।
- ডিজিটাল আয়কর অডিট ব্যবস্থাপনা।
- অনলাইন মূসক রিটার্ন দাখিল র্বতমানে ৭০% যা ১০০% এ উন্নীতকরণ
- ভ্যাট ও আয়কররে নেট বৃদ্ধি
- কর আহরণে দক্ষতা বৃদ্ধি
- কর প্রদান সহজীকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ

২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য নির্ধারিত মূল ও সংশোধিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা, মূল লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধির হার, রাজস্ব আহরণের পরিমাণ এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

অর্থবছর	মূল লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা সংশোধনের হ্রাস/বৃদ্ধির হার	পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার উপর পরবর্তী অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রবৃদ্ধি	রাজস্ব আহরণের পরিমাণ	পূর্ববর্তী অর্থবছরের আহরণের উপর পরবর্তী অর্থ বছরের মূল লক্ষ্যমাত্রার প্রবৃদ্ধি	পূর্ববর্তী অর্থবছরের আহরণের উপর পরবর্তী অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রবৃদ্ধি	পূর্ববর্তী অর্থবছরের আহরণের উপর পরবর্তী অর্থবছরের আদায়ের প্রবৃদ্ধি	মূল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের শতকরা হার	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
২০০০-০১	১৮০০০.০০	১৮৩০০.০০	১.৬৭%	১৪.৩৮%	১৮৭৭৪.৪৪	১৯.০২%	২১.০১%	২৪.১৪%	১০৪.৩০%	১০২.৫৯%
২০০১-০২	২০৭৩০.০০	২০৭৩০.০০	০.০০%	১৩.২৮%	২০২০৭.২১	১০.৪২%	১০.৪২%	৭.৬৩%	৯৭.৪৮%	৯৭.৪৮%
২০০২-০৩	২৩৭৫০.০০	২৩৭৫০.০০	০.০০%	১৪.৫৭%	২৩৬৫১.১২	১৭.৫৩%	১৭.৫৩%	১৭.০৪%	৯৯.৫৮%	৯৯.৫৮%
২০০৩-০৪	২৭৭৫০.০০	২৭০৫০.০০	-২.৫২%	১৩.৮৯%	২৬১৯৩.৭৭	১৭.৩৩%	১৪.৩৭%	১০.৭৫%	৯৪.৩৯%	৯৬.৮৩%
২০০৪-০৫	৩২১৯০.০০	৩০৫০০.০০	-৫.২৫%	১২.৭৫%	২৯৯০৪.৪৬	২২.৮৯%	১৬.৪৪%	১৪.১৭%	৯২.৯০%	৯৮.০৫%
২০০৫-০৬	৩৫৬৫২.০০	৩৪৪৫৬.০০	-৩.৩৫%	১২.৯৭%	৩৪০০২.৪৩	১৯.২২%	১৫.২২%	১৩.৭০%	৯৫.৩৭%	৯৮.৬৮%
২০০৬-০৭	৪১০৫৫.০০	৩৭৪৭৯.০০	-৮.৭১%	৮.৭৭%	৩৭২১৯.৩২	২০.৭৪%	১০.২২%	৯.৪৬%	৯০.৬৬%	৯৯.৩১%
২০০৭-০৮	৪৩৮৫০.০০	৪৫৯৭০.০০	৪.৮৩%	২২.৬৬%	৪৭৪৩৫.৬৬	১৭.৮২%	২৩.৫১%	২৭.৪৫%	১০৮.১৮%	১০৩.১৯%
২০০৮-০৯	৫৪৫০০.০০	৫৩০০০.০০	-২.৭৫%	১৫.২৯%	৫২৫২৭.২৫	১৪.৮৯%	১১.৭৩%	১০.৭৩%	৯৬.৩৮%	৯৯.১১%
২০০৯-১০	৬১০০০.০০	৬১০০০.০০	০.০০%	১৫.০৯%	৬২০৪২.১৬	১৬.১৩%	১৬.১৩%	১৮.১১%	১০১.৭১%	১০১.৭১%
২০১০-১১	৭২৫৯০.০০	৭৫৬০০.০০	৪.১৫%	২৩.৯৩%	৭৯৪০৩.১১	১৭.০০%	২১.৮৫%	২৭.৯৮%	১০৯.৩৯%	১০৫.০৩%
২০১১-১২	৯১৮৭০.০০	৯২৩৭০.০০	০.৫৪%	২২.১৮%	৯৫০৫৮.৯৯	১৫.৭০%	১৬.৩৩%	১৯.৭২%	১০৩.৪৭%	১০২.৯১%
২০১২-১৩	১১২২৫৯.০০	১১২২৫৯.০০	০.০০%	২১.৫৩%	১০৯১৫১.৭৩	১৮.০৯%	১৮.০৯%	১৪.৮৩%	৯৭.২৩%	৯৭.২৩%
২০১৩-১৪	১৩৬০৯০.০০	১২৫০০০.০০	-৮.১৫%	১১.৩৫%	১২০৮১৯.৮৫	২৪.৬৮%	১৪.৫২%	১০.৬৯%	৮৮.৭৮%	৯৬.৬৬%
২০১৪-১৫	১৪৯৭২০.০০	১৩৫০২৮.০০	-৯.৮১%	৮.০২%	১৩৫৭০০.৭০	২৩.৯২%	১১.৭৬%	১২.৩২%	৯০.৬৪%	১০০.৫০%
২০১৫-১৬	১৭৬৩৭০.০০	১৫০০০০.০০	-১৪.৯৫%	১১.০৯%	১৫৩৬২৬.৯৬	২৯.৯৭%	১০.৫৪%	১৩.২১%	৮৭.১০%	১০২.৪২%
২০১৬-১৭	২০৩১৫২.০০	১৮৫০০০.০০	-৮.৯৪%	২৩.৩৩%	১৭১৬৫৬.৪৪	৩২.২৪%	২০.৪২%	১১.৭৪%	৮৪.৫০%	৯২.৭৯%
২০১৭-১৮	২৪৮১৯০.০০	২২৫০০০.০০	-৯.৩৪%	২১.৬২%	২০২৩১২.৯৪	৪৪.৫৯%	৩১.০৮%	১৭.৮৬%	৮১.৫২%	৮৯.৯২%
২০১৮-১৯	২৯৬২০১.০০	২৮০০৬৩.০০	-৫.৪৫%	২৪.৪৭%	২৪৬১২১.৯৯	৪৬.৪১%	৩৮.৪৩%	২১.৬৫%	৮৩.০৯%	৮৭.৮৮%
২০১৯-২০	৩২৫৬০০.০০	৩০০৫০০.০০	-৭.৭১%	৭.৩০%	২১৬৪৫১.৭৭	৩২.২৯%	২২.০৯%	-১২.০৬%	৬৬.৪৮%	৭২.০৩%
২০২০-২১	৩৩০০০০.০০	৩০১০০০.০০	-৮.৭৯%	০.১৭%	২৬১৬৮৯.২০	৫২.৪৬%	৩৯.০৬%	২০.৯০%	৭৯.৩০%	৮৬.৯৪%
২০২১-২২	৩৩০০০০.০০	৩৩০০০০.০০	০.০০%	৯.৬৩%	৩০১৬৩৩.৮৪	২৬.১০%	২৬.১০%	১৫.২৬%	৯১.৪০%	৯১.৪০%

প্রশাসন অনুবিভাগ

- নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল নথি (নতুন ও পুরাতন) ক, খ, গ ও ঘ এ চারটি শ্রেণীতে বিন্যাসপূর্বক ধ্বংসকরণ।
- মুজিব বর্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গেস্ট এন্ট্রি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ভেহিকেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ফরেন ন্যাশনাল ডাটা বেইজ সিস্টেম, রেভিনিউ মনিটরিং সিস্টেম প্রস্তুতকরণ এবং বাস্তবায়ন।
- দাপ্তরিক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি।
- বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ।
- বাজেট বাস্তবায়ন মূল্যায়নের মাধ্যমে আর্থিক শৃঙ্খলা পরিবীক্ষণ।
- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত।
- গাড়িসমূহের ইতিহাস বই হালনাগাদকরণ।
- পুরাতন আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম, মেরামত/নিলাম।
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
- এপিএ বাস্তবায়নে প্রণোদনা প্রদান।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর অর্জনসমূহ:

সরকার রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এ প্রেক্ষিতে একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। এ জন্য স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রশাসন অনুবিভাগ সম্পাদিত চুক্তিসমূহ যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (বোর্ড প্রশাসন) ২০২২-২০২৩অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন ৭টি দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রশাসন অনুবিভাগ ৯৪.৫২ পেয়ে ৩য় স্থান অধিকার করেছে। উল্লেখ্য, ২০২১-

২০২২ অর্থবছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ৪টি অনুবিভাগের (বোর্ড প্রশাসন অনুবিভাগ (প্রাপ্ত নম্বর: ৯৪.৫২)/ কাস্টমস্ অনুবিভাগ (প্রাপ্ত নম্বর: ৯৩.৪৮)/ আয়কর অনুবিভাগ (প্রাপ্ত নম্বর: ৯৩.০১) এবং ভ্যাট অনুবিভাগ (প্রাপ্ত নম্বর: ৯৩.৮৮) এর মধ্যে (বোর্ড প্রশাসন অনুবিভাগ ৯৪.৫২ নম্বর পেয়ে ৩য় স্থান অধিকার করেছে।

সেকশন-৩

বোর্ড প্রশাসন অনুবিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, ২০২১-২০২২

(মোট নম্বর: ৭০)

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্জনসমূহ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ ও জনবল নিয়োগ	১৫	১.১ সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ	১.১.১ পদ সৃজনের প্রস্তাব অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ	৫	৫
			১.১.২ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যবন্টন তালিকা হালনাগাদকরণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৫	৫
			১.১.৩ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ	৫	৫
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অবকাঠামোগত উন্নয়ন	১৫	২.১ নতুন রাজস্ব ভবনে অফিস স্থানান্তর	২.১.১ নির্মাণ কাজের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি সভা	৫	৫
			২.২.১ নতুন রাজস্ব ভবনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের	৫	৫

			জন্য অফিস কক্ষ বরাদ্দ		
			২.২.৩ নতুন রাজস্ব ভবনে অফিস কার্যক্রম শুরু	৫	৫
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সক্ষমতার উন্নয়ন এবং দক্ষ ও যুগোপযোগী মানব সম্পদ গড়ে তোলা	১৫	৩.১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও লার্নিং সেশন পরিচালনার মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারী দের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন	৩.১.১ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী	৪	৪
			৩.১.২ লার্নিং সেশন	৪	৪
		৩.২ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা/কর্মচারী দের অংশগ্রহণ	৩.২.১ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা	৩	৩
			৩.২.২ অংশগ্রহণকারী কর্মচারী	২	২
		৩.১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও লার্নিং সেশন পরিচালনার মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারী দের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন	৩.৩.১ ডিজিটাল পরিচয় পত্র প্রদান	২	২
অফিস সামগ্রী ক্রয়, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিলাম	১৫	৪.১ অফিস সামগ্রী ক্রয় ব্যবস্থাপনা ও নিলাম	৪.১.১ মেরামত অযোগ্য পুরাতন কম্পিউটার (আইসিটি সামগ্রী) ও পুরাতন ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী নিলাম	৫	৫

			৪.১.২ পুরাতন গাড়ী অকেজো ঘোষনা ও নিলাম অনুমোদনের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে সরকারী যানবাহন অধিদপ্তরে প্রেরণ	৫	৫
			৪.১.৩ PPR অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরী	৫	৫
ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাল সেবা প্রদান ও সেবা সহজীকরণ	১০	৫.১ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আইসিটি অনুবিভাগ কর্তৃক ডিজিটাল সেবা প্রদানের জন্য সফ্টওয়্যার প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন	৫.১.১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এর আওতাধীন কর্মকর্তাদের Personal Management Information System (PMIS)	৩	৩
			৫.১.২ Store Management System বাস্তবায়ন	৩	৩
			৫.১.৩ Diplomatic Bond Automation System বাস্তবায়ন	২	২
			৫.১.৪ Case Management System বাস্তবায়ন	২	২

দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, ২০২১-২০২২

(মোট নম্বর: ৩০)

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্জনসমূহ
প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা	১০	১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	অনুষ্ঠিত সভা	৪	২
		১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৬	২
		১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত (Stakeholde) অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	০.২
		১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	০.২
		১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন	উন্নত কর্মপরিবেশ	২	০.৮
		১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	১	০.৪
		১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়(প্রযোজ্য	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	০.৮

		ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলকর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান			
		১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	১	০.৫
		২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনাসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ	২	০.২
		২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	২	০.২
		২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	২	০.২
		২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্প বিধি মোতাবেক হস্তান্তর	২	০.২
		৩.১ সভা সেমিনার আয়োজন করা	সভা সেমিনার আয়োজিত	৪	০.৭
		৩.২ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরণ	৪	০.৭

		৩.৩ ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন করা	ই-ফাইলিং বাস্তবায়িত	৪	০.৫
		৩.৪ অভিযোগ নিস্পত্তি করা।	অভিযোগ নিস্পত্তিকৃত	৪	০.৫
		৩.৫ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন	পরিদর্শন সম্পন্ন	৪	১.২৪
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	১০	[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	৫	০
		[১.২] সেবা সহজিকরণ	[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	৫	০
		[১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন	[১.৩.১] নূন্যতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত	৫	১.৪
		[১.৪] ইত: পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা সহজিকৃত ও ডিজিটাইককৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	[১.৪.১] সভা আয়োজিত	৪	০.৫
		[১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৫] ই-ফাইলে নোট নিস্পত্তিকৃত	৬	১.১
		[১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	[১.৬] সভা/কর্মশালা আয়োজিত	৪	০.৮
প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি		[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা হালনাগাদকৃত	৪	১.৫
			[২.১.২] বিভিন্ন প্রকশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	২	০
		[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তাবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তাবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	৩	০

			[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তাবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	৩	০
			[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	৩	০
			[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনা অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উর্ধ্বন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	৩	০
			[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নূন্যতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	৩	০
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	৪	[১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ	[১.১.১] অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকৃত	৫	১
পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতাবৃদ্ধি		[২.১] নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ।	[২.১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	৮	১.১
		[২.২] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস	[২.২.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	৫	১

		সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন			
		[২.৩] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[২.৩.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	৩	০.২
		[২.৪] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিকরণ সভা	[২.৪.১] সভা অনুষ্ঠিত	৪	০.৭
প্রাতিষ্ঠানিক	৩	[১.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	[১.১.১] সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	৫	০.৬
		[১.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদরণ	[১.২.২] ওয়েবসাইটে প্রতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকৃত	৫	০.৪
সক্ষমতা অর্জন ও পরিবীক্ষণ		[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.১.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	১০	১.১
		[২.১] সেবা প্রদান প্রশিত্রতি বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	[২.১.২] অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত	৫	০.৯
প্রাতিষ্ঠানিক	৩	[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানকৃত	১০	১.৪
		[১.২] স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	[১.২.১] হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশকৃত	৩	০.২

		[১.৩] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	[১.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	৩	০.২
সক্ষমতা বৃদ্ধি		[১.৪] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/ হালনাগাদকরণ	[১.৪.১] তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/ হালনাগাদকৃত	৩	০.২
		[১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	[১.৫.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	৩	০.২
		[১.৬] তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদরে প্রশিক্ষণ আয়োজন	[১.৬.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	৩	০.২
					৯৪.৫২

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা) তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্র: নং	তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা		বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা		বিষয়	আপীল কর্মকর্তা	
	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	টেলিফোন/মোবাইল নম্বর/ই-মেইল ঠিকানা	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	টেলিফোন/মোবাইল নম্বর/ই-মেইল ঠিকানা		কর্মকর্তার নাম ও পদবী	টেলিফোন/মোবাইল নম্বর/ই-মেইল ঠিকানা
১.	জনাব ড. একেএম নুরুজ্জামান মহাপরিচালক (গবেষণা ও পরিসংখ্যান)	৮৩৯১৯২২ nzaman1410 @ yahoo.com	মো: ফজলুর রহমান, সিস্টেম ম্যানেজার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।	০১৮১৯-৪৮৫৫৮২ fzrahman@yahoo.com	General Statistics	জনাব বশীর আহমেদ অতিরিক্ত সচিব সদস্য (বোর্ড প্রশাসন)	৮৩৯১৪৮৪ bashiraham edsa@ gmail.com
২.	জনাব মোঃ গাউছুল আজম প্রথম সচিব (বোর্ড প্রশাসন)	০২-৮৩৯১৬৩৫ nbrbafs2020 @gmail.com	জনাব মোঃ শাহিদুজ্জামান প্রথম সচিব (কর প্রশাসন)	০১৭১৪ ০৮২৭৬৯ sd_744@yaho o. com	Administrative Information		
৩.	জনাব মোঃ খায়রুল কবির মিয়া প্রথম সচিব (শুল্ক নীতি ও আইসিটি)	০১৭৪৫-৮৯৮৫৬৮	জনাব ড. মো: নেয়ামুল ইসলাম প্রথম সচিব (কাস্টমস:	০১৭৬১-৮৭০০১১ drneyam@gmail.com	Customs Act, related rules,	জনাব মোঃ মাসুদ সাদিক	৪৮৩১৬০৪৮ masudsadiq @

		khairul_kabir123@yahoo.com	অব্যাহতি ও প্রকল্প সুবিধা		regulations, Instruction, rates and other customs issues	সদস্য (শুল্ক নীতি ও ICT)	customs.gov.bd
৪.	জনাব মোহাম্মদ হাসমত আলী প্রথম সচিব (মূসক নীতি)	৮৩৩১৮১২০ hasmat 2005 @ gmail.com	জনাব মো: কামরুজজামান প্রথম সচিব (মূসক বাস্তবায়ন)	kzaman.cus@gmail.com	Vat act, related rules, regulations, Instruction, rates and other Vat issues	জনাব জাকিয়া সুলতানা সদস্য (মূসক নীতি)	৮৩৯১২০০ zakiasultananbr@yahoo.com
৫.	জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম প্রথম সচিব (কর নীতি)	৮৩৯২৩১২ shahidulnbrtax@gmail.com	জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদ উল্লাহ খান প্রথম সচিব (আয়কর তথ্য ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন)	০২-৮৩৯১১৯৯ fs.time@nbr.gov.bd	Income Tax Act, related rules, regulations, Instruction, rates and other Vat issues	জনাব শাহীন আক্তার, সদস্য (কর প্রশাসন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা)	৮৩৯১১৭৯ shaheen_rangon@yahoo.com

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

জাতিসংঘ ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা SDG নামে পরিচিত। SDG এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। SDG তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ:

প্রতিশ্রুতি	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রতিশ্রুতি/লক্ষ্য অর্জনে বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	আংশিকভাবে মনোনিবেশ করা হয়েছে/সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা হয়নি এমন ক্ষেত্রসমূহ	সুপারিশ/পরামর্শ

বাজেট ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ	লক্ষ্য:১৭ টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা ১৭.১ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রদানসহ অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে কর ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার করা।; ১৭.১.১: উৎস অনুযায়ী জিডিপির তুলনায় মোট সরকারি রাজস্বের অনুপাত ১৭.১.২: অভ্যন্তরীণ করের অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সেবা বৃদ্ধি করা এবং ডিজিটেলাইজেশন/অটোমেশন করার প্রক্রিয়া চলছে। ৭.৫৯% (জিডিপি সাময়িক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অংশ)	১. জেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপন ও সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ; ২. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিজেস্ব ভবন নির্মাণ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে ৩. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিজেস্ব অফিস বিল্ডিং স্থাপন; ৪. বর্তমান জনবল কাঠামো সম্প্রসারণ করা জরুরী পদক্ষেপ চলমান।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল দপ্তরের জনবল ও অফিস সম্প্রসারণের পদক্ষেপ চলমান।

আয়কর অনুবিভাগ

২০২১-২০২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/বিধি ও নীতি প্রণয়ন নিম্নরূপঃ

- **কোম্পানি করদাতা, কৃত্রিম ব্যক্তি সত্ত্বা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ব্যক্তি করদাতার করহার এর যৌক্তিককরণঃ**

- ব্যক্তি করদাতাদের ব্যবসায়িক টার্নওভার করহার ০.৫% এর পরিবর্তে ০.২৫% করা হয়েছে; এক ব্যক্তি কোম্পানি (ওপিসি) এর করহার ২৫% করা হয়েছে।
- পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানির করহার ২৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ২২.৫ শতাংশ করা হয়েছে। পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ কোম্পানির করহার ৩২.৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে।
- কোম্পানি ও ব্যক্তিসংঘ ব্যতিত অন্যান্য কৃত্রিম ব্যক্তি-সত্তা ও করারোপণযোগ্য সত্তার করহার ৩০ শতাংশ করা হয়েছে।
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের করহার ১৫ শতাংশ করা হয়েছে।

➢ **তৃতীয় লিঙ্গের করদাতার করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান ভিত্তিক কর রেয়াত:**

- তৃতীয় লিঙ্গের করদাতার জন্য করমুক্ত সীমা ৩ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে।
- কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ১০০ (একশত) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গ হতে নিয়োগ করলে উক্ত কর রেয়াত প্রদান করার বিধান করা হয়েছে।

➢ **সম্পদের উপর সারচার্জ যৌক্তিকীকরণ:**

- বিদ্যমান ৭টি ধাপের পরিবর্তে ৫টি ধাপ করা হয়েছে।
- আয় না থাকলে সম্পদের উপর সারচার্জ পরিশোধের বিধান বাতিল করা হয়েছে।
- ন্যূনতম সারচার্জ বিলোপ করা হয়েছে।

➢ **মৎস্য আয়ের করহার যৌক্তিকীকরণ:**

- বিদ্যমান তিনটি করধাপের পরিবর্তে চারটি করধাপ করা হয়েছে।
- ২০ লক্ষ টাকা পরবর্তী অবশিষ্ট আয়ের উপর ১০% এর পরিবর্তে ৩০ লক্ষ টাকা পরবর্তী অবশিষ্ট আয়ের উপর ১৫% করহার করা হয়েছে।

➢ **আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম ও সাধারণ উৎস করহার যৌক্তিকীকরণ:**

- আমদানি পর্যায়ে সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল ৩% এর পরিবর্তে ২%, সমুদ্রগামী জাহাজ ২% এর পরিবর্তে ১%, ক্যাশ রেজিস্ট্রার, সব ধরনের ফল, প্রপেলার শূন্যের পরিবর্তে ৫%, নারিকেলের তন্তু ৫% এর পরিবর্তে ৩% এবং সকল ধরনের মদ ও পারফিউম ৫% এর পরিবর্তে ২০% অগ্রীম কর আরোপ করা হয়েছে।

- পাবলিক অকশনের মাধ্যমে কোনো পণ্য, সম্পত্তি বা অধিকার বিক্রয় করা বা লিজ প্রদান করা হলে অকশন ক্রেতার নিকট হতে ৫% এর পরিবর্তে ১০% হারে উৎসে কর এর বিধান করা হয়েছে।
- "বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩" অধীন লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন কালে উৎসে ৫০,০০০ টাকা কর সংগ্রহের বিধান করা হয়েছে।
- শুধুমাত্র রেন্টাল এর পরিবর্তে সকল ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ গ্রহণের বিপরীতে বিল পরিশোধকালে উৎসে কর কর্তনের বিধান সংযোজন করা হয়েছে।
- সিমেন্ট, লোহা এবং লোহা জাতীয় পণ্যের সরবরাহ পর্যায়ে উৎসে করহার ৩% হতে কমিয়ে ২% করা হয়েছে।
- কোনো নিবাসী ঠিকাদার বাংলাদেশে কোনো অনিবাসীর সাথে ঠিকাদারী চুক্তি সাপেক্ষে উক্ত কাজের বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থের উপর উৎসে কর কর্তন করার হার ১০% এর পরিবর্তে ৭.৫% করা হয়েছে।
- ১০ বছরের অধিক সময়ের নৌযানের জন্য যাত্রীপ্রতি অগ্রিম কর ১২৫ টাকার স্থলে ১০০ টাকা করা হয়েছে।

➢ **করনেট সম্প্রসারণ:**

- দুই লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে, দুই লক্ষ টাকার উর্ধ্বে পোস্টাল সেভিংস্ ডিপোজিট খুলতে, বাড়ির নকশা অনুমোদনে এবং সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনে টিআইএন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।
- ই-কর্মাস প্ল্যাটফর্ম কে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

➢ **ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ও করমুক্ত খাতের সম্প্রসারণ:**

- ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে বিদ্যমান ২২টি খাতের পাশাপাশি Cloud service, System Integration, e-learning platform, e-book publications, Mobile application development service, এবং IT Freelancing নামক নতুন খাতসমূহকে করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।
- ৫ লক্ষ পর্যন্ত যেকোনো অংকের কর অটোমেটেড চালানের মাধ্যমে বা এ-চালানে পরিশোধ করার বিধান করা হয়েছে।

➢ **"Made in Bangladesh" ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানকে কর প্রণোদনা:**

- মেগা শিল্পে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে অন্যূন ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে স্থাপিত অটোমোবাইল (থ্রি হুইলার ও ফোর হুইলার) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ২০ বছরের কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
- হোম ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস উৎপাদনে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানকে দশ বছরের কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

- ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ, শাক-সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, শিশু খাদ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাকে এবং কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাকে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।
- হালকা প্রকৌশল শিল্পের সকল প্রকার পণ্য যা কেবল শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত হবে এমন উদ্যোক্তাদের দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

➢ **জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানে প্রণোদনা:**

- শিল্পায়নের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীতে বিভিন্ন কারিগরি বিষয় এর উপর পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

➢ **আইটি হার্ডওয়ার খাতে উদ্যোক্তা তৈরীতে প্রণোদনা:**

- আইটি খাতে বাংলাদেশে আমদানি নির্ভরতা কাটিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রণোদনা হিসেবে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

➢ **সুলভ এবং বিকেন্দ্রীত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ:**

- বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জন্য মানসম্পন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সুলভ করতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম জেলার বাইরে স্থাপিত এবং অন্যূন ২৫০ শয্যার সাধারণ হাসপাতাল অথবা ২০০ শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের শর্তে হাসপাতালের আয়কে দশ বছরের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

➢ **ক্ষুদ্রঋণ সংগ্রহ ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা:**

- নারী উদ্যোক্তার মালিকানাধীন SME খাতের কোনো প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র ঋণের সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিতে NGO Affairs Bureau এর পাশাপাশি Micro Credit Regulatory Authority এর সাথে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষুদ্রঋণ হতে আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে।

➢ **দীর্ঘ মেয়াদি পুঁজি সংগ্রহে ও বন্ড মার্কেট সৃষ্টিতে সহায়তা:**

- দীর্ঘ মেয়াদি পুঁজি সংগ্রহের লক্ষ্যে সুকুক বন্ডের সহজ প্রচলন ও বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রাস্ট বা এসপিভির নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর এবং ট্রাস্ট বা এসপিভির নিকট হতে মূল প্রতিষ্ঠানের বরাবরে সম্পত্তি পুনঃ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

➢ **অর্থনীতির আনুষ্ঠানিকীকরণ:**

- ২০ হাজার টাকার অধিক বেতন-ভাতাদি এবং কাঁচামাল ক্রয়ে ব্যয়ের পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা অতিক্রম করলে ব্যাংক ট্রান্সফারের পাশাপাশি মোবাইল ফাইনানসিয়াল সার্ভিস এর মাধ্যমে ব্যয় পরিশোধের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।
- যে কোন সরবরাহ ও ঠিকাদারীর বিল ব্যাংকিং বা মোবাইল ফাইনানশিয়াল সার্ভিস এর মাধ্যমে গ্রহণ করা না হলে বিদ্যমান উৎসে করহারের অতিরিক্ত ৫০% কর্তন করার বিধান করা হয়েছে।

- **আয়কর আদায়ে প্রবৃদ্ধিঃ**
  জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগ কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে করোনা অর্থনৈতিক মন্দাভাব বিরাজমান থাকা সত্বেও আয়কর আহরিত হয় ১,০২,৩৩৭ কোটি টাকা এবং বিগত অর্থবছরের তুলনায় এখাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২০.০৮%।

- **আয়কর অনুবিভাগের করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধিঃ**
  আয়কর অনুবিভাগ কর্তৃক আয়কর আইনে বিভিন্ন পরিবর্তন এবং অন্যান্য করদাতা বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে নতুন ১৩,৯১,৭২৭ জন করদাতা ETIN গ্রহণ করেছেন। ফলে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট করদাতার সংখ্যা ৭৭,৬৫,৮৪৯জনে উন্নীত হয়েছে।

- **আয়কর অনুবিভাগের করদাতার দাখিলকৃত রিটার্ণের সংখ্যাঃ**
  ২০২১-২০২২ অর্থবছরে করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত সর্বমোট রিটার্ণের সংখ্যা ২৫,৯০,৯৮৮টি এবং বিগত অর্থবছরের তুলনায় রিটার্ন দাখিলে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৬০%।

- **আয়কর সেবা প্রদান, জাতীয় আয়কর দিবস উদযাপন ও ট্যাক্স কার্ড প্রদানঃ**
  বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০২১ সালে আয়কর মেলা আয়োজনের পরিবর্তে নভেম্বর/২০২২ মাস জুড়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে করদাতাদের আয়কর সেবা প্রদান, জাতীয় আয়কর দিবস উদযাপন, "জেলা ভিত্তিক সর্বোচ্চ এবং দীর্ঘমেয়াদী আয়কর প্রদানকারী করদাতাদের পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০০৮" অনুসারে ৫২৫ জন করদাতাকে সেরা করদাতা পুরস্কার ও "জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা, ২০১০ (সংশোধিত)" অনুসারে ১৪১ জন করদাতাকে ট্যাক্স কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

- **অনলাইনে আয়কর রিটার্ণ দাখিল কার্যক্রম:**
  আয়কর রিটার্ণ দাখিল সহজীকরণ ও করদাতাদের পরিপালন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছর হতে Online Return Filing System চালু করা হয়েছে এবং এ System-এর আয়কর রিটার্ন দাখিল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- **উৎসে কর আদায় কার্যক্রম অটোমেশন:**

উৎসে কর আদায় কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় আনয়নের জন্য e-TDS System চালু করা হয়েছে এবং এ System এর মাধ্যমে ক্রমন্বয়ে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- **<u>করের আওতা সম্প্রসারণঃ</u>**
  করের আওতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নতুন করদাতা সনাক্তকরণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে BRTA, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, DPDC, DESCO সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে পর্যায়ক্রমে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শুল্ক অনুবিভাগ

- করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ফলে সৃষ্ট বৈশ্বি ক অতিমারিতে ক্ষতিগ্রস্থ অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়;
- রপ্তানিমুখী শিল্প বহুমুখীকরণ এবং তার পশ্চাদ শিল্পে প্রণোদনা;
- স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিক্স এবং আইসিটি খাতের বিকাশ ও উন্নয়ন;
- Ease of doing business সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন; এবং
- স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব (মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর) আহরণ বৃদ্ধি।

২০২০-২১ অর্থ বছরে বিদ্যমান ৬ (ছয়) স্তর বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক (Customs Duty) কাঠামো (০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% এবং ২৫%), সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক আরোপিত রয়েছে এমন পণ্যের উপর আবশ্যিকভাবে বিদ্যমান রেগুলেটরী ডিউটি ৩% এবং ১২ (বার) স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্কহার (১০%, ২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩০০%, ৩৫০% এবং ৫০০%) অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং আরো কতিপয় শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

১। Customs Act, 1969 এর সংশোধন:

বাণিজ্য সহজীকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কার্যকর কাস্টমস নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতি বছর বিদ্যমান The Customs Act, 1969 এ কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়। সে লক্ষ্যে সমুদ্র বিজয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে Bangladesh customs-waters এর পরিধি বিদ্যমান ১২ নটিক্যাল মাইল থেকে ২৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বর্ধিতকরণ, কাস্টমস সম্পর্কিত মানিলন্ডারিং সংশ্লিষ্ট অপরাধকে চোরাচালানের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্তকরণ, কাস্টমস বিষয়ক সাধারণ অপরাধের ক্ষেত্রে দন্ডের পরিমাণ বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ, কাস্টমস কর্মকর্তাদের বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে Adjudication এর আর্থিক সীমা বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ এবং বাংলাদেশ সিঙ্গেল

উইন্ডো এর কার্যপরিধি সুনির্দিষ্টকরণ এর লক্ষ্যে বিদ্যমান Customs Act, 1969 এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে।

২। ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ:

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণের উদ্দেশ্যে পণ্যের নামকরণ এবং শ্রেণিবিন্যাসজনিত জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে আমদানি-রপ্তানি পণ্যে বিদ্যমান এইচ.এস কোড ও বর্ণনা ইত্যাদিতে যেসব অসঙ্গতি, বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে- তা যথাযথভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সংশোধন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক এইচ.এস কোড সৃজন ও যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।

৩। স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ:

আমদানি বিকল্প (Import substitute) দেশীয় শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান এবং বিদ্যমান স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য তৈরি পণ্য আমদানিতে শুল্ক-কর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৪। কৃষি খাত:

কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত। অগ্রাধিকার খাত বিবেচনায় কৃষি খাতের প্রধান উপকরণ বিশেষ করে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি আমদানিতে শূন্য শুল্ক-হার অব্যাহত রাখা এবং এ খাতের চাহিদা অনুযায়ী সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৫। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য:

দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে বিদ্যমান শুল্ক হার অপরিবর্তিত রাখার নীতি অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৬। স্বাস্থ্য খাত:

স্বাস্থ্য খাতকে সুসংহতকরণে ঔষধ, চিকিৎসা সামগ্রী ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। করোনা মহামারীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কোভিড সংক্রান্ত এস.আর.ও অব্যাহত রাখা হয়েছে। কোভিড-19 প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ পণ্যকে নতুন করে এস.আর.ও তে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার সম্ভাব্যতা যাচাই করে তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭। প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, ডেইরি খাত:

প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ও ডেইরি খাত একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খাত। মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে উক্ত খাতের খাদ্য সামগ্রী ও নানাবিধ উপকরণ আমদানিতে বিগত সময়ে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখা এবং কতিপয় নতুন উপকরণ উক্ত খাতের জন্য বিদ্যমান এস.আর.ও এর অন্তর্ভুক্ত করে রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

৮। এস এম ই (SME):

২০২০ সালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এস এম ই শিল্প পণ্য বর্ষ ঘোষণা করেছিলেন। এর ধারাবাহিকতায় এ বছরও কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক-করের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৯। আইসিটি (ICT) খাত:

দেশে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনের জন্য মৌলিক শিল্প স্থাপন ও প্রসারের লক্ষ্যে এ শিল্প সংশ্লিষ্ট কাঁচামালের আমদানি শুল্ক-কর হ্রাস ও তৈরি পণ্যের ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে আইসিটি খাতের শিল্পকে বিশেষ প্রতিরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০। তেল-গ্যাস, বিদ্যুৎ খাত:

বিদ্যুৎ ও তেল-গ্যাস খাতের বিদ্যমান সমস্যা নিরসনের জন্য বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও কে যুগোপযোগী করে নতুন এস.আর.ও জারি করা হয়েছে।

১১। রপ্তানিমুখী শিল্প খাত:

রপ্তানিমুখী শিল্প প্রসারের জন্য বিদ্যমান শুল্ক-কর প্রণোদনা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য Non-RMG খাতকে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে।

১২। ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক্স ও বিবিধ শিল্প:

দেশীয় টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, লিফ্ট, মোটরসাইকেল, মোবাইল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণের জন্য শুল্ক-করের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা রয়েছে। তথাপি, এসকল শিল্পের বিকাশের জন্য তাদের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করে বিশেষ প্রণোদনা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১৩। Electric car, Fuel based vehicle ও Hybrid car:

ইলেকট্রিক গাড়ি, ফুয়েল বেইজড গাড়ি ও হাইব্রিড গাড়ির জন্য বিদ্যমান শুল্ক-কর হারকে যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।

১৪। মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত (LDC graduation) হওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা:

বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য যে সকল কমপ্লায়েন্স পূরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা যথাসময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

১৫। আমদানি রপ্তানি সহজীকরণ ও Trade Facilitation:

বাণিজ্য সহজীকরণের জন্য World Trade Organization এর Trade Facilitation Agreement এর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট যেসকল প্রভিশন রয়েছে তার প্রায় সবগুলোই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর কাস্টমস অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে Cost of doing business হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি Ease of doing business এর র‍্যাংকিং এ বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি ঘটবে।

মূসক অনুবিভাগ

ভ্যাট আদায়ে প্রবৃদ্ধি :

২০২১-২২অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন করের (মূসক) মোট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,২৮,০০০ কোটি টাকা। তার বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থবছরে আদায় হয়েছে ১,০৮,৪১৭ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় আদায়ের ঘাটতি ১৯,৫৮৩ কোটি টাকা। উল্লেখ্য বিগত অর্থবছরে একই সময়ে আদায় হয়েছিল ৯,৭৫,০৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিগত অর্থবছরের তুলনায় রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১০,৯০৭ কোটি টাকা বা ১১.১৯%।

ভ্যাট নিবন্ধিত করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি :

২০২০-২১ অর্থবছরের জুন/২২ মাস পর্যন্ত মূসক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২৮২৩৪১ টি । ২০২১-২২ অর্থবছরের জুন/২২ মাস পর্যন্ত মূসক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা দাড়ায় ৩,৬১,৩৪৩ টি । অর্থাৎ ১২ মাসে মূসক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৭৯০০২ টি । বিগত অর্থবছরের তুলনায় মূসক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৮%।

দাখিলপত্র দাখিলের হার:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে মূসক নিবন্ধিত মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩,৬১,৩৪৩ টি। নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে দাখিলপত্র দাখিলের সংখ্যা ২,৮১,৮৩০ টি । অর্থাৎ নিবন্ধনের তুলনায় দাখিলপত্র দাখিলের হার ৭৮%।

অনলাইনে দাখিলকৃত দাখিলপত্রের হার:

২০২১-২০২২অর্থবছরে শুধুমাত্র অনলাইনে দাখিলকৃত দাখিলপত্রের সংখ্যা ২,৪৪,৯৩৫ টি। মোট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনলাইনে দাখিলকৃত দাখিলপত্রের হার ৬৮% । তবে মোট দাখিলকৃত দাখিলপত্রে অনলাইনে দাখিলের হার ৮৭% । উল্লেখ্য ম্যানুয়াল ও অনলাইনে মোট দাখিলকৃত দাখিলপত্রের সংখ্যা ২৮১৮৩০ টি ।

EFD /SDC মেশিন স্থাপনের সংখ্যা:

২০২১-২২অর্থবছরের জুন/২২ পর্যন্ত মোট EFD /SDC মেশিন স্থাপন করা হয়েছে ৭০২০ টি । ২০২০-২১ অর্থবছরে (১২ মাসে) স্থাপিত ইএফডি/ এসডিসি মেশিনের সংখ্যা ছিল ৩৩০০ টি এবং ২০২১-২২ অথবছরে স্থাপিত ইএফডি/ এসডিসি মেশিনের সংখ্যা ৩৭২০ টি। অর্থাৎ বিগত বছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৪২০ টি ইএফডি/ এসডিসি মেশিন বেশি স্থাপন করা হয়েছে।

পণ্য খাতে রাজস্ব আদায় : ২০২১-২২অর্থবছরে পণ্য খাতে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৬৫,৪৭৩ কোটি টাকা। বিগত অর্থবছরে একই সময়ে এই খাতে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৬০,৩৭২ কোটি টাকা। অর্থাৎ পন্য খাতে বিগত অর্থবছরের তুলনায় রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ৫১০১ কোটি টাকা (৮%)।

সেবা খাতে রাজস্ব আদায় : ২০২১-২২ অর্থবছরে সেবা খাতে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩৯,৮৩৭ কোটি টাকা। বিগত অর্থবছরে একই সময়ে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৩৪,৭১৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ সেবা খাতে বিগত অর্থবছরের তুলনায় রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ৫১১৮ কোটি টাকা (১৫%)।

আবগারী খাতে রাজস্ব আদায়: ২০২১-২২ অর্থবছরে আবগারী খাতে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩১০৩ কোটি টাকা। বিগত অর্থবছরে একই সময়ে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ২৪১৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ আবগারী খাতে বিগত অর্থবছরের তুলনায় রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ৬৮৫ কোটি টাকা (২৮%)।

বকেয়া কর আদায়: ২০২১-২২ অর্থবছরে বকেয়া রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৩১৪ কোটি টাকা। বিগত অর্থবছরে একই সময়ে বকেয়া রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৪৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিগত অর্থবছরের তুলনায় বকেয়া রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ২৬৯ কোটি টাকা (৫৯৭%)।

মামলা থেকে রাজস্ব আদায় : ২০২১-২২ অর্থবছরে মামলা হতে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৩৫২ কোটি টাকা। বিগত অর্থবছরে একই সময়ে মামলা হতে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ১১২ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিগত অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মামলা হতে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ২৪০ কোটি টাকা (২১৪%)।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি :

২০২১-২২ অর্থবছরে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির আওতায় মোট ২৯ টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল । নিষ্পত্তিকৃত উক্ত ২৯ টি মামলার বিপরীতে মোট রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৩৪.৭৫ কোটি টাকা। উল্লেখ্য ২০২০-২১ অর্থবছরে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির আওতায় নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১৯ টি। অর্থাৎবিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির আওতায় বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৫৩% মামলা বেশি নিষ্পত্তি হয়েছিল।

ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ উদযাপন ও পুরস্কার প্রদান :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রতি বছর অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ১০ ডিসেম্বর ভ্যাট দিবস ও ১০-১৫ ডিসেম্বর ভ্যাট সপ্তাহ পালন করা হয়ে থাকে। কোভিড -১৯ পরিস্থিতির কারনে ২০২১ সালের ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ সীমিত পরিসরে ও সরকার নির্ধারিত স্বাস্থ্য-বিধি অনুসরনপূর্বক উদযাপন করা হয়েছে। ১০ ডিসেম্বর, ২০২১ সালের ভ্যাট দিবসে **সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন কর পরিশোধকারী প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, 2005 (সংশোধিত)** অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদন, সেবা ও ব্যবসা খাতে ০৩ জন করে মোট ০৯ জন সর্বোচ্চ ভ্যাট প্রদানকারী সম্মানিত করদাতাগণকে ক্রেস্ট ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। একইভাবে জেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূসক প্রদানকারী মোট ১০২ জন করদাতাকে ক্রেস্ট ও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

চলমান সংস্কার কার্যক্রম:

EFDMS সেবা ক্রয়: বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর স্বয়ংক্রিয়, সফটওয়্যার ও অনলাইনভিত্তিক কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করছে। এ ধারাবাহিকতায় ঢাকা ও চট্টগ্রামে পণ্য ও সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে EFDMS এর আওতায় EFD অথবা ক্ষেত্রমত, SDC অথবা POS ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। খুচরা পর্যায়ে কার্যকরভাবে ভ্যাট সংগ্রহের ক্ষেত্রে EFDMS কার্যকর উপায় হিসেবে ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। EFDMS সম্প্রসারণের মাধ্যমে ব্যবসায়ী ও সেবা পর্যায়ে ভ্যাট আদায়ে তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে EFDMS প্লাটফর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক EFD/SDC মেশিন ক্রয়ের পরিবর্তে সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে সেবা ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।ইতোমধ্যে উক্ত সেবা ক্রয়ের লক্ষ্যে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে এবং টেন্ডারের মাধ্যমে উক্ত সেবা ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এটি কার্যকর করার পর খুচরা, পাইকারী ও সেবা প্রদান পর্যায়ে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়। এক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি এলাকা (ঢাকাতে দুটি ও চট্টগ্রামে একটি) নির্ধারণ করা হয়েছে।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর

অফিসের ভিশন ও মিশন:

ভিশন: দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা সহায়ক আধুনিক সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা;

মিশন: দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সঞ্চয়প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি আধুনিক ও জনবান্ধব সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা;

কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ

১) সঞ্চয় প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ;

২) জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ;

৩) জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টিকরণ;

৪) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

কার্যাবলী

৫) জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ;

৬) জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা;

৭) সঞ্চয় কার্যক্রমে সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

৮) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে ভূমিকা পালন;

৯) দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;

১০) আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা;

১১) সঞ্চয় স্কিমের বিধিমালা/নীতিমালা যুগপোযোগীকরণ ও বাস্তবায়ন;

১২) অনিবাসী বাংলাদেশীদের জন্য প্রবর্তিত ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ,এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ইউ,এস,ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডের বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারকার্যক্রম জোরদারকরণ;

অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- ☑ জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো কর্তৃক সঞ্চয়পত্রের লেনদেন কার্যক্রম;
- ☑ জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ☑ মুদ্রণ, সংরক্ষণ এবং বিতরণ;
- ☑ সঞ্চয় স্কিমের নীতিমালা/বিধিমালা বিষয়ক কার্যক্রম;
- ☑ কর্মকর্তা সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম;
- ☑ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ;
- ☑ ব্যাংক ও ডাকঘর এর সাথে সমন্বয় সাধন;

- ☑ মন্ত্রণালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, অধিনস্থ দপ্তরের সাথে চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং এর অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, মূল্যায়ন ও সরকারকে অবহিতকরণ;
- ☑ জাতীয় শুদ্ধাচার ও নৈতিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, মূল্যায়ন ও সরকারকে অবহিতকরণ;
- ☑ 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নীতিমালা' অনুযায়ী অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ এবং এতদসংক্রান্ত মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ☑ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রকাশ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ☑ ইনোভেশন টিম গঠন, ইনোভেশন সংক্রান্ত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, ইনোভেশন টিমের সদস্যদের সমন্বয়ে প্রতিমাসে সভাকরণ ও সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং ইনোভেশন সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশকরণ;
- ☑ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮ এর আলোকে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো ও জেলা সঞ্চয় অফিসের কার্যক্রম

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতাধীন ৮টি বিভাগীয় অফিস, ৬৪টি জেলা সঞ্চয় অফিস, ১১টি বিশেষ সঞ্চয় ব্যুরো রয়েছে। নিম্নে জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো ও জেলা সঞ্চয় অফিসের কার্যক্রম তুলে ধরা হলো:

- ✓ জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- ✓ প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াবলী সম্পাদন করা;
- ✓ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে নির্ধারিত বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করা;
- ✓ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের লেনদেন সংক্রান্ত পুনঃভরণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে বাংলাদেশ ব্যাংক ও লিংকড ব্যাংকের সাথে সমন্বয় সাধন করা;
- ✓ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়-সাধন করা;
- ✓ সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- ✓ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের অংশীজনদের সাথে প্রয়োজনীয় সভা-সমাবেশ করা;
- ✓ প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক অর্পিত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি।

জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের বর্ণনা

বর্তমানে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের অধীনে ১১ (এগার)টি সঞ্চয়স্কিম চালু রয়েছে। স্কিমগুলো নিম্নরূপ-

জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক ও ডাকঘর কর্তৃক লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত

(০১) ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র

(০২) ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (৩-বছর মেয়াদী)

(০৩) পেনশনার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদী)

(০৪) পরিবার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদী)

বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক-এর এডি শাখাকর্তৃক লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত

(০৫) ওয়েজ আর্নার ভেলপমেন্ট বন্ড (৫-বছর মেয়াদী)

(০৬) ইউ এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড (৩-বছর মেয়াদী)

(০৭) ইউ এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (৩-বছর মেয়াদী)

(০৮) বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড (১০০ টাকা মূল্যমান)

ডাকঘর কর্তৃক লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত

(০৯) ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক - সাধারণ হিসাব

(১০)ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক - মেয়াদী হিসাব (৩-বছর মেয়াদী) এবং

(১১) ডাক জীবন বীমা (আজীবন ও মেয়াদী)

পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র (প্রবর্তনঃ ১৯৭৭ খ্রিঃ)

মূল্যমানঃ ১০ টাকা; ৫০ টাকা; ১০০ টাকা; ৫০০ টাকা; ১,০০০ টাকা; ৫,০০০ টাকা; ১০,০০০ টাকা; ২৫,০০০ টাকা; ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা; ১০,০০,০০০ টাকা; ২৫,০০,০০০ টাকা।

কোথায় পাওয়া যায়ঃ জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক শাখাসমূহ, তফসিলি ব্যাংকসমূহ এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়।

মেয়াদঃ ৫ (পাঁচ) বছর।

মুনাফার হারঃ

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	ক্রমিক ১-৯ এ বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ:		
				১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)		
01	৫-বছরমেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৩৫%	৯.৩৫	৮.৫৪	৭.৭১
		২য় বছরান্তে	৯.৮০%	৯.৮০	৮.৯৫	৮.০৮
		৩য় বছরান্তে	১০.২৫%	১০.২৫	৯.৩৬	৮.৪৫
		৪র্থ বছরান্তে	১০.৭৫%	১০.৭৫	৯.৮২	৮.৮৬
		৫ম বছরান্তে	১১.২৮%	১১.২৮	১০.৩০	৯.৩০

উৎসে করঃ ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ও পরিবার সঞ্চয়পত্রে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত সর্বমোট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ৫% হারে এবং এর অধিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়।

যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ

(ক) সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক;

(খ) আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ (অংশ-২) এর বিধি ৪৯-এর উপ-বিধি (২) এ সংজ্ঞায়িত স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল এবং ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এর ১৯ নং) অনুযায়ী পরিচালিত ভবিষ্য তহবিল;

(গ) আয়কর অধ্যাদেশ-১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসিল এর পার্ট এ এর অনুচ্ছেদ ৩৪ অনুযায়ী মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, পেলিটেড পোল্ট্রি ফিডস উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, স্থানীয় উৎপাদিত বীজ বিপণন, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, উদ্যান খামার প্রকল্প, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার, ছত্রাক উৎপাদন এবং ফল ও লতাপাতার চাষ হতে অর্জিত আয়-যা সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত।

(ঘ) অটিস্টিকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ অটিস্টিকদের সহায়তার জন্য প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান। তবে, শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফা অবশ্যই অটিস্টিকদের সহায়তায় ব্যবহার করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হতে হবে।

(ঙ) দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের নিবন্ধিত আশ্রয় প্রতিষ্ঠান (অনাথ আশ্রম শিশু পরিবার, এতিমখানা ইত্যাদি)।

(চ) প্রবীণদের জন্য নিবন্ধিত আশ্রয় কেন্দ্র।

ক্রয়েরউর্ধ্বসীমাঃ

(ক) ব্যক্তির ক্ষেত্রেঃ একক নামে ৩০ লক্ষ অথবা যুগ্ম-নামে ৬০ লক্ষ;

(খ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেঃ ভবিষ্য তহবিলে মোট স্থিতির ৫০%, তবে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা;

(গ) ফার্মের ক্ষেত্রেঃ ২(দুই) কোটি টাকা।

(ঘ) অটিস্টিক সহায়ক প্রতিষ্ঠান, দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের নিবন্ধিত আশ্রয় প্রতিষ্ঠান (অনাথ আশ্রম শিশু পরিবার, এতিমখানা ইত্যাদি) এবং প্রবীণদের জন্য নিবন্ধিত আশ্রয় কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫(পাচঁ) কোটি টাকা।

অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) নমিনী নিয়োগ করা যায়;

(খ) সঞ্চয়পত্রের ক্রেতার মৃত্যুর পর নমিনী সাথে সাথেই অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণের পর সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করে নিতে পারেন।

তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (প্রবর্তনঃ ২০০৪ খ্রিঃ)

মূল্যমানঃ ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ ও ১০,০০,০০০ টাকা।

কোথায় পাওয়া যায়ঃজাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখাসমূহ, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়।

মেয়াদঃ ৩ (তিন) বছর।

মুনাফার হারঃ

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	ক্রমিক ১-৯ এ বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ:		
				১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)		
০২		১ম বছরান্তে	১০.০০%	১০.০০	৯.০৬	৮.১৫

	তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	২য় বছরান্তে	১০.৫০%	১০.৫০	৯.৫১	৮.৫৬
		৩য় বছরান্তে	১১.০৪%	১১.০৪	১০.০০	৯.০০

মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করলে উপরোক্ত ছকে উল্লিখিত হারে মুনাফা প্রাপ্য হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হয়ে থাকলে তা মূল টাকা হতে কর্তন করে সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট মূল টাকা পরিশোধ করা হবে।

উৎসে করঃ ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ও পরিবার সঞ্চয়পত্রে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত সর্বমোট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ৫% হারে এবং এর অধিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়।

যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ

(ক) সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক;

(খ) আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ (অংশ-২) এর বিধি ৪৯-এর উপ-বিধি (২) এ সংজ্ঞায়িত স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল এবং ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এর ১৯ নং) অনুযায়ী পরিচালিত ভবিষ্য তহবিল;

(গ) আয়কর অধ্যাদেশ-১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসিল এর পার্ট এ এর অনুচ্ছেদ ৩৪ অনুযায়ী মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, পেলিটেড পোল্ট্রি ফিডস উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, স্থানীয় উৎপাদিত বীজ বিপণন, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, উদ্যান খামার প্রকল্প, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার, ছত্রাক উৎপাদন এবং ফল ও লতাপাতার চাষ হতে অর্জিত আয়-যা সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত।

(ঘ) অটিস্টিকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ অটিস্টিকদের সহায়তার জন্য প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান। তবে, শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফা অবশ্যই অটিস্টিকদের সহায়তায় ব্যবহার করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হতে হবে।

(ঙ) দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের নিবন্ধিত আশ্রয় প্রতিষ্ঠান (অনাথ আশ্রম শিশু পরিবার, এতিমখানা ইত্যাদি)।

(চ) প্রবীণদের জন্য নিবন্ধিত আশ্রয় কেন্দ্র।

ক্রয়েরউর্ধ্বসীমাঃ

(ক) ব্যক্তির ক্ষেত্রেঃ একক নামে ৩০ লক্ষ অথবা যুগ্ম-নামে ৬০ লক্ষ;

(খ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেঃ ভবিষ্য তহবিলে মোট স্থিতির ৫০%, তবে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা;

(গ) ফার্মের ক্ষেত্রেঃ ২(দুই) কোটি টাকা।

(ঘ) অটিস্টিক সহায়ক প্রতিষ্ঠান, দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের নিবন্ধিত আশ্রয় প্রতিষ্ঠান (অনাথ আশ্রম শিশু পরিবার, এতিমখানা ইত্যাদি) এবং প্রবীণদের জন্য নিবন্ধিত আশ্রয় কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫(পাচঁ) কোটি টাকা।

অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) ত্রৈমাসিকভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়।

(খ) নমিনী নিয়োগ করা যায়।

(গ) সঞ্চয়পত্রের ক্রেতার মৃত্যুর পর নমিনী সাথে সাথেই সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করে টাকা উত্তোলন করতে পারেন অথবা পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত যথারীতি প্রতি তিন (৩)মাস অন্তর মুনাফা উত্তোলন করতে পারেন।

পেনশনার সঞ্চয়পত্র (প্রবর্তনঃ ২০০৪ খ্রিঃ)

মূল্যমানঃ ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ ও ১০,০০,০০০ টাকা।

কোথায় পাওয়া যায়ঃ জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক শাখাসমূহ, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়।

মেয়াদঃ ৫ (পাঁচ) বছর।

মুনাফা হারঃ

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	ক্রমিক ১-৯ এ বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ:		
				১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)		
০৩	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৭০%	৯.৭০	৮.৮৭	৮.০৪
		২য় বছরান্তে	১০.১৫%	১০.১৫	৯.২৮	৮.৪২
		৩য় বছরান্তে	১০.৬৫%	১০.৬৫	৯.৭৪	৮.৮৩
		৪র্থ বছরান্তে	১১.২০%	১১.২০	১০.২৪	৯.২৯
		৫ম বছরান্তে	১১.৭৬%	১১.৭৬	১০.৭৫	৯.৭৫

মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করলে উপরোক্ত ছকে উল্লেখিত হারে মুনাফা প্রাপ্য হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হয়ে থাকলে তা মূল টাকা হতে কর্তন করে সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট মূল টাকা পরিশোধ করা হবে।

উৎসে করঃ পেনশনার সঞ্চয়পত্রে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত সর্বমোট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর কোন উৎসেকর কর্তন করা হয়না। ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার অধিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রেমুনাফার উপর ১০% হারেউৎসে কর কর্তন করা হয়।

যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী, সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতিগণ, সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং মৃত চাকুরিজীবীর পারিবারিক পেনশন সুবিধাভোগী স্বামী/স্ত্রী/সন্তান।

ক্রয়ের উর্ধ্বসীমাঃপ্রাপ্ত আনুতোষিক (Gratuity) ও ভবিষ্য তহবিলের অর্থ (চূড়ান্ত) মিলিয়ে একক নামে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা।

অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) ত্রৈমাসিকভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়

(খ) নমিনী নিয়োগ করা যায়।

(গ) সঞ্চয়পত্রের ক্রেতার মৃত্যুর পর নমিনী সাথে সাথেই অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণের পর সঞ্চয়পত্র ভাঙ্গাতে পারেন।

পরিবার সঞ্চয়পত্র (প্রবর্তনঃ ২০০৯ খ্রিঃ)

মূল্যমানঃ ১০,০০০ টাকা; ২০,০০০ টাকা; ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা এবং ১০,০০,০০০ টাকা।

কোথায় পাওয়া যায়ঃ জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক শাখাসমূহ, বাণিজ্যিকব্যাংকসমূহ এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়।

মেয়াদঃ ৫ (পাঁচ) বছর।

মুনাফা হারঃ

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	ক্রমিক ১-৯ এ বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ:		
				১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)		
০৪	পরিবার সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৫০%	৯.৫০	৮.৬৬	৭.৮৩
		২য় বছরান্তে	১০.০০%	১০.০০	৯.১১	৮.২৫
		৩য় বছরান্তে	১০.৫০%	১০.৫০	৯.৫৭	৮.৬৬
		৪র্থ বছরান্তে	১১.০০%	১১.০০	১০.০৩	৯.০৭
		৫ম বছরান্তে	১১.৫২%	১১.৫২	১০.৫০	৯.৫০

মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করলে উপরোক্ত ছকে উল্লেখিত হারে মুনাফা প্রাপ্য হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হয়ে থাকলে তা মূল টাকা হতে কর্তন করে সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট মূল টাকা পরিশোধ করা হবে।

উৎসে করঃ ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ও পরিবার সঞ্চয়পত্রে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত সর্বমোট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ৫% হারে এবং এর অধিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়।

যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ

(ক) ১৮ (আঠার) ও তদুর্ধ্ব বয়সের যে কোন বাংলাদেশী মহিলা,

(খ) যে কোন বাংলাদেশী শারীরিক প্রতিবন্ধী (পুরুষ ও মহিলা) এবং

(গ) ৬৫ (পঁয়ষট্টি) ও তদুর্ধ্ব বয়সের যে কোন বাংলাদেশী (পুরুষ ও মহিলা) নাগরিক।

ক্রয়ের উর্ধ্বসীমাঃ একক নামে সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) লক্ষ টাকা।

অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) মাসিকভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়।

(খ) নমিনী নিয়োগ করা যায় / পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়।

(গ) সঞ্চয়পত্রের ক্রেতার মৃত্যুর পর নমিনী সাথে সাথেই সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করেটাকা উত্তোলন করতে পারেন অথবা পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত যথারীতি মাসে মাসে মুনাফা উত্তোলন করতে পারেন।

বিঃদ্রঃ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ও পরিবার সঞ্চয়পত্রে সমন্বিতভাবে একক নামে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা **অথবা** যুগ্ম নামে সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, পরিবার সঞ্চয়পত্র যৌথ নামে ক্রয় করা যায় না।

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (প্রবর্তনঃ ১৮৭২ খ্রিঃ)

(ক) সাধারণ হিসাব :

১। মুনাফাঃ ৭.৫% (সরল হারে);

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	ক্রমিক ১-৯ এ বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ:		
				১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
০৫	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-সাধারণ হিসাব	-	৭.৫০%	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০

২। যারা বিনিয়োগ করতে পারবেন :

(ক) সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক।

৩। বিনিয়োগ করতে যা যা প্রয়োজন : ক্রেতার ২(দুই) কপি (পিপি সাইজ) ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি এবং নমিনী থাকলে প্রত্যেকের ২(দুই) কপি (পিপি সাইজ) ছবি।

৪। বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা : একক নামে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা **অথবা** যুগ্ম-নামে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা।

৫। অন্যান্য সুবিধা:(ক) নমিনী নিয়োগ করা যায় / পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়;

(খ) এক মাসেরও মুনাফা প্রদেয়।

খ) মেয়াদী হিসাবঃ

১। মুনাফাঃ মেয়াদান্তে (৩ বছর) ১১.২৮%।

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	ক্রমিক ১-৯ এ বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ:		
				১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
			পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)			
০৬	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদী হিসাব	১ম বছরান্তে	১০.২০%	১০.২০	৯.৩১	৮.৪১
		২য় বছরান্তে	১০.৭০%	১০.৭০	৯.৭৭	৮.৮২
		৩য় বছরান্তে	১১.২৮%	১১.২৮	১০.৩০	৯.৩০

১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা বিনিয়োগ করলে মেয়াদান্তে ৩৩,৮৪০ (তেত্রিশ হাজার আটশত চল্লিশ) টাকা পাওয়া যায়। ১০% হারে উৎসে কর কর্তন ৩,৩৮৪.০০ (তিন হাজার তিনশত চুরাশি) টাকা এবং নীট প্রদেয় মুনাফা ৩০,৪৫৬ (ত্রিশ হাজার চারশত ছাপ্পান্ন) টাকা। তবে ১ (এক) বছর, ২ (দুই) বছর অথবা ৩ (তিন) বছর মেয়াদী হিসাব খোলা যায়।

২। যারা বিনিয়োগ করতে পারেনঃ

(ক) সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক।

৩। বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমাঃ একক হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা অথবা যুগ্ম হিসেবে ২০ লক্ষ টাকা।

৪। অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক এ হিসাব খুলতেপারেন;
(খ) নমিনী নিয়োগ করা যায় / পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়;
(গ) স্বয়ংক্রিয় পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা পাওয়া যায়।

"সঞ্চয়ের অভ্যাস করি; সুখের সংসার গড়ি; জাতিকে সমৃদ্ধ করি।

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড (প্রবর্তন : ১৯৮১ খ্রিঃ)

মূল্যমানঃ ২৫,০০০ টাকা; ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫, ০০,০০০ টাকা;১০,০০,০০০ এবং ৫০,০০,০০০ টাকা

কোথায় পাওয়া যায়ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের তফসিলী ব্যাংকের শাখা, এক্সচেঞ্জ হাউস, এক্সচেঞ্জ কোম্পানী, যে কোন তফশিলী ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার (AD) শাখা হতে ক্রয় করা যায়।

মেয়াদঃ ৫ (পাঁচ) বছর।

মুনাফার হারঃমেয়াদান্তে ১২.০০ % (সরল হারে)

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	ক্রমিক ১-৯ এ বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ:			
				১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে ৫০,০০,০০০	৫০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)			
০৭	ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড	৬-মাস পর, কিন্তু ১২ মাসের পূর্বে	৮.৭০	৮.৭০	৭.৯৮	৭.২৫	৬.৫৩
		১২-মাস পর, কিন্তু ১৮ মাসের পূর্বে	৯.৪৫	৯.৪৫	৮.৬৬	৭.৮৮	৭.০৯
		১৮-মাস পর, কিন্তু ২৪ মাসের পূর্বে	১০.২০	১০.২০	৯.৩৫	৮.৫০	৭.৬৫
		২৪-মাস পর, কিন্তু ৬০ মাসের পূর্বে	১১.২০	১১.২০	১০.২৭	৯.৩৩	৮.৪০
		মেয়াদান্তে	১২.০০	১২.০০	১১.০০	১০.০০	৯.০০

যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ

(ক) বৈধ ওয়েজ আর্নার নিজে বা আবেদনপত্রে উল্লিখিত ব্যক্তি বা বাংলাদেশে তার বেনিফিসিয়ারীর নামে বাংলাদেশী টাকা/ বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয় করা যায়।

(খ) বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ক্রয় করতে পারে।

ক্রয়ের উর্ধ্বসীমা: ০১ (এক) কোটি টাকা।

অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) ৪০% থেকে ৫০% পর্যন্ত মৃত্যু-ঝুঁকির সুবিধা রয়েছে;

(খ) স্বয়ংক্রিয়ভাবে একাধিক মেয়াদের জন্য পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা প্রদেয়;

(গ) ষান্মাসিকভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়;

(ঘ) বন্ডের বিপরীতে ঋণ গ্রহণের সুবিধা রয়েছে;

(ঙ) নমিনী নিয়োগ করা যায় / পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়;

(চ) হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর সুযোগ রয়েছে;

(ছ) এফসি একাউন্ট থাকার বাধ্যবাধকতা নেই;

(জ) এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও অর্জিত মুনাফা আয়কর মুক্ত;

“সঞ্চয়ের অভ্যাস করি; সুখের সংসার গড়ি; জাতিকে সমৃদ্ধ করি।

(ঝ) এ বন্ডের মূল অর্থ ডলারে গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।

ইউ.এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড (প্রবর্তনঃ ২০০২ খ্রিঃ)

মূল্যমান: ইউএস ডলার ৫০০; ইউএস ডলার ১,০০০; ইউএস ডলার ৫,০০০; ইউএস ডলার ১০,০০০ এবং ইউএস ডলার ৫০,০০০।

কোথায় পাওয়া যায়ঃবাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের তফসিলী ব্যাংকের শাখা, এক্সচেঞ্জ হাউস, এক্সচেঞ্জ কোম্পানী, যে কোন তফশিলী ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার (AD) শাখা হতে ক্রয় করা যায়।

মেয়াদ: ৩ (তিন) বছর।

মুনাফার হারঃমেয়াদান্তে ৭.৫০%।

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	ক্রমিক ১-৯ এ বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ:			
				১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে ৫০,০০,০০০	৫০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)			
০৮	ইউ.এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	১ম বছরান্তে	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০
		২য় বছরান্তে	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০
		৩য় বছরান্তে	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০

যারা ক্রয় করতে পারবেন: অনিবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক।

ক্রয়ের উর্ধ্বসীমা: উর্ধ্বসীমা নেই।

অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) ১৫% থেকে ২৫% পর্যন্ত মৃত্যু-ঝুঁকির সুবিধা রয়েছে;

(খ) স্বয়ংক্রিয়ভাবে একাধিক মেয়াদের জন্য পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা বিদ্যমান;

(গ) বাৎসরিকভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়;

(ঘ) বন্ডের বিপরীতে ঋণ গ্রহণের সুবিধা রয়েছে;

(ঙ) নমিনী নিয়োগ করা যায়/ পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়;

(চ) হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর সুযোগ রয়েছে;

(ছ) বাংলাদেশী মুদ্রায় মূল ও মুনাফা প্রদেয়;

(জ) এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও অর্জিত মুনাফা আয়কর মুক্ত;

(ঝ) এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও মুনাফা ডলারে ফেরত নেয়া যায়।

ইউ.এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (প্রবর্তনঃ ২০০২ খ্রিঃ)

মূল্যমানঃ ইউএস ডলার ৫০০; ইউএস ডলার ১,০০০; ইউএস ডলার ৫,০০০; ইউএস ডলার ১০,০০০ এবং ইউএস ডলার ৫০,০০০।

কোথায় পাওয়া যায়ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের তফসিলী ব্যাংকের শাখা, এক্সচেঞ্জ হাউস, এক্সচেঞ্জ কোম্পানী, যে কোন তফশিলী ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার (AD) শাখা হতে ক্রয় করা যায়।

মেয়াদঃ ৩ (তিন) বছর।

মুনাফার হারঃমেয়াদান্তে ৬.৫০%

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	ক্রমিক ১-৯ এ বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ:			
				১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে ৫০,০০,০০০	৫০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)			
09	ইউ.এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	১ম বছরান্তে	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০
		২য় বছরান্তে	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.০০
		৩য় বছরান্তে	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০

যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ অনিবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক।

ক্রয়ের উর্ধ্বসীমা: উর্ধ্বসীমা নেই। ।

অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) মূল ও মুনাফা ইউএস ডলারে প্রদেয় / বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রদেয়;

(খ) স্বয়ংক্রিয়ভাবে একাধিক মেয়াদের জন্য পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা বিদ্যমান;

(গ) বাৎসরিকভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়;

(ঘ) বন্ডের বিপরীতে ঋণ গ্রহণের সুবিধা রয়েছে;

(ঙ) নমিনী নিয়োগ করা যায় / পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়;

(চ) হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর সুযোগ রয়েছে;

(ছ) এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও অর্জিত মুনাফা আয়কর মুক্ত;

(জ) ১৫% থেকে ২৫% পর্যন্ত মৃত্যু-ঝুঁকির সুবিধা রয়েছে;

ডাক জীবন বীমা (প্রবর্তনঃ ১৮৭২ খ্রিঃ)

ডাক জীবন বীমা সরকার কর্তৃক পরিচালিত।

(১) যারা এ বীমা করতে পারেনঃ ১৯ থেকে ৫৫ বছর বয়সী সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক।

(২) পলিসির ধরনঃ (ক) জীবন চুক্তি বীমা; (খ) মেয়াদী বীমা; (গ)শিক্ষা মেয়াদী বীমা; (ঙ) বিবাহ বীমা; (ঙ) এন্ডোমেন্ট বীমা।

(৩) অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) আয়কর রেয়াত পাওয়া যায়;
(খ) প্রিমিয়ামের হার কম, বোনাসের পরিমাণ বেশী;
(গ) ১০০% ঝুঁকি সুবিধা;
(ঘ) আকস্মিক মৃত্যু ও চির-অক্ষমতার মঙ্গল বিধান চুক্তি;
(ঙ) ডাক্তারি পরীক্ষা ব্যতিত পলিসি।

(৪) প্রচলিত বোনাসঃ

বীমার শ্রেণি	প্রতি হাজারে প্রতি বছরে বোনাস
(ক) আজীবন বীমা	৪২.০০ টাকা
(খ) মেয়াদী বীমা	৩৩.০০ টাকা

(৫) বিনিয়োগ করতে যা লাগবেঃ ক্রেতার ২(দুই) কপি (পিপি সাইজ) ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন সনদ/পাসপোর্টের ফটোকপি এবং নমিনী থাকলে প্রত্যেকের ২(দুই) কপি (পিপি সাইজ) ছবি।

বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড (১০০ টাকা মূল্যমান)

২। পুরস্কার: প্রতি ড্র তে প্রতি সিরিজে পুরস্কার

(ক) ৬,০০,০০০ টাকার প্রথম পুরস্কার ০১ (এক)টি;

(খ) ৩,২৫,০০০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার ০১ (এক)টি;

(গ) ১,০০,০০০ টাকার তৃতীয় পুরস্কার ০২ (দুই)টি;

(ঘ) ৫০,০০০ টাকার চতুর্থ পুরস্কার ০২ (দুই)টি;

(ঙ) ১০,০০০ টাকার পঞ্চম পুরস্কার ৪০ (চল্লিশ)টি।

৩। অন্যান্য তথ্যাবলীঃ

(ক) প্রতি তিন মাস অন্তর (৩১ জানুয়ারি, ৩০ এপ্রিল, ৩১ জুলাই ও ৩১অক্টোবর) ‘ড্র’ অনুষ্ঠিত হয়;

(খ) বন্ডে নির্দেশিত বিক্রয় তারিখ হতে ন্যূনতম ২ (দুই) মাস অতিক্রমেরপর উক্ত বন্ড ‘ড্র’ এর আওতায়আসবে;

(গ) পুরস্কারপ্রাপ্ত বন্ড ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বন্ডে অভিহিত মূল্য পুরস্কারের অর্থের সাথে প্রদান করা হয়;

(ঘ) 'ড্র' অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখ হতে দুই বছরের মধ্যে পুরস্কারেরটাকা দাবী করতে হয়;

(ঙ) পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থ হতে ২০% উৎসে কর কর্তন করে পুরস্কারের টাকা প্রদান করা হয়

জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের বিদ্যমান মুনাফার হার

ক্রমিক নম্বর	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	ক্রমিক ১-৯ এ বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ:		
				১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)		
১	৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৩৫%	৯.৩৫	৮.৫৪	৭.৭১
		২য় বছরান্তে	৯.৮০%	৯.৮০	৮.৯৫	৮.০৮
		৩য় বছরান্তে	১০.২৫%	১০.২৫	৯.৩৬	৮.৪৫
		৪র্থ বছরান্তে	১০.৭৫%	১০.৭৫	৯.৮২	৮.৮৬
		৫ম বছরান্তে	১১.২৮%	১১.২৮	১০.৩০	৯.৩০
২	৩-মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	১০.০০%	১০.০০	৯.০৬	৮.১৫
		২য় বছরান্তে	১০.৫০%	১০.৫০	৯.৫১	৮.৫৬
		৩য় বছরান্তে	১১.০৪%	১১.০৪	১০.০০	৯.০০
৩	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৭০%	৯.৭০	৮.৮৭	৮.০৪
		২য় বছরান্তে	১০.১৫%	১০.১৫	৯.২৮	৮.৪২
		৩য় বছরান্তে	১০.৬৫%	১০.৬৫	৯.৭৪	৮.৮৩
		৪র্থ বছরান্তে	১১.২০%	১১.২০	১০.২৪	৯.২৯
		৫ম বছরান্তে	১১.৭৬%	১১.৭৬	১০.৭৫	৯.৭৫
৪	পরিবার সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৫০%	৯.৫০	৮.৬৬	৭.৮৩
		২য় বছরান্তে	১০.০০%	১০.০০	৯.১১	৮.২৫
		৩য় বছরান্তে	১০.৫০%	১০.৫০	৯.৫৭	৮.৬৬
		৪র্থ বছরান্তে	১১.০০%	১১.০০	১০.০৩	৯.০৭
		৫ম বছরান্তে	১১.৫২%	১১.৫২	১০.৫০	৯.৫০
৫	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-সাধারণ হিসাব	-	৭.৫০%	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০
৬	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদী হিসাব	১ম বছরান্তে	১০.২০%	১০.২০	৯.৩১	৮.৪১
		২য় বছরান্তে	১০.৭০%	১০.৭০	৯.৭৭	৮.৮২
		৩য় বছরান্তে	১১.২৮%	১১.২৮	১০.৩০	৯.৩০

ক্রমিক নম্বর	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	ক্রমিক ১-৯ এ বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ:			
				১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে ৫০,০০,০০০	৫০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)			
৭	ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড	৬-মাস পর, কিন্তু ১২ মাসের পূর্বে	৮.৭০	৮.৭০	৭.৯৮	৭.২৫	৬.৫৩
		১২-মাস পর, কিন্তু ১৮ মাসের পূর্বে	৯.৪৫	৯.৪৫	৮.৬৬	৭.৮৮	৭.০৯
		১৮-মাস পর, কিন্তু ২৪ মাসের পূর্বে	১০.২০	১০.২০	৯.৩৫	৮.৫০	৭.৬৫
		২৪-মাস পর, কিন্তু ৬০ মাসের পূর্বে	১১.২০	১১.২০	১০.২৭	৯.৩৩	৮.৪০
		মেয়াদান্তে	১২.০০	১২.০০	১১.০০	১০.০০	৯.০০
৮	ইউ.এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	১ম বছরান্তে	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০
		২য় বছরান্তে	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০
		৩য় বছরান্তে	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০
৯	ইউ.এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	১ম বছরান্তে	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০
		২য় বছরান্তে	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.০০
		৩য় বছরান্তে	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০

শর্তাবলীঃ

(ক) এই আদেশ জারির পূর্বে ক্রয়কৃত সঞ্চয় স্কিম ক্রয়কালীন হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে এবং যেই মেয়াদের জন্য তাহা ইস্যু করা হইয়াছিল সেই মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত উক্ত হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে। তবে, পুনঃবিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুনঃবিনিয়োগের তারিখের মুনাফার হার প্রযোজ্য হইবে।

(খ) বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমের ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ বিবেচনাপূর্বক প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে।

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার কার্যকর হইবে।

(ঘ) এই আদেশ জারির পরে বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফা প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বের বিনিয়োগ বিবেচনায় নিয়ে প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে।

(ঙ) যৌথ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে মোট বিনিয়োগের উপর হিসাব করে প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে।

(চ) যৌথ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ পৃথকভাবে হিসাব করে প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে।

(ছ) সকল সঞ্চয় স্কিমের মুনাফা/সুদ সরল হারে প্রদেয় হইবে।

উৎসে কর কর্তনের মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের তথ্য (২০১৭ থেকে ২০২১ পর্যন্ত)

জাতীয় সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর অর্জিত মুনাফা হতে ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়। এর মাধ্যমে প্রতি অর্থবছরে সরকারের বিপুল রাজস্ব প্রাপ্তি হয়। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত সঞ্চয়পত্রের মুনাফা হতে উৎসে কর কর্তন বাবদ রাজস্ব প্রাপ্তির চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্র/নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	অর্থবছর	অর্থবছর	অর্থবছর	অর্থবছর	অর্থবছর
		২০২১-২২	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০১৮-২০১৯	২০১৭-২০১৮
১	প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র	২,৭৮৮,৮১৭.৫৮	৬০৭,২৬১.৩৫	৩৪৬,৩৭৭.৪৫	৩৯৮,৫৩৬.৫০	৪৬,০১৩,৮৭০.৭৫
২	৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	৩,৩৬৯,৯৬৩,১০৯.৯০	২,৭৮১,১২১,৬০৬.৭৮	৮৭১,৫২১,৯৩০.৮০	৪৭৬,২৪৫,০৬১.৫৮	৪৭১,৮৪৫,৯৩০.৪১
৩	৩-বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র	-	-	৩,৪৫৯,৯৬২.০০	-	৬১,৬৭২,৫৯১.৭৪
৪	বোনাস সঞ্চয়পত্র	-	-	১৪.০০	৬৬.০০	-
৫	৬-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	-	-	-	-	-
৬	পরিবার সঞ্চয়পত্র	১১,৯১৮,৯৯৬,৪৩৩.৪৭	১৫,০৯৭,৯১২,২৫৫.১৩	১১,৫৪৯,৩৬৮,২২৫.৮৪	৬,০৩৭,৯২১,০৬৫.২৯	৪,৭০৮,২৬৬,৫৪১.৫২
৭	৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	৬,৩০৬,৯০০,৪৮২.৩১	৭,৯১৮,৩৫২,৭১৬.০০	৫,৪১৮,০৯৭,৮০১.৫৬	২,৯৬২,৯০৫,৮৫১.৯৭	২,৬৫৭,৩২০,৩১৮.৪৭
৮	জামানত সঞ্চয়পত্র	১,৮০০.০০	-	১,৮০০.০০	১,৩৫০.০০	৪০,০০০.০০
৯	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	১০,০৫৯,৯৯১,৩৫৫.২১	৩,২৭২,২৭৯,৫৮৮.৯৪	১,৬২১,২১৪,১৪১.১৭	৯৮৫,৫৮১,০৯৭.৯২	৭৪৬,৯৮১,১৭৪.৯৫
১০	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-সাধারণ হিসাব	৯২২,৪৯৬,০৩৯.০০	১৫০,৮৮৯,৫০১.০০	১৪৪,২১৪,৪৮৯.০০	৪২৪,২৪৬,১৯৪.০০	৩০১,২৬৯,৫২৯.০০
১১	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদী হিসাব	৬,১৮২,৬৩৮,৩০৫.০০	৩,৬৯৭,২৫১,৪১৫.০০	২,৬০০,৮০৭,৯৮০.০০	১,৬৭২,১১৮,৯৭০.০০	১,১৫০,৭০১,৮৯২.০০
১২	বোনাস হিসাব	-	-	-	৯৯.০০	৪,৫০৭,০১১.০০
১৩	ডাক জীবন বীমা	২২৪,০০০.০০	-	-	-	-
১৪	বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড	৯,৫৫৮,০০০.০০	৭,৫০৭,০০০.০০	৯,২৩০,০০০.০০	১০,৫১০,৬০০.০০	২,৮৮৪,০০০.০০

১৫	ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড	-	-	-	-	-
১৬	৩-বছর মেয়াদী জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড	-	-	-	৫৭,৩৭৫.০০	৯৫,৬২৫.০০
১৭	ইউ. এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	-	-	-	-	-
১৮	ইউ. এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	-	-	-	-	-
১৯	বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	-	-	-	-	-
সর্বমোট =		৩৮৭৭,৩৫,৫৮,৩৪২.৪৭	৩৮৭৭,৩৫,৫৮,৩৪২.৪৭	২২,২১৮,২৬২,৭২১.৮২	১২,৫৬৯,৯৮৬,২৬৭.২৬	১০,১৫১,৫৯৮,৪৮৪.৮৪

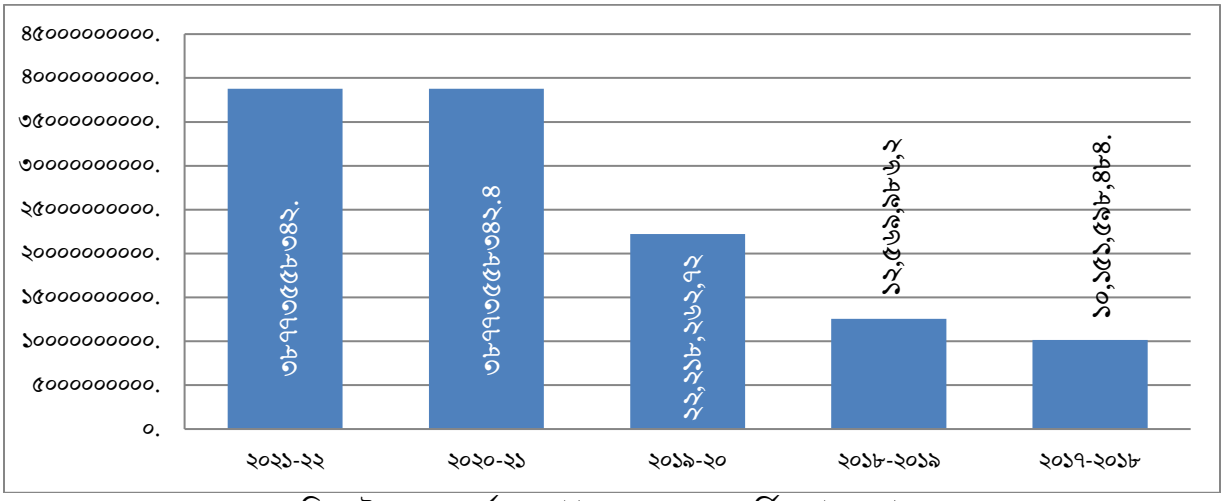

চিত্রঃ উৎসে কর কর্তনের মাধ্যমে ৫ বৎসরের অর্জিত রাজস্ব আয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০২১-এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট।এ জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য বলে সরকার মনে করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকেই জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর তা বাস্তবায়নে যথাযথ ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিবের সাথে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সাথে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম ও জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোছাঃ মাকছুদা খাতুন।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন ৭টি দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়নে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ৯৬.৫২ নম্বর পেয়ে ১ম স্থান অধিকার করেছে। উল্লেখ্য জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরেও ১ম স্থান অধিকার করে। তাছাড়া নিষ্ঠা, সততা ও দায়িত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোছা: মাকছুদা খাতুন ২০২১ – ২০২২ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কারে ভূষিত হন।

সিনিয়র সচিব জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম মহোদয়ের নিকট হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার সনদ গ্রহণ করছেন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোছা: মাকছুদা খাতুন।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে ৮টি জাতীয় সঞ্চয় বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। ৮টি জাতীয় সঞ্চয় বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালকগণের আওতাধীন স্ব স্ব জেলার কর্মকর্তাদের সাথে বার্ষিক ২০২২-২৩অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রবর্তিত সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির সকল নিয়ম অনুসরণ করে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর একটি জনবান্ধব সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ প্রণয়ন করেছে। এ সনদের মাধ্যমে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর হতে নাগরিকদের সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে। নাগরিকদের প্রতিশ্রুত সেবা প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে এ অধিদপ্তরে একটি হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া টেলিফোনে সেবা প্রদানের জন্য অধিদপ্তরের দু'জন কর্মকর্তা যথা: উপপরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন) ও উপপরিচালক (ব্যুরো ও পরিসংখ্যান) কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। যা অধিদপ্তরের তথ্য বাতায়নে প্রদর্শন করা আছে। প্রতিশ্রুত সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে জাতীয় সঞ্চয় স্কিম বিষয়ে আইন, বিধিমালা-নীতিমালা বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান, বিভিন্ন সঞ্চয় স্কিম ক্রয় ও নগদায়ন বিষয়ে তথ্য প্রদান, জাতীয় সঞ্চয় স্কিম বিষয়ে অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় করা, প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, সঞ্চয় স্কিম বিক্রয়কারী ব্যাংক ও ডাকঘরকে বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর কমিশন প্রদান, সঞ্চয় স্কিম সংশ্লিষ্ট পুস্তিকা, প্রচারপত্র, কুপন প্যাড, রেজিস্টার প্রভৃতি সরবরাহ ইত্যাদি।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নাগরিক সনদের মোটাদাগে চারটি উদ্দেশ্য রয়েছেঃ

প্রথমত: জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশার সাথে সংগতি রেখে সেবার মান নির্ধারণ এবং তাদের মতামত নিয়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত তা পুনঃনির্ধারণ, যাতে করে অব্যহতভাবে সেবার মানোন্নয়ন এবং সেবাকে জনবান্ধব করা সম্ভবপর হয়।

দ্বিতীয়ত: জনগণকে তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা যাতে করে তারা সেবা প্রদানকারীদের কাছে সেসব অধিকার দাবি করতে পারে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে (যেমন, অভিযোগ নিস্পত্তির ব্যবস্থা) সেবা প্রদানকারীদের সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

তৃতীয়ত: সেবা প্রদানকারীদের সামর্থ্য বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উদ্যোগের (যেমন, হেল্পডেস্ক প্রতিষ্ঠা) মাধ্যমে তাদের আচরণের উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানে এক ধরণের সৌজন্যতার সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো।

চতুর্থত: সেবার মানোন্নয়ন, জনগনের অংশগ্রহণ, অভিযোগ নিস্পত্তি প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন।

জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের ২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে সঞ্চয় আহরণের সংশোধিত মোট লক্ষ্যমাত্রা ১২৪,৬৪৭.৫০ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট অর্জন ১০৮,০৭০.৫৩ কোটি টাকা; যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৮৬.৭০ শতাংশ ।

অনুরূপভাবে উক্ত অর্থবছরে সঞ্চয় আহরণে সংশোধিত নীট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩২০০০.০০ কোটি টাকা যার বিপরীতে নীট অর্জন ১৯,৯১৫.৭৫ কোটি টাকা; যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৬২.২৪ শতাংশ।

২০২১-২২ অর্থ বছর এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন				
	জমা	মূল পরিশোধ	মুনাফা পরিশোধ	নীট
লক্ষ্যমাত্রা	১২৪,৬৪৭.৫০	৯২,৬৪৭.৫০	৩৮,০০০.০০	৩২০০০.০০
অর্জন	১০৮,০৭০.৫৩	৮৮,১৫৪.৭৮	৪০,০০২.৬৯	১৯,৯১৫.৭৫
শতকরা হার	৮৬.৭০%	৯৫.১৫%	১০৫.২৭%	৬২.২৪%

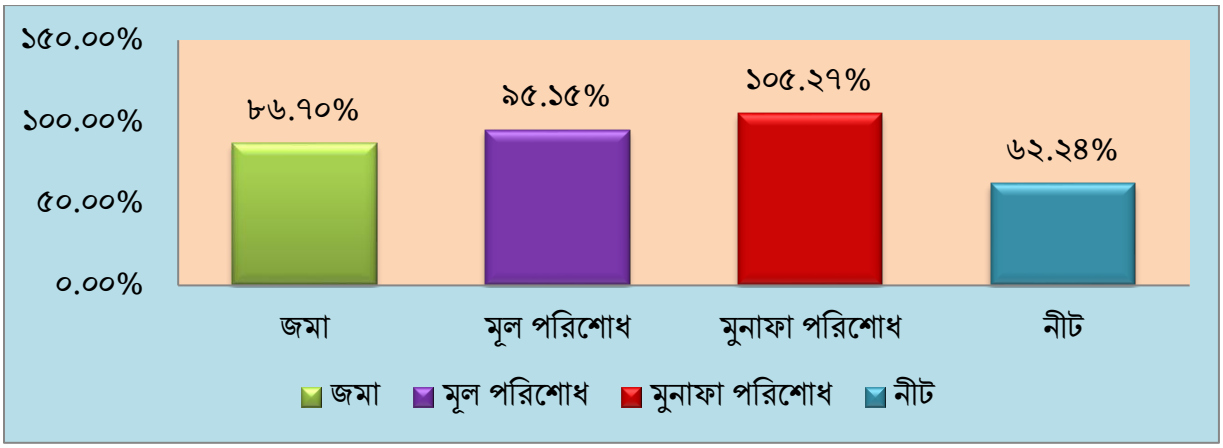

জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমাণের লক্ষ্যে এবং সঞ্চয়পত্র সংক্রান্ত যাবতীয় লেনদেন কার্যক্রম সঠিক, সুন্দর ও নির্ভুলভাবে পরিচালনা করার জন্য জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর অর্থবিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি'র সহযোগিতায় জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নামে একটি ওয়েব ভিত্তিক সফটওয়্যার চালু করেছে। এ সিস্টেম গ্রাহককে স্বল্পতম সময়ে সঞ্চয়পত্র ক্রয় ও নগদায়ন সুবিধা প্রদান করে। মেয়াদপূর্তীর পূর্বে সঞ্চয়পত্র নগদায়ন ছাড়া গ্রাহককে সঞ্চয়পত্রের মুনাফা ও মূল অর্থ গ্রহণের জন্য মাসিক/ত্রৈমাসিক/মেয়াদান্তে এখন আর ইস্যু অফিসে আসতে হয়না। মুনাফা ও আসল অর্থ Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN) এর মাধ্যমে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে জমা হয়। জমাকৃত অর্থের তথ্য গ্রাহকের মোবাইল ফোনেএস এম এস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়। গ্রাহকদের সুবিধার্থে সফটওয়্যারটিতে সঞ্চয়পত্র scrip-less করা হয়েছে। এছাড়া গত ০১-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (ক) সাধারণ হিসাব (খ) মেয়াদী হিসাব এ সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। এতে গ্রাহকের সময় ও অর্থ দুটোই সাশ্রয় হচ্ছে।

সঞ্চয় অ্যাপ

সঞ্চয় অ্যাপ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত বিভিন্ন সঞ্চয় স্কিমের মূলত একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য সমৃদ্ধমূলক অ্যাপ। এ অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে খুব সহজে ঘরে বসে মোবাইলের মাধ্যমে সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানা যাবে। এ অ্যাপে নিম্নোক্ত ১০টি মেনু রয়েছে এবং মেনুর অধীনে বিভিন্ন সাব-মেনু রয়েছে।

সঞ্চয় অ্যাপের বর্ণনাঃ

১) ভূমিকাঃ সঞ্চয় অ্যাপের প্রথম মেনু ভূমিকায় জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ইতিহাস, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

২) জাতীয় সঞ্চয় স্কিমঃ অ্যাপের ২য় মেনুতে জাতীয় সঞ্চয়ের ১১টি স্কিম সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি রয়েছে। এ মেনু থেকে প্রতিটি সঞ্চয় স্কিমের মুনাফার হার, মূল্যমান, বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা, মেয়াদ, কারা বিনিয়োগ করতে পারবেন ইত্যাদি সর্ম্পকে ধারণা নেয়া যাবে।

১) **যোগাযোগের ঠিকানাঃ** সঞ্চয় অ্যাপে যোগাযোগের ঠিকানা নামক মেনুতে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, বিশেষ সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ডাক অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যালয়সমূহের ঠিকানা, ফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।

২) **কোথায় পাওয়া যায়ঃ** সঞ্চয় অ্যাপের ৪র্থ মেনুতে বিদ্যমান সঞ্চয় স্কিমসমূহ যে সকল অফিসে বিনিয়োগ করা যায় অর্থাৎ সঞ্চয়পত্র যে সকল অফিস থেকে ক্রয় করা যায় -সে সকল অফিসের নাম দেয়া আছে।

৩) **আবেদন পদ্ধতিঃ** বিভিন্ন সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগের জন্য কিভাবে আবেদন করতে হবে, আবেদন পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের বিবরণ এ মেনুতে দেয়া আছে।

৪) **বিধিমালা/নীতিমালাঃ** জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের বিভিন্ন সঞ্চয় স্কিম ভিন্ন ভিন্ন বিধিমালা/নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়। এ মেনুতে এ সকল বিধিমালা/নীতিমালা সংযোজন করা হয়েছে এবং সহজেই সঞ্চয় স্কিমের জন্য প্রযোজ্য সকল বিধিমালা/ নীতিমালা ডাউনলোড করে দেখার সুযোগ রাখা হয়েছে।

৫) **বিবিধঃ** উপরে উল্লিখিত মেনুতে সন্নিবেশিত তথ্যসমূহের বাইরে বিবিধ বিষয়ে তথ্যাদি এ মেনুতে সন্নিবেশ করা হয়েছে। যেমনঃ সঞ্চয়পত্র হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে অথবা অন্য কোনভাবে নষ্ট হলে কিভাবে ডুপ্লিকেট সঞ্চয়পত্র পাওয়া যায়, ক্রেতা মারা গেলে সঞ্চয়পত্র নগদায়নের পদ্ধতি, কিভাবে জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া যায়, কিভাবে টিআইএন সংগ্রহ করা যায়-এর বিস্তারিত বিবরন।

৬) **ডাউনলোডঃ** এ মেনু থেকে প্রাইজ বন্ড 'ড্র' এর ফলাফল জানা যাবে। তাছাড়া সকল ধরনের সঞ্চয়পত্র ও সঞ্চয় বন্ড ক্রয়ের আবেদন ফরম ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যাবে।

৭) **মুনাফা ক্যালকুলেটরঃ** মুনাফা ক্যালকুলেটর এ অ্যাপের একটি আকর্ষণীয় দিক। এ মেনু ব্যবহার করে কোন সঞ্চয় স্কিমে কত বিনিয়োগ করলে কত সময় পরে কি পরিমাণ মুনাফা পাওয়া যাবে, কি পরিমাণ উৎসে আয়কর কর্তন হবে, নীট মুনাফা কত হবে ইত্যাদি জানা যাবে।

৮) **সচরাচর জিজ্ঞাসাঃ** সঞ্চয়ের বিভিন্ন স্কিম সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে নানা প্রশ্নের উদয় হয়।সচরাচর যে সকল প্রশ্নের উদয় হয়, সঞ্চয় অধিদপ্তরের অভিজ্ঞতার আলোকে সে রকম প্রায় ১২৬টি প্রশ্নের উত্তর এ মেনুতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

তথ্য বাতায়ন কার্যক্রম হালনাগাদকরণ

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংযুক্ত অধিদপ্তর। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রধান কাজ হলো গ্রাহক ভিত্তিক সেবা দিয়ে স্বল্প আয়ের মানুষের হাত শক্তিশালী করে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে নিয়ে আসা, পাশাপাশি দেশের রাজস্ব ঘাটতি বাজেটে অর্থায়ন করা। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতাধীন ৮টি বিভাগীয় অফিস, ৬৪টি জেলা সঞ্চয় অফিস, ১১টি বিশেষ সঞ্চয় ব্যুরো রয়েছে। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর এর উদ্দেশ্য সফল করতে ও এর অধিনস্ত দপ্তরসমূহে দাপ্তরিক তথ্য প্রবাহ সচল রাখার জন্য www.nationalsavings. gov.bd নামে একটি তথ্য বাতায়ন রয়েছে।জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের তথ্য বাতায়নে আমাদের বিষয়, বিদ্যমান স্কিমসমূহ, যোগাযোগ, আইন-বিধি, সংবাদ ও প্রকাশনা, ফটোগ্যালারী, ডাউনলোড নামে ৭টি মেনু রয়েছে। প্রতিটি মেনুর অধীনে সাব মেনু রয়েছে। তথ্য বাতায়নের সেবা বক্স এ মুজিব বর্ষ কর্নার, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, উদ্ভাবনী কার্যক্রম, আইন ও প্রকাশনা, বার্ষিককর্মসম্পাদন চুক্তি,অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, আমাদের দপ্তর, তথ্য অধিকার, বাজেট ও প্রকল্প, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার), আইসিটি কর্নার, ফোকাল পয়েন্ট ও অন্যান্য, বিজ্ঞপ্তি/আদেশ/পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন কার্যক্রম নামে ১৪টি সেবা বক্স রয়েছে। প্রতিটি সেবা বক্সএর অধীন ৪টি করে কন্টেন্ট রয়েছে। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর দাপ্তরিক তথ্য প্রবাহ সচল রাখতে তথ্য বাতায়নের মেনু ও সেবা বক্সসমূহের কন্টেন্ট গুলোতে নতুন নতুন তথ্য সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করে থাকে। এছাড়া বদলী, পেনশন, পি.আর, এল, শোকবার্তা, নোটিশ, অনাপত্তি, কোটেশন আহবান বিজ্ঞপ্তীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তথ্যবাতায়নের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়। সেবা বক্সের ডান পার্শ্বে সাইট মেনুতে মহাপরিচালক মহোদয়ের বিস্তারিত প্রোফাইল, অভ্যন্তরীণ সেবা বক্স, গুরুত্বপূর্ণ লিংক, গুরুত্বপূর্ণ টোল এবং জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন রয়েছে। সাইট মেনুর অভ্যন্তরীণ সেবা বক্স এ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত ডিজিটাল পদ্ধতিতে খুব সহজে ঘরে বসে মোবাইলের মাধ্যমে সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানার একমাত্র সঞ্চয় অ্যাপসের লিংক সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া সাইট মেনুর গুরুত্বপূর্ণ লিংক, গুরুত্বপূর্ণ টোল এবং জনসচেতনমূলক বিজ্ঞাপন প্রচার কার্যক্রমচলমান রয়েছে।

উদ্বুদ্ধকরণ র্কাযক্রমঃ

- ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রিন্ট মিডিয়ায় ২৯টি বিজ্ঞাপন প্রচার;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে সঞ্চয় স্কিম সম্পর্কিত লিফলেট-২৩০০০ পিস, পোস্টার-২০৩০ পিস, সঞ্চয়ের শ্লোগান সম্বলিত ব্যাগ/ফোল্ডার-২৩০ পিস, মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মুজিব বর্ষের লোগো ও সঞ্চয়ের শ্লোগান সম্বলিত নোট প্যাড-১৫৫০ পিস, সঞ্চয়ের শ্লোগান সম্বলিত স্মরণিকা-৫৮০ পিসসহ বিভিন্ন রকমের প্রচারপত্র মূদ্রণ ও বিতরণ;
- সঞ্চয় অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২১ প্রকাশ ১০০০ পিস;
- সঞ্চয় সম্পর্কিত স্লোগান মোবাইল ফোনে ২৪০০০টি ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ।
- জেলা পর্যায় সঞ্চয় সপ্তাহ পালন

  “সঞ্চয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রতীক” এ বিষয়টি সামনে রেখে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষে ২২-২৮ মে, ২০২২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত দেশব্যাপী ৭ (সাত) দিন স্বাস্থ্যবিধি মেনে সঞ্চয় অভিযান ২০২২ পালিত হয়। সঞ্চয় অভিযান ২০২২ চলাকালীন জাতীয় সঞ্চয় অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও সঞ্চয়ের উপকারিতা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হয়।

২০২২ সালে বিভিন্ন জেলায় সঞ্চয় অভিযান পরিচালনা ও মেলা সম্পর্কিত ছবি

জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো, ঢাকার সঞ্চয় অভিযান কার্যক্রম।

জেলা সঞ্চয় অফিস, নারায়ণগঞ্জ এর সঞ্চয় অভিযান-২০২২ উপলক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম

ইনোভেশন কার্যক্রম:

- জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর ফলে বিনিয়োগকারীগণের জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে অনলাইন হতে উৎসে কর কর্তনের সনদপত্র প্রদান করা যাচ্ছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, ডাকঘর, সঞ্চয় ব্যুরো এক ধারায় সঞ্চয়পত্র লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনার জন্যজাতীয়সঞ্চয়স্কিমঅনলাইনম্যানেজমেন্টসিস্টেমসফটওয়্যার চালু করা হয়েছে;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে খুব সহজে ঘরে বসে মোবাইলের মাধ্যমে সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানার জন্য সঞ্চয় অ্যাপচালু করা হয়েছে;
- প্রধান কার্যালয় ও এর অধীনস্থ সকল অফিসে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে;
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি গ্রুপ মেইল চালু করা হয়েছে;
- সঞ্চয় ব্যুরোগুলোর পুরাতন সঞ্চয়পত্রের লেনদেন কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য ই-সেভিংস সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে;
- উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ের জনগণ বিশেষত: স্বল্প আয়ের মহিলাদেরকে সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়;
- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেউদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়;
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে;
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের নামে একটি ফেইসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে;
- মুনাফা ও আসল অর্থ Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN)এর মাধ্যমে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে জমা হয়;
- জমাকৃত অর্থের তথ্য গ্রাহকের মোবাইল ফোনেএস এম এস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়;
- সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতির মাধ্যমে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র প্রদান করা হয়।

“সঞ্চয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রতীক”

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গত ৩০ মার্চ ২০২২খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) কর্তৃক আয়োজিত ১ম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম।

<table>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td>উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিনিয়র সচিব মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা</td><td>উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সভাপতি এবং কোর্স পরিচালক</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান</td><td>প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান</td></tr>
</table>

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত ১ম বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে মাসব্যাপি ২৫ (পচিশ) জন কর্মকর্তা অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক কর্মকর্তাকে সাফল্যজনকভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করায় বিয়াম কর্তৃক সনদ প্রদান করেন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ১৮টি, শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২টি এবং উদ্ভাবনীকর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ১২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে মহাপরিচালক

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের পরিচালক (নীতি, অডিট ও আইন)

কমিশনের হার যৌক্তিকীকরণ ও সরকারের ব্যয় সাশ্রয়

সঞ্চয়পত্রের লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিদ্যমান কমিশন হার পুনঃনির্ধারণ:

বর্তমানে বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের প্রায় ১,৩০৭টি শাখা এবং ডাক অধিদপ্তরের প্রায় ১,৫০০টি শাখা অফিস জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের অংশীজন হিসেবে কমিশনের বিনিময়ে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর প্রবর্তিত ১১টি জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাতীয় সঞ্চয় স্কিম বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ব্যাংক ও ডাকঘরকে ০.৫০% হারে কমিশন প্রদান করে। গত ১ জুলাই' ২০১৯ খ্রিঃ তারিখেঅটোমেশন প্রবর্তন করায়সঞ্চয়স্কিমের লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনায় পূর্বের তুলনায় কম জনবল ও কম শ্রম ঘন্টা ব্যয় করতে হচ্ছে। তৎপ্রেক্ষিতে ১৬-০৯-২০২১ খ্রিঃ তারিখ হতে সঞ্চয়স্কিম বিক্রয়ের উপর প্রদত্ত কমিশন ০.৫০% হতে হ্রাস করে ০.০৫% অথবা প্রতিটি নিবন্ধনের বিপরীতে অনধিক ৫০০(পাচঁশত) টাকা;এদু'টির মধ্যে যেটি কম তা যৌক্তিকভাবে পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে কমিশন খাতে প্রতি বছর সরকারের বিপুল অর্থ সাশ্রয় হবে। উদাহরণস্বরূপ, গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,০২,৭৪৭ কোটি টাকার সঞ্চয়স্কিম বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,১২,১৮৮.২৪ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে। যেখানে ব্যাংকের অবদান ৭৪,০৩৭.২৮ কোটি টাকা এবং ডাকঘরের অবদান ২৭,৯৯৫.৯৯ কোটি টাকা। এজন্য ব্যাংক ও ডাকঘরকে (কমিশন এজেন্ট) কমিশন বাবদ ২৮২.৩২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সঞ্চয়স্কিমসমূহ বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১,২৪,৬৪৭.৫০ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন হয়েছে ১০৮,০৭০.৫৩ কোটি টাকা। সেখানে ব্যাংকের অবদান ৮২,১৫০.৭৭ কোটি টাকা এবং ডাকঘরের অবদান ১৩,২০৫.৯০ কোটি টাকা। যা পূর্বের ০.৫০% হারে কমিশন বাবদ ৪৭৬.৭৮ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হত। তবে কমিশনের হার পুন: নির্ধারণ (০.০৫%) করায় এ খাতে সম্ভাব্য ব্যয় হবে ১২৩.৬৭ কোটি টাকা। সুতরাং কমিশন খাতে সাশ্রয় ৩৫৩.১১ কোটি টাকা।

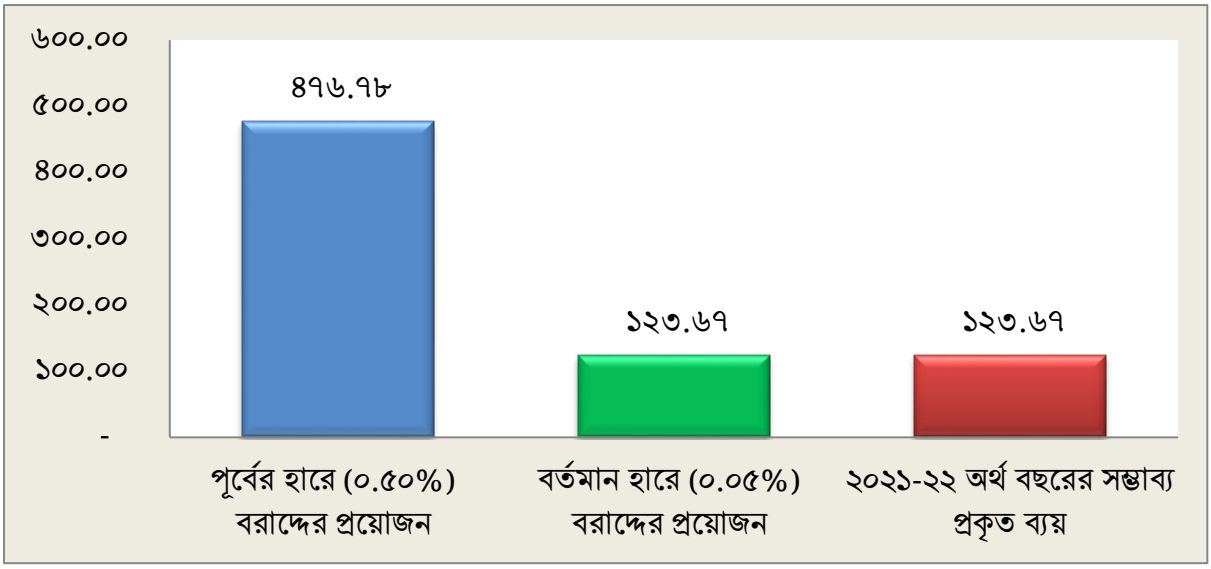

চিত্রঃ সঞ্চয়পত্র বিক্রয় খাতে কমিশনের হার হ্রাস করায় ব্যয় সাশ্রয়

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' এ প্রক্ষেপিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি অর্জনের এজেন্ডা হিসেবে সরকার ৪টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম পরিকল্পনা এবং পূর্বের ধারাবাহিকতায় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) প্রণয়ন করেছে। ৮ম পরিকল্পনায় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা চিহ্নিত করা হয়েছে। সে মোতাবেক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ভূমিকা রয়েছে। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ভূমিকার মধ্যে রয়েছে জাতীয় সঞ্চয় প্রচেষ্টা বজায় রাখা যা পরিকল্পনার তৃতীয় অধ্যায় এর ৩.২.৩ এ বর্ণিত রয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশ জিডিপি'র তুলনায় একটি সম্মানজনক জাতীয় সঞ্চয় হার বজায় রেখে আসছে। ২০১৯ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় হারের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র ২৯.৫ শতাংশ। এই উচ্চ জাতীয় সঞ্চয় হারের প্রাথমিক উৎস হলো উচ্চ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়। এছাড়া ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গড়ে জিডিপি'র ৫.৭ শতাংশ হারে বৈদেশিক শ্রমিকদের মাধ্যমে আগত রেমিট্যান্স প্রবাহের ফলে জাতীয় সঞ্চয় আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রক্ষেপিত বিনিয়োগের অর্থায়নের সিংহভাগই আসবে জাতীয় সঞ্চয় থেকে, যা ২০১৯ অর্থবছরে সিডিপি'র ২৯.৫ শতাংশ হতে ২০২৫ অর্থবছরে ৩৪.৪ শতাংশে পৌছাবে। তারপরেও ২০১৯ অর্থবছর হতে ২০২৫ অর্থ-বছরের মধ্যে জাতীয় সঞ্চয়ের হার ৪.৯ শতাংশ বৃদ্ধি করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়াবে।

৩.৫.৩ এ বর্ণিত : প্রথমত দেশজ সঞ্চয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক সঞ্চয়কে গতিশীল করতে হবে।

৫.২.১ এ বর্ণিত: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ২০২১ অর্থবছর মূল্যে (পরিকল্পনার প্রথম বছর) ৬৩.৬ ট্রিলিয়ন টাকা। অতীতের মতো, জাতীয় সঞ্চয়ের আকারে স্থানীয় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (৯৪.৯%) অর্থায়নে প্রভাবশালী ভুমিকা পালন করবে। ৮ম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনার মোট আর্থিক প্রয়োজনীয়তার বাকী ৫.১% যোগান দেওয়া হবে বৈদেশিক সঞ্চয় থেকে।

"সঞ্চয়ের অভ্যাস করি; সুখের সংসার গড়ি; জাতিকে সমৃদ্ধ করি।

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System), সংক্ষেপে জিআরএস (GRS), মূলত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরকর্তৃক প্রদানকৃত সেবা নিশ্চিতকরণের একটি প্ল্যাটফর্ম। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ও এই প্লাটফর্ম ব্যবহার করে থাকে। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে অভিযোগ প্রতকিার ব্যবস্থাপনা সেবা বক্সের অধীন অভিযোগ দাখিল কন্টেন্ট এ এর লিংক দেওয়া আছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট (www.grs.gov.bd)-এর মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করা যায়। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (ইমেইল, ই-ফাইল অথবা কল সেন্টারের মাধ্যমে) অথবা প্রচলিত পদ্ধতিতে (সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাকযোগে) অভিযোগ দাখিল করা যাবে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলে দাখিলযোগ্য অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে সচিবালয়ের গেটে অবস্থিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্রে দাখিল করা যায়। অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরম (সংযোজনী 'খ-১') ব্যবহার করতে হয়।

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ভুমিকা নিম্নরূপঃ

- অনিক ও আপিল কর্মকর্তাঃ

  সেবা-সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা প্রতিকারের জন্য জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনিক কর্মকর্তা রয়েছে। অনিক কর্মকর্তা হলেন পরিচালক (নীতি) এবং আপিল কর্মকর্তা অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ।

- ওয়েবসাইটে প্রকাশঃ

সেবা গ্রহণে বঞ্চিত অভিযোগকারী যাতে খুব সহজে সেবা-সংক্রান্ত অভিযোগ সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে পারে সে জন্য অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতকিার ব্যবস্থাপনা সেবা বক্সের অধীন অনিক ও আপিল কর্মকর্তা কন্টেন্ট এ প্রকাশ করা হয়েছে।

- অভিযোগ গ্রহণঃ

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনিক কর্মকর্তা রয়েছে। (GRS) প্ল্যাটফর্ম, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট (www.grs.gov.bd), ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (ইমেইল, ই-ফাইল অথবা কল সেন্টারের মাধ্যমে) অথবা প্রচলিত পদ্ধতিতে (সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাকযোগে) দাখিলকৃত অভিযোগ গ্রহণ করা হয়।

- অভিযোগ নিষ্পত্তিঃ

  অনিক কর্মকর্তা প্রথমে অভিযোগের ধরণ বাছাই করেন। অভিযোগের ধরণ অনুযায়ী ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (ইমেইল, ই-ফাইল অথবা ফোনে) অথবা প্রচলিত পদ্ধতিতে (সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত করে অথবা ডাকযোগে) অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়।

"সুদিনের সঞ্চয়-দুর্দিনের সহায়"

- প্রশিক্ষণঃ

  অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা সঠিক বাস্তবায়ণে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার উপর ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

জাতিসংঘ ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা ঘোষনা করেছে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা SDG নামে পরিচিত। SDG-এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল । এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। SDG তে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

এন.এসডির প্রতিশ্রুতি	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রতিশ্রুতি/লক্ষ্য অর্জনে বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	অংশিকভাবে মনোনিবেশ করা হয়েছে/ সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা হয়নি এমন ক্ষেত্রসমূহ	সুপারিশ/পরামর্শ
বাজেট ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ (সঞ্চয়)আহরণ দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা; সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণী, শারিরীক প্রতিবন্ধী, ওয়েজ আর্নারসহ অনিবাসি বাংলাদেশী নাগরিক, স্বল্প আয়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, অবসর প্রাপ্ত সরকারি চাকুরীজিবী ,বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক প্রমুখ এর জন্য আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি।	লক্ষ্য ১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা ১৭.১ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আর্ন্তজাতিক সহায়তা প্রদানসহ অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে কর ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার করা।; ১৭.১.১: উৎস অনুযায়ী জিডিপির তুলনায় মোট সরকারি রাজস্বের অনুপাত ১৭.১.২: অভ্যন্তরীণ করের অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত	সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সেবা বৃদ্ধি করা এবং সঞ্চয় স্কিমের লেনদেন কাযক্রম স্বচ্ছ ও জবাবদিহী মূলক - জাতীয় সঞ্চয় স্কিম ডিজিটেলাজেশন/অটোমেশন করার জন্য একটি সফটওয়ার প্রস্তুত করা - সঞ্চয়পত্র পেপারলেস করা হয়েছে;	১. সকল উপজেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপন ও সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ; ২. জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন; ৩. জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সমস্ত মাঠ অফিসের জন্য নিজস্ব অফিস বিল্ডিং স্থাপন; ৪. বিদ্যমান সেটআপ বাড়িয়ে যুক্তিযুক্ত করণ;	জরুরি ভিত্তিতে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জ

১। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কলেবর বৃদ্ধিতে নতুন স্কিম চালু করা।

২। আরো বেশী প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণের নিকট জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সেবা পৌছানো।

৩। জাতীয় সঞ্চয় আইন প্রণয়ন।

৪। সাংগঠনিক অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা;

৫। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন বিভাগ ও জেলা সঞ্চয় ব্যুরোর নিজস্ব ভবণ স্থাপন;

৬। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল;

৭। জাতীয় সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে বিদ্যমান বিধিমালার কিছু কিছু বিধির সাথে অসামঞ্জস্যতা;

৮। অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে সঞ্চয়স্কিম পরিচালনার জন্য নিজস্ব ডাটা সেন্টার ও সার্ভার স্থাপন;

৯। ডেডিকেটেড ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন;

১০। নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠা;

১১। পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম জোরদার;

১২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয়স্কিম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি;

১৩। ইননোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

১৪। সঞ্চয় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বদলি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন।

“সঞ্চয়ের অভ্যাস করি; সুখের সংসার গড়ি; জাতিকে সমৃদ্ধ করি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কলেবর বৃদ্ধিতে নতুন স্কিম চালু করা।

২। আরো বেশী প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণের নিকট জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সেবা পৌছানো।

৩। জাতীয় সঞ্চয় আইন প্রণয়ন।

৪। সাংগঠনিক অবকাঠামোর সম্প্রসারণ;

৫। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন বিভাগ ও জেলা সঞ্চয় ব্যুরোর নিজস্ব ভবন স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ;

৬। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরী করার জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;

৭। জাতীয় সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বিদ্যমান বিধিমালার কিছু কিছু বিধির সাথে সামঞ্জস্যতা বিধানে বিধিমালা সংশোধন;

৮। অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে সঞ্চয়স্কিম পরিচালনার জন্য নিজস্ব ডাটা সেন্টার ও সার্ভার স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ;

৯। ডেডিকেটেড ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করণ;

১০। প্রয়োজনীয় প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ;

১১। নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ;

১২। পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জোরদার করণ;

১৩। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয়স্কিমে সম্পর্কে অবগত করার জন্য প্রচার কার্যক্রম জোরদার করণ;

১৪। ইননোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ;

১৫। সঞ্চয় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বদলি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন।

বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন

সঞ্চয়পত্র বিধিমালা ১৯৭৭ (সংশোধিত ২০১৫ পর্যন্ত) অনুযায়ী সঞ্চয়পত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের বিধি সংশোধন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ).৩৪

তারিখ: ১০ শ্রাবণ ১৪২৯ / ২৫ জুলাই ২০২২

প্রজ্ঞাপন

সঞ্চয়পত্র বিধিমালা, ১৯৭৭ (সংশোধিত-২০১৫) এর বিধি-৫(৫), বিধি-৫(৬) ও বিধি-৫(৭) নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হলো:

ক্রম	সঞ্চয়পত্র বিধিমালা ১৯৭৭ (সংশোধিত-২০১৫)	ফান্ডের ধরণ	বিনিয়োগের শর্ত	বিনিয়োগের উর্ধসীমা (টাকা)	সঞ্চয়পত্রের ধরণ
১.	বিধি ৫(৫)	(ক) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২য় খন্ডের ৪৯ এর ২ ধারা অনুযায়ী স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল	(ক) The Income Tax Rules 1984 (Part-II) এর বিধি ৪৯(২) অনুযায়ী ফান্ডটি সংজ্ঞায়িত হতে হবে এবং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর The First Schedule, Part B অনুযায়ী আয়কর কমিশনার কর্তৃক ফান্ডটি স্বীকৃত হতে হবে। (খ) নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও ভবিষ্য তহবিলের নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী থাকতে হবে।	ভবিষ্য তহবিলে মোট স্থিতির ৫০%, তবে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা।	৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র এবং ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র
		(খ) প্রভিডেন্ড ফান্ড এ্যাক্ট, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নম্বর আইন) অনুযায়ী কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড (এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড)	(ক) প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফান্ড সংরক্ষণ বিষয়ে সরকারি গেজেট থাকতে হবে। (খ) নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও ভবিষ্য তহবিলের নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী থাকতে হবে।		
২.	বিধি ৫(৬)	ফার্মের আয়	উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত অর্জিত আয়।	২ (দুই) কোটি টাকা	
৩.	বিধি ৫(৭)	(ক) অটিস্টিক সহায়ক প্রতিষ্ঠান (খ) দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের নিবন্ধিত আশ্রয় প্রতিষ্ঠান (অনাথ আশ্রম, শিশু পরিবার, এতিমখানা ইত্যাদি) (গ) প্রবীণদের জন্য নিবন্ধিত আশ্রয় কেন্দ্র	(ক) সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা অফিস কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে। (খ) প্রতিষ্ঠানের নামে TIN থাকতে হবে। (গ) বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফা অটিস্টিক/দুঃস্থ/অনাথ শিশু/প্রবীণদের সহায়তায় ব্যবহৃত হবে।	৫ (পাঁচ) কোটি টাকা	

চলমান পাতা-২

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
(দীপক কুমার বিশ্বাস)
উপসচিব

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ).৩৪/১(২৩)

তারিখ: ১০ শ্রাবণ ১৪২৯ / ২৫ জুলাই ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। প্রকল্প পরিচালক, Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৯। টিম লিডার (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা)/তথ্য প্রধানকারী কর্মকর্তা/ অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১০। সিনিয়র সচিব এর একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
১১। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা {তাকে পরবর্তী গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণপূর্বক উক্ত গেজেটের ১০০০ (এক হাজার) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল}।
১২। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৪। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৫। যুগ্মসচিব (সঞ্চয়) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৬। অফিস কপি/গার্ড ফাইল/মাস্টার কপি।

২৫/০৭/২০২২
(দীপক কুমার বিশ্বাস)
উপসচিব

ইউ এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও ইউ এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এ বিনিয়োগের শ্রেণিসীমা ও মুনাফার হার পুনঃনির্ধারণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০১৭.১৬.

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৮ / ০৪ এপ্রিল ২০২২

প্রজ্ঞাপন

The U.S. Dollar Premium Bond Rules, 2002 (Amended upto 30 June 2012) এবং U.S. Dollar Investment Bond Rules, 2002 (Amended upto 30 June 2012) অনুযায়ী নিম্নোক্ত দু'টি বন্ডে বিনিয়োগের শ্রেণিসীমা ও মুনাফার হার নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হইলঃ

ক্রম	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ	বিদ্যমান মুনাফার হার (%)	ইউএস ডলার (US$) ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) পর্যন্ত	ইউএস ডলার (US$) ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) হতে ৫,০০,০০০/- (পাঁচলক্ষ) পর্যন্ত	ইউএস ডলার (US$) ৫,০০,০০১/- (পাঁচলক্ষ এক) হতে তদূর্দ্ধ
০১।	ইউ এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	১ম বছরান্তে	৬.৫০	৪.৫০	৩.৫০	২.৫০
		২য় বছরান্তে	৭.০০	৫.০০	৪.০০	৩.০০
		৩য় বছরান্তে	৭.৫০	৫.৫০	৪.৫০	৩.৫০
০২।	ইউ এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	১ম বছরান্তে	৫.৫০	৪.০০	৩.০০	২.০০
		২য় বছরান্তে	৬.০০	৪.৫০	৩.৫০	২.৫০
		৩য় বছরান্তে	৬.৫০	৫.০০	৪.০০	৩.০০

- বর্ণিত সঞ্চয় স্কিম দুটির নতুন স্ল্যাব ইউএস ডলার (US$) এ হবে এবং স্কিম দুটির ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা থাকবে না;
- নতুন স্ল্যাবভিত্তিক মুনাফা প্রদানের ক্ষেত্রে বর্ণিত স্কিম দুটির পূর্বের বিনিয়োগ হিসাবায়ন হবে। তবে নতুন স্ল্যাব চালুর পূর্বে ইস্যুকৃত সঞ্চয় স্কিম দুটির মুনাফার হার ক্রয়কালীন বিদ্যমান হারে প্রযোজ্য হবে;
- বর্ণিত স্কিম দুটির বিনিয়োগের পরিমাণ অন্যান্য সকল সঞ্চয়স্কিম হতে আলাদা হিসাবায়ন হবে; এবং
- স্কিম দুটির লেনদেন সংক্রান্ত সকল রিপোর্ট-রিটার্ণ ইউএস ডলার (US$) এর পাশাপাশি বাংলাদেশী মুদ্রায় (BDT) পাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বা:-

(দীপক কুমার বিশ্বাস)
উপসচিব

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০১৭.১৬. ১২/১ (১৫)

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৮ / ০৪ এপ্রিল ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

চলমান পাতা-২

৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৪। সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ/ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।

৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।

৭। মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৮। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা {তাকে পরবর্তী গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণপূর্বক উক্ত গেজেটের ১০০০ (এক হাজার) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল}।

১০। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

১১। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

১২। যুগ্মসচিব (সঞ্চয়) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

দীপক ৪/৪/২২

(দীপক কুমার বিশ্বাস)
উপসচিব

D:\Jahid Saving\Saving and Stamps\Notification (2).docx

সঞ্চয়স্কিমসমূহের মুনাফার হার পুন:নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ). ৪৭

তারিখ: ০৬ আশ্বিন ১৪২৮ / ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রজ্ঞাপন

জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের মুনাফার হার নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হইল:

ছক-১:

ক্রমিক নম্বর	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	ক্রমিক ১-৯ এ বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ:		
				১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)		
১।	৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৩৫%	৯.৩৫	৮.৫৪	৭.৭১
		২য় বছরান্তে	৯.৮০%	৯.৮০	৮.৯৫	৮.০৮
		৩য় বছরান্তে	১০.২৫%	১০.২৫	৯.৩৬	৮.৪৫
		৪র্থ বছরান্তে	১০.৭৫%	১০.৭৫	৯.৮২	৮.৮৬
		৫ম বছরান্তে	**১১.২৮%**	১১.২৮	১০.৩০	৯.৩০
২।	৩-মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	১০.০০%	১০.০০	৯.০৬	৮.১৫
		২য় বছরান্তে	১০.৫০%	১০.৫০	৯.৫১	৮.৫৬
		৩য় বছরান্তে	**১১.০৪%**	১১.০৪	১০.০০	৯.০০
৩।	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৭০%	৯.৭০	৮.৮৭	৮.০৪
		২য় বছরান্তে	১০.১৫%	১০.১৫	৯.২৮	৮.৪২
		৩য় বছরান্তে	১০.৬৫%	১০.৬৫	৯.৭৪	৮.৮৩
		৪র্থ বছরান্তে	১১.২০%	১১.২০	১০.২৪	৯.২৯
		৫ম বছরান্তে	**১১.৭৬%**	১১.৭৬	১০.৭৫	৯.৭৫
৪।	পরিবার সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৫০%	৯.৫০	৮.৬৬	৭.৮৩
		২য় বছরান্তে	১০.০০%	১০.০০	৯.১১	৮.২৫
		৩য় বছরান্তে	১০.৫০%	১০.৫০	৯.৫৭	৮.৬৬
		৪র্থ বছরান্তে	১১.০০%	১১.০০	১০.০৩	৯.০৭
		৫ম বছরান্তে	**১১.৫২%**	১১.৫২	১০.৫০	৯.৫০
৫।	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-সাধারণ হিসাব	-	৭.৫০%	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০
৬।	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদী হিসাব	১ম বছরান্তে	১০.২০%	১০.২০	৯.৩১	৮.৪১
		২য় বছরান্তে	১০.৭০%	১০.৭০	৯.৭৭	৮.৮২
		৩য় বছরান্তে	**১১.২৮%**	১১.২৮	১০.৩০	৯.৩০

চলমান পাতা-২

C:\Users\IRD01\Desktop\Notification.docx

ছক-২:

ক্রমিক নম্বর	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	ক্রমিক ১-৯ এ বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ:			
				১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে ৫০,০০,০০০	৫০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)			
৭।	ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড	৬-মাস পর, কিন্তু ১২ মাসের পূর্বে	৮.৭০	৮.৭০	৭.৯৮	৭.২৫	৬.৫৩
		১২-মাস পর, কিন্তু ১৮ মাসের পূর্বে	৯.৪৫	৯.৪৫	৮.৬৬	৭.৮৮	৭.০৯
		১৮-মাস পর, কিন্তু ২৪ মাসের পূর্বে	১০.২০	১০.২০	৯.৩৫	৮.৫০	৭.৬৫
		২৪-মাস পর, কিন্তু ৬০ মাসের পূর্বে	১১.২০	১১.২০	১০.২৭	৯.৩৩	৮.৪০
		মেয়াদান্তে	**১২.০০%**	১২.০০	১১.০০	১০.০০	৯.০০
৮।	ইউ.এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	১ম বছরান্তে	৬.৫০%	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০
		২য় বছরান্তে	৭.০০%	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০
		৩য় বছরান্তে	**৭.৫০%**	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০
৯।	ইউ.এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	১ম বছরান্তে	৫.৫০%	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০
		২য় বছরান্তে	৬.০০%	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.০০
		৩য় বছরান্তে	৬.৫০%	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০

শর্তাবলীঃ

(ক) এই আদেশ জারির পূর্বে ক্রয়কৃত সঞ্চয় স্কিম ক্রয়কালীন হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে এবং যেই মেয়াদের জন্য তাহা ইস্যু করা হইয়াছিল সেই মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত উক্ত হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে। তবে, পুনঃবিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুনঃবিনিয়োগের তারিখের মুনাফার হার প্রযোজ্য হইবে।

(খ) বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমের ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগ বিবেচনাপূর্বক প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে।

(গ) প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও পুনঃনির্ধারিত মুনাফা হার কার্যকর হইবে।

(ঘ) এই আদেশ জারির পরে বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফা প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বের বিনিয়োগ বিবেচনায় নিয়ে প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে।

(ঙ) যৌথ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে মোট বিনিয়োগের উপর হিসাব করে প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে।

(চ) যৌথ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ পৃথকভাবে হিসাব করে প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে।

(ছ) সকল সঞ্চয় স্কিমের মুনাফা/সুদ সরল হারে প্রদেয় হইবে।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল। ইহা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

২১/৯/২০২১

(দীপক কুমার বিশ্বাস)
উপসচিব

চলমান পাতা-৩

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ). ৪৭/৯ (১৮)

তারিখ: ০৬ আশ্বিন ১৪২৮ / ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ/ তথ্য মন্ত্রণালয়/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সচিব এর একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা {তাকে পরবর্তী গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণপূর্বক উক্ত গেজেটের ১০০০ (এক হাজার) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল}।
১০। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১২। যুগ্মসচিব (সঞ্চয়) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৩। অফিস কপি/গার্ড ফাইল/মাস্টার কপি।

২১/৯/২০২১

(দীপক কুমার বিশ্বাস)
উপসচিব

ব্যাংক ও ডাকঘর কর্তৃক সঞ্চয়পত্র বিক্রয়ের উপর কমিশন পুন:নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৪.২০.

তারিখ: ০১ আশ্বিন ১৪২৮ / ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রজ্ঞাপন

সরকার অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালিত ৫ (পাঁচ) টি সঞ্চয় স্কীম বিক্রয়ের উপর কমিশনের বিদ্যমান হার নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করিল :

সঞ্চয় পত্রের বিবরণ	কমিশনের হার
(১) ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র; (২) ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র; (৩) পেনশনার সঞ্চয়পত্র; (৪) পরিবার সঞ্চয়পত্র; এবং (৫) ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদী হিসাব (মোট জমার উপর)।	০.০৫% অথবা প্রতিটি নিবন্ধনের বিপরীতে অনধিক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা; এ দু'টির মধ্যে যেটি কম।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল। ইহা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৪.২০.৪৬/১(১৮)

তারিখ: ০১ আশ্বিন ১৪২৮ / ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ/ তথ্য মন্ত্রণালয়/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা {তাকে পরবর্তী গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণপূর্বক উক্ত গেজেটের ১০০০ (এক হাজার) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল}।
১০। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

চলমান পাতা-২

১১। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১২। যুগ্মসচিব (সঞ্চয়) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৩। অফিস কপি/গার্ড ফাইল/মাস্টার কপি।

Nusrat
১৬/০৯/২১
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ শুধুমাত্র ‘সঞ্চয় ব্যুরো’ কর্তৃক পরিচালনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ).৩০

তারিখ: ০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ / ১৮ মে ২০২১

প্রজ্ঞাপন

সঞ্চয়পত্র বিধিমালা, ১৯৭৭ এর বিধি-৩ এ যাহাই বলা থাকুক না কেন, উক্ত বিধিমালার বিধি-৫ এর উপবিধি ৫, ৬ ও ৭ অনুযায়ী সঞ্চয়পত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের কার্যক্রম শুধুমাত্র জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতাধীন ‘সঞ্চয় ব্যুরো’ কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল। ইহা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ).৩০/১(৮০)

তারিখ: ০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ / ১৮ মে ২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব.....।
৪। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়/ কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। সচিব.....।
৬। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। অতিরিক্ত সচিব (সকল), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, ডাক ভবন, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০। যুগ্মসচিব (সকল), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১। মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১২। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা {পরবর্তী গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণপূর্বক উক্ত গেজেটের ১০০০ (এক হাজার) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল}।
১৩। উপসচিব (সকল), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫। চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৬। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

Nusrat
১৯/০৫/২০২১
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

বন্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০১৭.১৬.৭৯

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ০৩ ডিসেম্বর ২০২০

প্রজ্ঞাপন

The Wage-Earner Development Bond Rules, 1981 (Amended upto 23 May, 2015); The U.S. Dollar Premium Bond Rules, 2002 (Amended upto 30 June 2012) এবং U.S. Dollar Investment Bond Rules, 2002 (Amended upto 30 June 2012) এ বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা বিষয়ে যাহাই বলা থাকুক না কেন, সরকার ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ.এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ইউ.এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ৩টির বিপরীতে সমন্বিত বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ১ (এক) কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা নির্ধারণ করিল।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল। ইহা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০১৭.১৬.৭৯/১(১৫)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ০৩ডিসেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ/ তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা {তাকে পরবর্তী গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণপূর্বক উক্ত গেজেটের ১০০০ (এক হাজার) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল}।
১০। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১২। অতিরিক্ত সচিব (সঞ্চয়) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

Nusrat
০৩/১২/২০২০
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

D:\Notification.docx

বাতিল সংক্রান্ত পজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০১৭.১৬.৮০

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ০৩ ডিসেম্বর ২০২০

প্রজ্ঞাপন

সরকার The Wage-Earner Development Bond Rules, 1981 (Amended upto 23 May, 2015) এর বিধি ১৪(৪); The U.S. Dollar Premium Bond Rules, 2002 (Amended upto 30 June 2012) এর বিধি ১৪(৪) এবং U.S. Dollar Investment Bond Rules, 2002 (Amended upto 30 June 2012) এর বিধি ১৪(৪) রহিত করিল। একই সাথে The Wage-Earner Development Bond Rules, 1981 (Amended upto 23 May, 2015); The U.S. Dollar Premium Bond Rules, 2002 (Amended upto 30 June 2012) এবং U.S. Dollar Investment Bond Rules, 2002 (Amended upto 30 June 2012) এ বিনিয়োগকারী এনআরবি-গণের সিআইপি হিসেবে নির্বাচন সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৮ বাতিল করিল।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল। ইহা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০১৭.১৬.৮০/১(১৫)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ০৩ ডিসেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ/ তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা {তাকে পরবর্তী গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণপূর্বক উক্ত গেজেটের ১০০০ (এক হাজার) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল}।
১০। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১২। অতিরিক্ত সচিব (সঞ্চয়) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

Nusrat 03/12/2020
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

D:\Notification.docx

সঞ্চয়পত্রের পুঞ্জিভুত বিনিয়োগসীমা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ).৭৮

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ০৩ ডিসেম্বর ২০২০

প্রজ্ঞাপন

Sanchayapatra Rules. 1977 এবং পরিবার সঞ্চয়পত্র নীতিমালা, ২০০৯ এ বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা বিষয়ে যাহাই বলা থাকুক না কেন সরকার ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র এবং পরিবার সঞ্চয়পত্র তিনটি স্কিমের বিপরীতে সমন্বিত বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা একক নামে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অথবা যৌথ নামে সর্বোচ্চ ১ (এক) কোটি টাকা নির্ধারণ করিল।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল। ইহা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ).৭৮/১(১৫)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ০৩ ডিসেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ/ তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা {তাকে পরবর্তী গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণপূর্বক উক্ত গেজেটের ১০০০ (এক হাজার) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল}।
১০। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১২। অতিরিক্ত সচিব (সঞ্চয়) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

Nusrat
০৩/১২/২০২০
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

D:\Notification.docx

অটিস্টিকদের শিক্ষা ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহনের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের জন্য সঞ্চয়পত্র ক্রয় সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭(অংশ).৭৫

তারিখ: ২৪ কার্তিক, ১৪২৭ / ০৯ নভেম্বর, ২০২০

প্রজ্ঞাপন

সরকার Sanchayapatra Rules, 1977 (Amended up to 23 May, 2015) নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:-

"উপরি- উক্ত Rules এর rule-5 এর Sub-rule (6) এর পর নিম্নরুপ Sub-rule (7) ও Note সংযোজিত হইবে:

"(7) An educational institution established for autistic or any other institution which works to support autistic. Provided that the profit should be used to support autistic and it must be certified by concern District Social Services Office.

Note: Sub-rule (7) will apply to the 'Tin Mash antar Munafa Vittik 3 year Sanchayapatra only.

এবং

Rule 21 এর Sub-rule (2) নিম্নলিখিত শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে:

(2) No investment limit for institutions as described in sub-rule (6) and (7) of rule-5"

০২। এই আদেশ জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)
সিনিয়র সচিব

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭(অংশ).৭৫/১(৭)

তারিখ: ২৪ কার্তিক, ১৪২৭ / ০৯ নভেম্বর, ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। সদস্য, আয়কর নীতি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ঢাকা।
৬। মহা-ব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিটার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা {বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় ৫০০ (পাঁচশত) কপি প্রকাশের অনুরোধসহ}।

Nusrat
০৯/১১/2020
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ০২-৯৫৪০৩০৩।

জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহ

বর্তমানে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের অধীনে নিম্নোক্ত ১১ (এগার)টি সঞ্চয়স্কিম চালু আছে।

জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক ও ডাকঘর কর্তৃক লেনদেন কার্যক্রমপরিচালিত

(০১) ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র

(০২) ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (৩-বছর মেয়াদী)

(০৩) পেনশনার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদী)

(০৪) পরিবার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদী)

বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক-এর এডি শাখা কর্তৃক লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত

(০৫) ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড (৫-বছর মেয়াদী)

(০৬) ইউ এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড (৩-বছর মেয়াদী)

(০৭) ইউ এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (৩-বছর মেয়াদী)

(০৮) বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড (১০০ টাকা মূল্যমান)

ডাকঘর কর্তৃক লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত

(০৯) ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক - সাধারণ হিসাব

(১০)ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক - মেয়াদী হিসাব (৩-বছর মেয়াদী)

(১১) ডাক জীবন বীমা।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

এন.এস.সি টাওয়ার (১৮ তলা), ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

www.nationalsavings.gov.bd

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল

পরিচিতি

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল আয়কর বিষয়ে ফ্যাটচুয়াল পয়েন্টে সর্বোচ্চ কোয়াসি জুডিশিয়াল কোর্ট। তবে ল' পয়েন্টে ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রেফারেন্স মামলা দায়ের করা যায়। আপীলাত যুগ্ম/অতিঃ কর কমিশনার এবং কর কমিশনার(আপীল) এর রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ করদাতা এবং উপ-কর কমিশনার ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল মামলা দায়ের করতে পারেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল আয়কর অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান ও নিজস্ব নিয়ম কানুন দ্বারা পরিচালিত একটি স্বাধীন সত্তা ট্রাইবুনালের ভাষা ইংরেজি।

তদানীন্তন পাকিস্থানের করাচীতে প্রতিষ্ঠিত ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের একটি বেঞ্চ ১৯৫৫ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। স্বাধিনতার পর, ১৯৭২ সালে ঢাকায় হেড অফিস ও ৩টি বেঞ্চ নিয়ে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে ৮টি দ্বৈত বেঞ্চ রয়েছে যার ৫টি ঢাকায় এবং ১টি চট্টগ্রামে, ১টি খুলনায় এবং ১টি রংপুরে অবস্থিত। প্রত্যেকটি দ্বৈত বেঞ্চ ২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যারা যৌথভাবে রায় প্রদান করে থাকেন। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের শীর্ষ পদটি প্রেসিডেন্ট হিসাবে অবহিত করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একজন সদস্যকে সরকার এ পদে নিয়োগ প্রদান করে থাকেন।

চাকুরীরত কর কমিশনারগণকে সাধারণত ট্রাইবুনালের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান/অবসরপ্রাপ্ত সদস্য, বর্তমান/অবসর প্রাপ্ত জেলা জজ, অবসর প্রাপ্ত কর কমিশনার, চার্টার্ড একাউনটেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউনটেন্ট, ইনকামটেক্স প্র্যাকটিশনার/এডভোকেটগণকেও সরকার ট্রাইবুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করতে পারেন।

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের দ্বৈত বেঞ্চসমূহ মামলার শুনানী গ্রহনান্তে আয়কর আইনের আওতায় রায় প্রদান করে থাকে। প্রত্যেকটি দ্বৈত বেঞ্চ ২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। রায় প্রদানের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের মধ্যে মতদ্বৈততা সৃষ্টি হলে প্রেসিডেন্ট অন্য এক বা একাধিক সদস্যকে উক্ত মামলার শুনানী গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে মামলাটি নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে বৎসরে গড়ে ৭০০০ মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের সাংগঠনিক কাঠামোর(কর্মকর্তাদের) সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপঃ-

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের সাংগঠনিক কাঠামোর (কর্মকর্তাদের) সংক্ষিপ্ত চিত্র

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়

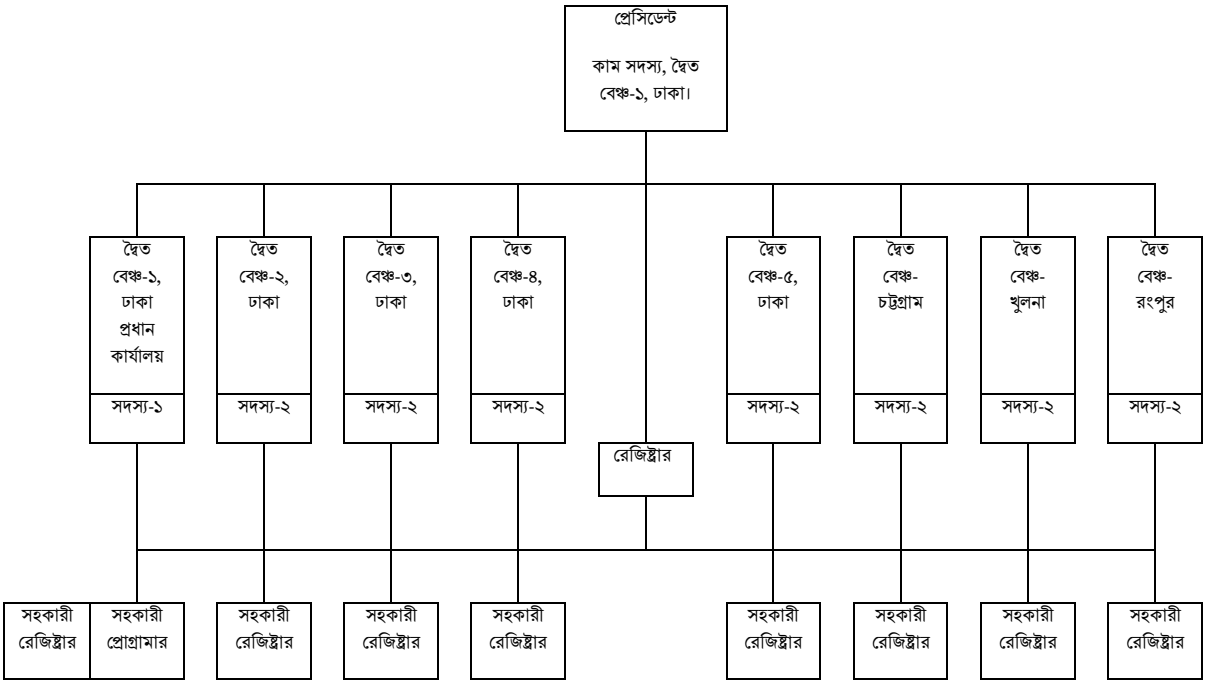

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের কার্যাবলী:

আয়কর সংক্রান্ত বিভাগীয় ব্যবস্থাপনায় ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল সর্বোচ্চ আপীল ফোরাম। আয়কর ব্যবস্থাপনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে করদাতা ও আয়কর বিভাগের মধ্যে আয়কর সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তিপূর্বক আয়কর আহরন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত ও গতিশীল করে সরকারের রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে কর আপীল অঞ্চল কর্তৃক নিস্পত্তিকৃত করাদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষুদ্ধ পক্ষগণ (করদাতা ও কর বিভাগ) এ ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করে থাকেন। উক্ত দায়েরকৃত মামলাগুলো শুনানী, নিস্পত্তি ও জারী করাই এ ট্রাইবুনালের প্রধান কার্যাবলী।

কর্মকর্তাদের দায়িত্বঃ-

ক্র/নং	পদের নাম	দায়িত্ব
০১.	প্রেসিডেন্ট	ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রধান হিসেবে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, আর্থিক মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনিক যাবতীয় কর্মকান্ডের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অপরদিকে দায়েরকৃত কর মামলা শুনানী ও নিষ্পত্তির দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
০২.	সদস্য	দায়েরকৃত কর মামলা শুনানী ও নিষ্পত্তির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অপরদিকে জেষ্ঠ্য সদস্য সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
০৩.	রেজিষ্ট্রার	আপীল গ্রহণ,নিবন্ধন,বিতরণ, শুনানীর নোটিশ ও আদেশের কপি জারিকরণ এবং সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অপরদিকে প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
০৪.	সহকারী রেজিষ্ট্রার	রেজিষ্ট্রারের পক্ষে আপীল গ্রহণ , শুনানীর নোটিশ ও আদেশের কপি জারিকরণ এবং সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অপরদিকে সদস্য মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
০৫.	সহকারী প্রোগ্রামার	ডিজিটাল ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম, ওয়েব সাইট আপলোড ও হালনাগাদ করণ, ই-জিপি বাস্তবায়ন করণ, আইবাস++ পরিচালনা করণ এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে কারিগরী কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন। উল্লেখ্য, আলোচ্য পদটি নবসৃষ্ট। নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।

বিদ্যমান জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ-

ট্রাইবুনালে অনুমোদিত প্রথম শ্রেণীর পদ ২৬টি তন্মেধ্যে ৯টি পদ শুন্য আছে, ৩য় শ্রেণীর অনুমোদিত পদ ৭৭টি তন্মেধ্যে ২৮টি পদ শুন্য আছে এবং ৪র্থ শ্রেণীর ৫০ টি পদের মধ্যে ২৯টি পদ শুন্য আছে (৩১-০৭-২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত)।

মামলা নিস্পত্তি

ক. মামলা নিস্পত্তিঃ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের মূল কাজ দাখিলকৃত আপীল মামলাসমূহ নিস্পত্তি করা। করদাতা এবং আয়কর বিভাগ উভয় পক্ষের দাখিলকৃত আপীলসমূহ ট্রাইবুনালের ৮টি দ্বৈত বেঞ্চের মাধ্যমে শুনানী

গ্রহনান্তে নিস্পত্তি করা হয়। নিস্পত্তিকৃত মামলাসমূহের রায়ের কপি ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত মামলার মোট সংখ্যা ছিল ৮৮১৬ টি। পূর্ববর্তী বৎসরের অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা(জের) ছিল ১৭৩০ টি। অর্থাৎ মোট নিস্পত্তিযোগ্য আপীল মামলার সংখ্যা ছিল ৯৫৪৬ টি। তন্মেধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৭৯৭৬ টি। ২০২১-২২অর্থ বছরে নিস্পত্তির সংখ্যা ছিল ৭৩৫৮ টি। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে নিস্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের দাখিলকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ও নিস্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ-

স্বারনী-১: ২০২১-২২ অর্থ বৎসরে ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত ও নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যাঃ-

আপীল মামলার সংখ্যা			
অর্থ বৎসর	দায়েরকৃত	নিস্পত্তিকৃত	বৎসর শেষে পেন্ডিং
পূর্বের জের			১৩৭০
২০২১-২২	৮৮১৬	৭৯৭৬	২২১০

সম্পাদিত অন্যান্য কার্যাবলী

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

(ক) আয়কর সংক্রান্ত বিভাগীয় ব্যবস্থাপনায় ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল সর্বোচচ আপীল ফোরাম। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল সামগ্রিক আয়কর ব্যবস্থাপনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে করদাতা ও আয়কর বিভাগের মধ্যে আয়কর সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তিপূর্বক আয়কর আহরণ কার্যক্রমকে তরান্বিত ও গতিশীল করে। সরকারের রাজস্ব আদায় লক্ষমাত্রা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কর আপীল অঞ্চল কর্তৃক নিস্পত্তিকৃত কর আদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ পক্ষগণ(করদাতা ও কর বিভাগ) ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করে থাকেন। যে মাসে কর মামলা দায়ের করা হয়, সে মাসের শেষ তারিখ হতে ৬'মাসের মধ্যে মামলা নিস্পত্তি করা এবং আদেশের তারিখ হতে রায়ের কপি ১'মাসের মধ্যে পক্ষগণের নিকট জারি করা আইনের মাধ্যমে বাধ্যবাধকতা প্রদান করা হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় ট্রাইবুনালে দাখিলকৃত কর সংক্রান্ত মামলাগুলো শুনানী ও নিস্পত্তি করণসহ প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড সম্পন্ন করা হচ্ছে।

করমামলা দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সূচকে ২০২১-২০২২ বছরে অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নরুপ :-

২০২০-২০২১ বছরের শেষে অবশিষ্ট কর মামলার সংখ্যাঃ	১৩৭০ টি
২০২১-২০২২ বছরে দায়েরকৃত কর মামলার সংখ্যাঃ	৮৮১৬ টি
২০২১-২০২২ বছরে নিষ্পত্তিকৃত কর মামলার সংখ্যাঃ	৭৯৭৬ টি
২০২১-২০২২ বছর শেষে অবশিষ্ট কর মামলার সংখ্যাঃ	২২১০ টি

করমামলা সংক্রান্ত অন্যান্য সূচকে ২০২১-২০২২ বছরের অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নরুপ :-

২০২১-২০২২ বছরে নিবন্ধনের সংখ্যাঃ	৮৮১৬ টি
২০২০-২০২১ বছরে শুনানীর নোটিশ জারীকরণের সংখ্যাঃ	১০৮৫৮ টি
২০২১-২০২২ বছরে শুনানী গ্রহনের সংখ্যাঃ	৯০২৫ টি
২০২১-২০২২ বছরে আদেশ জারীর (সরাসরি ও ডাকযোগে) সংখ্যাঃ	৬৮৯৭ টি
২০২১-২০২২ বছরে এডিআরে মামলার অনুমতির সংখ্যাঃ	৮৬ টি
২০২১-২০২২ বছরে এডিআর পুন:জীবিত মামলার সংখ্যাঃ	৩২ টি

(খ) ই-গর্ভন্যান্স বাস্তবায়নের লক্ষে ট্রাইবুনালে নৈতিকতা কমিটি ফোকাল পয়েন্ট এবং তথ্য প্রদান ইউনিট হালনাগাদ করনসহ ইন্টারনেট সুবিধা, সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক ওয়েব সাইডে প্রকাশসহ দেয়ালে টাংগানো, ওয়েবসাইট হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান আছে। ওয়েবসাইটে ট্রাইবুনাল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, তথ্য প্রদান ইউনিট এর নাম, কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা, ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছে। যার ফলে জনগণ ট্রাইবুনাল সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরাসরি জানতে পারছে। প্রশাসনিক কাজের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্তে নৈতিকতা কমিটির সভা ও ফোকাল পয়েন্টের সভা, স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা, গণ শুনানী সংক্রান্ত সভা, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান, পোস্টার এবং কর মামলা শুনানী ও নিস্পত্তির বিষয়ে বিজ্ঞ সদস্যদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হচেছ। মতামত বক্স দৃষ্ট্যমান স্থানে স্থাপন পূর্বক নির্দিষ্ট মতামত সম্বলিত ফরম এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনার মূল্যায়ন প্রতিবেদন, সেবা প্রদান

প্রতিশ্রুতি বিষয়ক মূল্যায়ন প্রতিবেদন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত মুল্যায়ন প্রতিবেদন, তথ্য অধিকার সংক্রান্ত মুল্যায়ন প্রতিবেদন এবং ই-গর্ভন্যান্স মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(গ) ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট যথানিয়মে ব্যয় করা হচেছ। ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় নথি সংরক্ষণ করা হচেছ। তাছাড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত যাবতীয় প্রতিবেদন/তথ্য এবং নন-ট্যাক্স আদায় সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঘ) আইবাস ++ বাজেট ও ই-জিপিতে টেন্ডার কার্যক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।

(ঙ) বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজিরার ব্যবস্তা করা হয়েছে, প্রতিটি দ্বৈত বেঞ্চে হেলপ ডেক্স স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেইজবুক চালু আছে।

(চ) ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল জাতীয় তথ্য বাতায়নে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে।

(ছ) ই-নথি কার্যক্রম ১০০% বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(জ) মহামারী করোনা নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালন করা হচ্ছে ।

(ঝ) ০১টি সহকারী প্রোগ্রামার পদ সৃজন করা হয়েছে।

"মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী" উপলক্ষে এ ট্রাইবুনাল কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিম্নরূপ :

১। লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধুর কর্ণার স্থাপন;

২। জাতীয়ভাবে ঘোষিত কর্মসূচী পালন;

৩। সুভেন্যুর প্রকাশ এবং

৪। ওয়েবসাইটে বঙ্গবন্ধুর কর্ণার স্থাপন।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২

৩৭ টি (ইন হাউজ প্রশিক্ষন (এপিএ, শুদ্ধাচার, ইনোভেশন, তথ্য, অভিযোগ ও সেবা প্রদান সংক্রান্ত) এবং দেশের অভ্যন্তরে অন্যান্য প্রশিক্ষন)	৪৭৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
১। আয়কর আইন -২০২২ (খসড়া) এর উপর আয়োজিত কর্মশালা	১৫ জন
২। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিত করণ কর্মশালা	২৪ জন
৩। কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষন কর্মশালা	২৭ জন

ইনোভেশন কার্যক্রম

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বিবরণ

অনলাইনে মামলা দায়ের চালু করণ
প্রত্যেক দ্বৈত বেঞ্চ-এ হেল্প ডেস্ক চালু করণ
বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালু করণ

Wifi সংযোগ চালু করণ (ডিজিটাল সেবা)
প্রত্যেক দ্বৈত বেঞ্চে ন্যুনতম ১০ (দশ) দিনের কজলিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশকরণ (ডিজিটাল সেবা)
প্রসেস ম্যাপসহ সরকারী আদেশ জারী (দ্বৈত বেঞ্চ সমূহের অফিস এবং অফিসের ভিতরের অবস্থান সম্বলিত নির্দেশিকার সাইন বোর্ড)
এস আই পি (SIP) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিটি দ্বৈত বেঞ্চের অফিসারদের এবং কর্মচারীদের ওয়াশ রুমের সামনে পাপোষ ওস্যান্ডেলের ব্যবস্থা করণ
প্রত্যেক দ্বৈত বেঞ্চে মামলা শুনানীর জন্য ধার্যকৃত তারিখ করদাতা/করদাতার প্রতিনিধি ও কর বিভাগের প্রতিনিধি কে মোবাইল ম্যাসেজ এর মাধ্যমে জ্ঞাত করানো করণ।
প্রত্যেক দ্বৈত বেঞ্চের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম ও পদবীসহ অবস্থান সম্বলিত সাইনবোর্ড প্রতিটি দপ্তরের প্রবেশদ্বারে দৃশ্যমান করণ
সিসি ক্যামেরা সংযোজন করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থ বছরের ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের আওতায়

- বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
- বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে;

ইনোভেশন টিমের সভা এর আওতায়

- ইনোভেশন টিমের ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইলকৃত সেবা সংক্রান্ত ০১টি সভা, ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে ২টি সভা এবং কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে;

উদ্ভাবন খাতে (কোডনম্বর-৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ এর আওতায়

- উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে ২.১০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে;

- বাজেট বাস্তবায়ন করা হয়েছে ১.৭৯ লক্ষ টাকা।

সক্ষমতা বৃদ্ধির আওতায়

- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে ১৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে ০১ দিনের কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
- ই-নথির কার্যক্রম ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে।

তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করণের আওতায়

- ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছর ভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদ করণ করা হয়েছে;
- বছর ভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদ করণ করা হয়েছে;
- বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদ করণ করা হয়েছে;

স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রমের আওতায়

- উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই-বাছাই পূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে।
- দেশে বাস্তবায়িত ১টি উদ্যোগ (কক্সবাজারে অবস্থিত সাবমেরিন ক্যাবল দপ্তর) ১৪জুন হতে ১৬জুন, ২০২২ পরিদর্শনসহ সমন্বয় সভা করা হয়েছে।

সুবিধা

- আপীলকারীগণ (করদাতা/করবিভাগ) সহজেই অনলাইনে আপীল দায়ের, দৈনন্দিন শুনানীর কজলিষ্ট এবং তালিকা ওয়েব সাইটে দেখতে পাচ্ছেন।

ডকুমেন্টেশন প্রকাশনার আওতায়

- বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত) করা হয়েছে;
১. ডকুমেন্টেশন তৈরির বিষয়বস্তুঃ বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রাহকসেবা সহজ ও উন্নততর করার জন্য ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে অনলাইনে আপীল দায়েরর জন্য অনলাইনে একটি সফ্টওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। সফ্টওয়্যারটি গ্রাহক বান্ধব করার লক্ষ্যে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের আওতাধীন সকল দ্বৈত বেঞ্চের দেওয়ালে প্রচারপত্র ব্যানার ফেষ্টুন টাঙানো আছে।

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়নের আওতায়

- উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন করা হয়েছে;
- উদ্ভাবনকর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
- উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন করা হয়েছে;
- উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' এ প্রক্ষেপিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি অর্জনের এজেন্ডা হিসেবে সরকার ৪টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম পরিকল্পনা এবং পূর্বের ধারাবাহিকতায় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) প্রণয়ন করেছে। ৮ম পরিকল্পনায় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা চিহ্নিত করা হয়েছে। সে মোতাবেক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্থ কর বিভাগের ভূমিকা রয়েছে। কর বিভাগের মধ্যে রয়েছে রাজস্ব আদায় প্রচেষ্ট বজায় রাখা । উল্লেখ্য ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে নহে। তথাপিও কর বিভাগের রাজস্ব আহরনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজস্ব আদায়ের ভূমিকার ক্ষেত্রে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল অন্যতম অংশীদার।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ২০২১ অর্থ বছর হতে ২০২৫ অর্থ বছরের মধ্যে রাজস্ব আহরণের হার বৃদ্ধি করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়াবে। এক্ষেত্রে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর আদায়ে গতিশীল করতে কর সংক্রান্ত কার্যক্রমে একমাত্র বিচারিক সংস্থা ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালকে গতিশীল করতে হবে।

খ) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

জাতিসংঘ ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা ঘোষনা করেছে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা SDG নামে পরিচিত। SDG-এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল । এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। SDG তে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

টিএটি'র প্রতিশ্রুতি	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রতিশ্রুতি/লক্ষ্য অর্জনে ট্রাইবুনাল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	অংশিকভাবে মনোনিবেশ করা হয়েছে/	সুপারিশ/পরামর্শ

			সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা হয়নি এমন ক্ষেত্রসমূহ	
রাজস্ব (কর) আহরণের স্বার্থে দায়েরকৃত কর আপীল মামলা সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা।	টেকসই উন্নয়নে এবং রাজস্ব (কর) সংগ্রহে অভ্যন্তরীন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	১। দায়েরকৃত কর মামলা সমূহ প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন করে শুনানীর নোটিশ জারী করা; ২। শুনানীকৃত কর মামলার শুনানীর তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করা; ৩। দ্রুত শুনানী ও নিষ্পত্তি করা; ৪। দ্রুত আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নিকট জারি করা;	১। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের ঢাকাস্থ সকল দ্বৈত বেঞ্চ সরকারি ভবনে (নব নির্মিত রাজস্ব ভবনে) স্থানান্তরিত করণ; ২। সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারন;	জরুরি ভিত্তিতে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের আধুনিকায়ন, সহকারী প্রোগ্রামার পদে এবং ১ম শ্রেনীর কর্মকর্তা সহকারী রেজিস্ট্রারের শুন্য ০৪টি পদে জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগ করা।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০২১-এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট।এ জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য বলে সরকার মনে করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকেই ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল তা বাস্তবায়নে

যথাযথ ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিবের সাথে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্ট ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন ৭টি দপ্তর/সংস্থার ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়নে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল ৮৯.২২ নম্বর অর্জন করেছে।

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহের অগ্রগতির তথ্য:

১	আপীল মামলা নিষ্পত্তি	৭৯৭৬ টি
২	আপীল মামলার আদেশ জারি	৬৮৯৭ টি
৩	আপীল মামলা শুনানী গ্রহণ	৯০২৫ টি
৪	শুনানীর নোটিশ জারীকরণ	১০৮৫৮ টি
৫	আপীল মামলা গ্রহণের সংখ্যা	৮৮১৬ টি
৬	দপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি	সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমসাময়িক বিষয়ে ০৬টি লার্নিং সেশন আয়োজন।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

সরকারি অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল একটি জনবান্ধব সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ প্রণয়ন করেছে। এ সনদের মাধ্যমে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল হতে নাগরিকদের কী কী সেবা প্রদান করা হয় তা পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে লিখিতভাবে, টেলিফোনে এবং সরাসরি নাগরিকদের প্রতিশ্রুত সেবা প্রদান করে থাকে। নাগরিকদের প্রতিশ্রুত সেবা প্রদানের জন্য এই ট্রাইবুনালের প্রতিটি দ্বৈত বেঞ্চে একটি হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রণীত নাগরিক সেবার মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশার সাথে সংগতি রেখে সেবার মান নির্ধারণ এবং তাদের মতামত নিয়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত তা পুনঃনির্ধারণ, যাতে করে অব্যহতভাবে সেবার মানোন্নয়ন এবং সেবাকে জনবান্ধব করা সম্ভবপর হয়। দ্বিতীয়ত: জনগণকে তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা যাতে করে তারা সেবা প্রদানকারীদের কাছে সেসব অধিকার দাবি করতে পারে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে (যেমন, অভিযোগ নিস্পত্তির ব্যবস্থা) সেবা প্রদানকারীদের সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
তৃতীয়ত: সেবা প্রদানকারীদের সামর্থ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উদ্যোগের (যেমন, হেল্পডেস্ক প্রতিষ্ঠা) মাধ্যমে তাদের

আচরণের উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানে এক ধরণের সৌজন্যতার সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো। চতুর্থত: সেবার মানোন্নয়ন, জনগনের অংশগ্রহণ, অভিযোগ নিস্পত্তি প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন।

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির কার্যক্রম বিবরণ

(ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকৃত)

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)

১. ভিশন ও মিশনঃ

ভিশনঃ একটি ন্যায় ও আইনানুগ এবং আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কর আপীলাত ট্রাইবুনালকে প্রতিষ্ঠিত করা।

মিশনঃ ক্ষুব্ধ করদাতা ও কর বিভাগের দাখিলকৃত আপীলসমূহ দ্রুততার সাথে এবং অনধিক ৬ মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করা।

২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহঃ

২.১ নাগরিক সেবা

ক্র/নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানের পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

১	কর আপীল মামলা গ্রহণ	আপীলকারী/ আপীলকারীর পক্ষে প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ রেজিষ্ট্রার/সহ কারী রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিলকৃত আপীল গ্রহণ।	আবেদনের নির্ধারিত পূরণকৃত ফরম, আপীলের কারণ, আপীল আদেশের ১টি সার্টিফাইড কপিসহ ৪সেট, কর নির্ধারণী আদেশের ৪ সেট, ১০০০/- টাকার ট্রাইবুনাল ফি, ক্ষমতাপত্র এবং ১০% কর পরিশোধের প্রমানপত্র	১০০০/- টাকা ট্রাইবুনাল ফি ১-১১৪৩-০০১৫-১৮৭৬ কোডে চালানের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা করতে হবে	৭ মাস (নিস্পত্তির সময়সীমা ৬ মাস + জারীর সময়সীমা ১ মাস)	(ক) রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ৪৮৩১৩৯৫১ ই-মেইলঃ registrar@tat.gov.bd (খ) সহকারী রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ০৩১-৭২১২৯০ (গ) সহকারী রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ, খুলনা। ফোনঃ ০৪১-৮১৩৯৯৪ (ঘ) সহকারী রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ, রংপুর। ফোনঃ ০৫২১-৫৬৮৭২
২	আপীল আদেশের সার্টিফাই ড কপি সরবরাহ	অনুলিপি তৈরীপূর্বক সিলসহ প্রয়োজনীয় কোর্ট ফি সংযোজন।	আবেদন পত্র এবং কপিং ফি এর মূল চালান।	১৫/- (পনের) টাকার কোর্ট ফি এবং নির্ধারিত হারে জমাকৃত কপিং ফি (যা ১-১১৪৩-০০১৫-১৮৭৬	৭ দিন	রেজিষ্ট্রার ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ৪৮৩১৩৯৫১ ই-মেইলঃ registrar@tat.gov.bd সহকারী রেজিষ্ট্রার, দ্বৈত বেঞ্চ-২,৩,৪ ও ৫, ঢাকা/দ্বৈত বেঞ্চ, চট্টগ্রাম এবং দ্বৈত বেঞ্চ, খুলনা।

				কোডে চালানের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা করতে হবে)।		ফোনঃ দ্বৈত বেঞ্চ-২: ৯৩৫৫১৩৩ ফোনঃ দ্বৈত বেঞ্চ-৩: ৯৩৪২৫১০ ফোনঃ দ্বৈত বেঞ্চ-৪: ৯৩৪২৬৪৮ ফোনঃ দ্বৈত বেঞ্চ-৫: ৯৩৩৮৫৭০ ফোনঃ দ্বৈত বেঞ্চ, চট্টগ্রামঃ ০৩১-৭২১২৯০ ফোনঃ দ্বৈত বেঞ্চ,খুলনাঃ ০৪১-৮১৩৯৯৪ ফোনঃ দ্বৈত বেঞ্চ, রংপুরঃ ০৫২১-৫৬৮৭২
৩	বিবিধ চিঠি/পত্রাদি গ্রহণ এবং নিস্পত্তি	চিঠি/পত্রাদি গ্রহণ, ডায়েরী করণ এবং কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনসহ নিস্পত্তি করন।	করদাতার প্রতিষ্ঠানের প্যাডে/সাদা কাগজে সরাসরি/ডাকযোগে চিঠিপত্র প্রেরণ(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করা)	১০/- টাকার কোর্ট ফি।	৭ দিন	-ঐ-
৪	অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি	সরাসরি ফোকাল পয়েন্টে/ট্রাইবুনালের কর্তৃপক্ষের বরাবরে অভিযোগ দায়ের করন, নিস্পত্তি করন এবং	প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত সাদা কাগজে বা ই-মেইলে।	বিনামূল্যে	৭ দিন	ফোকাল পয়েন্ট সদস্য(প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা। ফোনঃ ৯৩৩৮৫৮৬ ই-মেইলঃ info@tat.gov.bd

		ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করন।				
৫	তথ্য সেবা	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার প্রবিধিমালা, ২০১০ এর বিধান অনুযায়ী সেবা প্রদান।	কোন ব্যক্তি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর মর্মানুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির জন্য তথ্য ইউনিট প্রধান কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম যেমন ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য ইউনিট, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনায় পাওয়া যাবে।	বিনামূল্যে	২০ দিন। তবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর তথ্য প্রদান পদ্ধতির ৯ কলামের উপধারা সমূহের ক্ষেত্রে সেবা প্রদানের সময়সীমা ভিন্ন।	রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা ও তথ্য প্রদান ইউনিট কর্মকর্তা ফোনঃ ৪৮৩১৩৯৫১ ই-মেইলঃ registrar@tat.gov.bd সহকারী রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ, চট্টগ্রাম ও তথ্য প্রদান ইউনিট কর্মকর্তা ফোনঃ ০৩১-৭২১২৯০ সহকারী রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ, খুলনা ও তথ্য প্রদান ইউনিট কর্মকর্তা ফোনঃ ০৪১: ৮১৩৯৯৪ সহকারী রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ, রংপুর ও তথ্য প্রদান ইউনিট কর্মকর্তা ফোনঃ ০৫২১-৫৬৮৭২

২.২) প্রাতিষ্ঠানিক সেবাঃ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	সেবার মূল্য এবং	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)

			এবং প্রাপ্তি স্থান	পরিশোধ পদ্ধতি		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	দ্বৈত বেঞ্চ চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর দাখিলীয় মামলার নিবন্ধন নম্বর	প্রতিমাসে দাখিলীয় মামলার বিবরণ প্রধান দপ্তরে প্রেরণ। অতপরঃ রেজিষ্ট্রার কর্তৃক নিবন্ধন করন।	প্রযোজ্য নহে	বিনামূল্যে	৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন করন	রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ৪৮৩১৩৯৫১ ই-মেইলঃ registrar@tat.gov.bd
২	বাজেট বরাদ্দ/বিভাজন	সরকার কর্তৃক বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে দ্বৈত বেঞ্চ, চট্টগ্রাম ,দ্বৈত বেঞ্চ, খুলনা এবং দ্বৈত বেঞ্চ-রংপুরের বরাদ্দকৃত সকল খাতে বাজেট বরাদ্দ করন।	ক) বেঞ্চসমূহের প্রস্তাব। খ) সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান।	বিনামূল্যে	৭ দিনের মধ্যে	প্রেসিডেন্ট, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ৯৩৫২৭৩৬ ই-মেইলঃ president@tat.gov.bd
৩	প্রশাসনিক, আর্থিক ও	বিদ্যমান দ্বৈত বেঞ্চ সমূহ হতে প্রাপ্ত পত্র	প্রযোজ্য নহে	বিনামূল্যে	৭ দিনের মধ্যে	প্রেসিডেন্ট, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ৯৩৫২৭৩৬

	অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত পত্র	ডায়েরী করন, উপস্থাপন করন এবং নিস্পত্তি করন				ই-মেইলঃ president@tat.gov.bd

২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	লজিষ্টিকস(কর্মচারী নিয়োগ, আসবাবপত্র, কার, কম্পিপউটার ও ফটোকপিয়ার সরবরাহ, টেলিফোন সংযোজন এবং ষ্টেশনারী মালামাল সহ অন্যান্য লজিষ্টিকস সরবরাহ করণ)	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ছাড়পত্র নিয়ে জনবল নিয়োগ পূর্বক সকল বেঞ্চে পদায়ন করা।	সকল বেঞ্চ হতে লজিষ্টিকস এর জন্য প্রধান দপ্তরে চাহিদা প্রেরণ। প্রধান দপ্তর	বিনামূল্যে	১) জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে ১ বৎসর। ২) সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৬ মাস। ৩) অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বল্প সময়ের মধ্যে।	প্রেসিডেন্ট, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ৯৩৫২৭৩৬ ই-মেইলঃ president@tat.gov.bd রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ৪৮৩১৩৯৫১ ই-মেইলঃ registrar@tat.gov.bd
২	ছুটি	নৈমিত্তিক ছুটি, অর্জিত ছুটি, বহিঃ বাংলাদেশ এবং শ্রান্তি	ছুটির আবেদন পত্র। প্রাপ্য ছুটির হিসাবসহ	বিনামূল্যে	নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে ৩দিন। অর্জিত ছুটি	প্রেসিডেন্ট ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল।

		বিনোদন ছুটির আবেদন গ্রহণ ও নিস্পত্তি।	ছুটির কারন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডাক্তারী সনদসহ)।		মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে ১০ কর্মদিবস)	
৩	বিভিন্ন অগ্রিম	নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন এবং জমাকৃত টাকার হিসাব বিবরণী দাখিল সাপেক্ষে মঞ্জুরী করন	সিএও অফিস কর্তৃক প্রদত্ত জমাকৃত টাকার হিসাব বিবরণী ও জিপিএফ অগ্রিম উত্তোলনের নির্ধারিত ফরম।	বিনামূল্যে	১০ দিনের মধ্যে।	প্রেসিডেন্ট, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ৯৩৫২৭৩৬ ই-মেইলঃ president@tat.gov.bd
৪	পদোন্নতি	বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সুপারিশের আলোকে কর্মচারীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করন।	জেষ্ঠ্যতার তালিকা, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন এবং সার্ভিস বহি	বিনামূল্যে	৬ মাস (বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সুপারিশ স্বাপেক্ষে)।	রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ৪৮৩১৩৯৫১ ই-মেইলঃ registrar@tat.gov.bd

২.৪) আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা

আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের সিটিজেন চার্টার লিঙ্ক আকারে যুক্ত করতে হবে।

৩) আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা

ক্রমিক নং	প্রতিশ্রুতি/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়
১)	নির্ধারিত ফরমে সম্পূর্ণভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র জমা প্রদান।
২)	সঠিক মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেবামুল্য পরিশাধ করা।
৩)	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা।

- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে ০৪টি প্রশিক্ষন আয়োজন করা হয়েছে।
- সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেক হোল্ডারগনের সমন্বয়ে ২টি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System), সংক্ষেপে জিআরএস (GRS), মূলত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরকর্তৃক প্রদানকৃত সেবা নিশ্চিতকরণের একটি প্ল্যাটফর্ম। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল ও এই প্লাটফর্ম ব্যবহার করে থাকে। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের ওয়েবসাইটে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সেবা বক্সের অধীন অভিযোগ দাখিল কন্টেন্ট এ এর লিংক দেওয়া আছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট (www.tat.gov.bd)-এর মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করা যায়।ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (ইমেইল, ই-ফাইল অথবা কল সেন্টারের মাধ্যমে) অথবা প্রচলিত পদ্ধতিতে (সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাকযোগে) অভিযোগ দাখিল করা যাবে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলে দাখিলযোগ্য অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে সচিবালয়ের গেটে অবস্থিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্রে দাখিল করা যায়। অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরম (সংযোজনী ‘খ-১’) ব্যবহার করতে হয়।
অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের ভুমিকা নিম্নরূপঃ

- অনিক ও আপিল কর্মকর্তাঃ

  সেবা-সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা প্রতিকারের জন্য ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনিক কর্মকর্তা রয়েছে। অনিক কর্মকর্তা হলেন রেজিস্ট্রার এবং আপিল কর্মকর্তা হলেন যুগ্মসচিব (শুল্ক), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।

- ওয়েবসাইটে প্রকাশঃ

সেবা গ্রহণে বঞ্চিত অভিযোগকারী যাতে খুব সহজে সেবা-সংক্রান্ত অভিযোগ সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে পারে সে জন্য অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের

ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সেবা বক্সের অধীন অনিক ও আপিল কর্মকর্তা কন্টেন্ট এ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে।

- অভিযোগ গ্রহণঃ

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনিক কর্মকর্তা রয়েছে। (GRS) প্ল্যাটফর্ম, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট (www.tat.gov.bd), ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (ইমেইল, ই-ফাইল অথবা কল সেন্টারের মাধ্যমে) অথবা প্রচলিত পদ্ধতিতে (সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাকযোগে) দাখিলকৃত অভিযোগ গ্রহণ করে থাকে।

- অভিযোগ নিষ্পত্তিঃ

  অনিক কর্মকর্তা প্রথমে অভিযোগের ধরণ বাছাই করেন। অভিযোগের ধরণ অনুযায়ী ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (ইমেইল, ই-ফাইল অথবা ফোনে) অথবা প্রচলিত পদ্ধতিতে (সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত করে অথবা ডাকযোগে) অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়।

- প্রশিক্ষণঃ

  অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা সঠিক বাস্তবায়ণে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়কের উপর ৪টি প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেক হোল্ডারগণের সমন্বয়ে সভা আয়োজন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার

তথ্য অধিকার" অর্থ কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ দ্বারা এটি পরিচালিত হয়। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রদক্ষেপ নিম্নরুপঃ

- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও আপিল কর্তৃপক্ষঃ

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ২(ক) অনুযায়ী আপিল কর্তৃপক্ষ এবং ধারা ১০ অনুযায়ী দ্বৈত বেঞ্চ ১, ২, ৩, ৪ ও ৫, ঢাকার জন্য ১টি তথ্য প্রদান ইউনিট, দ্বৈত বেঞ্চ- চট্টগ্রামের জন্য ১টি তথ্য প্রদান ইউনিট, দ্বৈত বেঞ্চ- খুলনার জন ১টি তথ্য প্রদান ইউনিট এবং দ্বৈত বেঞ্চ- রংপুরের জন্য ০১ টিসহ

সর্বমোট ৪টি তথ্য প্রদান ইউনিট গঠন করা হয়েছে। উক্ত ৪টি তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছে। এছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে রেজিষ্ট্রার ও সহকারী রেজিস্ট্রার এর বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে উক্ত পদ দুইটির পরবর্তী ধাপের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রধান হিসাবে আপিল কর্তৃপক্ষ হলেন প্রেসিডেন্ট।

- ওয়েব সাইটে প্রকাশ
  ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবা বক্সের অধীন আপিল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কন্টেন্ট এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ এর তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ফরম প্রকাশ করা হয়েছে।
- স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ
  ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনসহ অফিসের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট ও নোটির্স বোর্ডে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করে থাকে।

  চাহিদার ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ
  ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল গ্রাহক বা নাগরিকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করে । যা ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
  হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ
  ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করে থাকে।
- ২০২১-২২অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন পুস্তিকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

  তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ৩টি সভা এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৩টি প্রশিক্ষন আয়োজন করা হয়েছে।

  তথ্য অবমুক্ত করণ নীতিমালা -২০১৫ প্রকাশঃ
  ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল তথ্য অধিকার কার্যক্রম সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজস্ব তথ্য অবমুক্ত করণ নীতিমালা প্রণয়ন পূর্বক তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকে।

শুদ্ধাচার

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২১-২০২২ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল এর অর্জনঃ

নং	কার্যক্রমের নাম	সূচকের মান	অর্জিত মান
১	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা	২২	২২
২	আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	৮	৭.৫০

৩	শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম	২০	২০
	সর্ব মোট	৫০ (ওয়েটেড স্কোর- ১০)	৪৯.৫০ (ওয়েটেড স্কোর- ৯.৯০)

- **শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের নাম:**

১. নৈতিকতা কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত।

২. সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের ১টি সভা অনুষ্ঠিত।

৩. শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ১টি প্রশিক্ষন অনুষ্ঠিত।

৪. কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল বেঞ্চে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন।

৫. ১জন কর্মকর্তা ও ২জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান।

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

সারণী-১:বিগত ৫ বৎসরে ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত ও নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যাঃ

আপীল মামলার সংখ্যা			
অর্থ বৎসর	**দায়েরকৃত**	**নিস্পত্তিকৃত**	**বৎসর শেষে পেন্ডিং**
পূর্বেরজের	-	-	২৩০৪
২০১৭-১৮	৮২৩৪	৮৭৩৬	১৮০২
২০১৮-১৯	৮৬২৬	৮৪৯৩	১৯৩৫
২০১৯-২০	৬৫৪০	৬৮০১	১৬৭৪
২০২০-২১	৭০৫৪	৭৩৫৮	১৩৭০
২০২১-২২	৮৮১৬	৭৯৭৬	২২১০

উল্লেখ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে বড় করদাতার সংখ্যা ও জটিল মামলার সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। একই জনবল ও লজিস্টিক সুবিধা নিয়ে এ চ্যালেঞ্জ সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করা হচ্ছে।

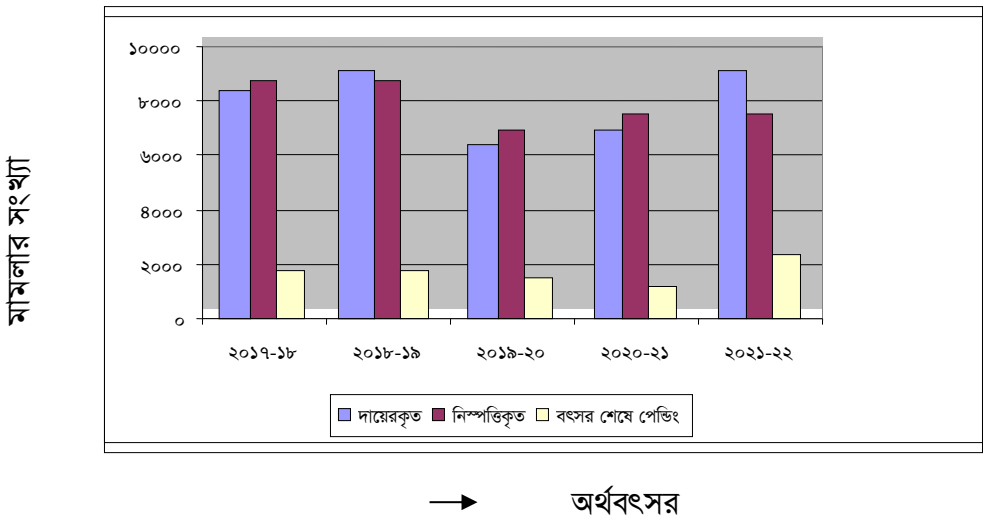

লেখ চিত্রঃ বিগত ৫ বৎসরের আপীল মামলা দায়ের ও নিস্পত্তির গতিধারা।

চিত্র ১: সমসাময়িক বিষয় নিয়ে ইন-হাউজ লার্নিং সেশনের স্থিরচিত্র

চিত্র ২: সেবা সংক্রান্ত অবগতিকরণ সভা-২০২২ এর স্থিরচিত্র

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল

ট্রাইব্যুনালের পটভূমি

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপলাত ট্রাইব্যুনাল, কাস্টমস ও ভ্যাট সংক্রান্ত আপিল নিষ্পত্তি করে থাকে। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৮(৯) বলে দি কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯৬ অনুযায়ী কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১ অক্টোবর, ১৯৯৫ সালে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল ০১টি দ্বৈত বেঞ্চ নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে মোট ০২টি দ্বৈত বেঞ্চ গঠন করা হয়। বর্তমানে ০৪টি (২০১২ সাল থেকে) দ্বৈত বেঞ্চ রয়েছে। এই আপিলাত ট্রাইব্যুনাল দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯৬ সি (৮) মোতাবেক একটি দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য। আপিলাত ট্রাইব্যুনালের প্রতিটি বেঞ্চ দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত।

রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

একটি ন্যায়, আইনানুগ ও আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ট্রাইব্যুনালকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং দাখিলকৃত আপিল মামলাসমূহ দ্রুততার সাথে ও আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা।
- অটোমেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং অনলাইনে আপিল মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহন।
- উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন।
- ট্রাইব্যুনালের প্রশাসনিক সংস্কার।
- মানব সম্পদের যথাযথ উন্নয়ন ও ব্যবহারের মাধ্যমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা।

কার্যাবলী

- আপিল গ্রহণ; প্রয়োজনে গ্রহণযোগ্যতার শুনানী গ্রহণ।
- বেঞ্চ মার্ক পূর্বক বিভাগীয় মূলনথি ও আপিল আবেদনের উপর দফাওয়ারী জবাবের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটে পত্র প্রেরণ।
- শুনানীর তারিখ নির্ধারণপূর্বক শুনানীর পত্র প্রেরণ।
- উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ।

- আপিলের রায় প্রদান।
- দ্বি-মত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভিন্ন দ্বৈত/একক বেঞ্চে প্রেরণ।
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন সহায়তাকারী বরাবর প্রেরণ।
- রায়ের সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করণ।
- হাইকোর্ট বিভাগের মূলনথি প্রেরণ এবং ছায়ানথি রেকর্ডে সংরক্ষণ।

জনবলের তথ্য

অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৮ (৯) বলে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯৬ অনুযায়ী কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ০১ অক্টোবর, ১৯৯৫ সালে ০২ টি বেঞ্চ ও ৩১ জন কর্মর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে আপিলাত ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে ০৪ টি বেঞ্চ ও ৬৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে আপিলাত ট্রাইব্যুনালের পুনর্গঠন এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ দপ্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনুমোদিত এবং বর্তমানে কর্মরত পদের হিসাব নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মকর্তা	শূণ্যপদ
০১	প্রেসিডেন্ট	০১	০১	০০
০২	সদস্য (কমিশনার)	০৪	০৩	০১
০৩	সদস্য (জেলা ও দায়রা জজ)	০৪	০৪	০০
০৪	রেজিস্ট্রার	০১	০১	০০
০৫	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১	০০	০১
০৬	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৪	০২	০২
০৭	উচ্চমান সহকারী	০২	০১	০১
০৮	ক্যাশিয়ার	০১	০১	০০
০৯	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৬	০৫	০১

১০	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৬	০৬	০০
১১	রেকর্ড কিপার	০১	০১	০০
১২	পেশকার	০৪	০২	০২
১৩	গাড়ী চালক	১১	১০	০১
১৪	ডেসপাস রাইডার	০১	০০	০১
১৫	ডিএমও	০১	০১	০০
১৬	অফিস সহায়ক	১৫	১৩	০২
১৭	নিরাপত্তা প্রহরী	০১	০১	০০
১৮	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০১	০১	০০
	মোট	৬৫	৫৩	১২

আপিলাত ট্রাইব্যুনালের শুন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে ০২ জন সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, 02 জন সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ০১ জন উচ্চমান সহকারী, ০১ জন অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ০২ জন পেশকার, ০১ জন রেকর্ড, কিপার ০১ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মীসহ মোট ১০ জন কে নিয়োগ দেয়া হয় বর্তমানে তাঁরা অত্র ট্রাইব্যুনালের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কাযর্ক্রম ও অর্জন

(১) ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আপিল গ্রহণ ও নিষ্পত্তি:

(ক) গৃহীত মোট আপিল : ৯৭৩ টি

(খ) আপিল শুনানীর : ৯৪৮১ টি

(গ) নিষ্পত্তিকৃত আপিল : ৫০০৩ টি

(ঘ) রায় জারি করণ : ৫০০৩ টি

২০২১-২২ অর্থবছরকে নতুন মাত্রা দেয়ার লক্ষ্যে শুরু থেকেই নব উদ্যমে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকায় দায়েরকৃত কাস্টমস/ভ্যাট সংক্রান্ত আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী এ দপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে ট্রাইব্যুনালের ইতিহাসে রেকর্ড সংখ্যক ৫০০৩ টি আপিল মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে।

বিগত তিন বছরের আপিল মামলা নিষ্পত্তির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

২০২১-২২ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলা সংখ্যা - ৫০০৩ টি।

২০২১-২২অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলা সংখ্য - ১৯৪৩ টি।

২০১৯-২০ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলা সংখ্যা - ৮২১ টি।

(২) পুরাতন আপিল নিষ্পত্তি:

অর্থ আইন, ২০১০ দ্বারা ২ বছর ও অর্থ আইন, ২০১১ দ্বারা ৪ বছরের মধ্যে কাস্টমস আপিল নিষ্পত্তির বিধান করা হয়। অর্থ আইন, ২০১২ এর মাধ্যমে ২ বছরের মধ্যে ভ্যাট আপিল নিষ্পত্তির বিধান করা হয়। এর পূর্বে আপিল নিষ্পত্তির কোন সময়সীমা ছিল না বিধায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের শুরুতে ২০১০ বা তার পূর্বে দায়েরকৃত ৫১২৩ টি আপিল অনিষ্পন্ন ছিল। উক্ত পুরাতন আপিল সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কাযর্ক্রম গ্রহণ করা হয়:

- পুরাতন আপিলের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে;
- অনিষ্পন্ন পুরাতন আপিল নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সাল ভিত্তিক আপিল আলাদা করে বেঞ্চ নির্ধারণ করা হয়েছে;
- পুরাতন সকল আপিল বিভিন্ন বেঞ্চে শুনানীর তারিখ নির্ধারণ পূর্বক নোটিশ জারির কাযর্ক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- ১৯৯৬ বা তার পূর্ব থেকে ২০১০ পযর্ন্ত দায়েরকৃত আপিল হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩৯৪৯ টি পুরাতন আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

(৩) আপিল নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

- ডিজিটালাইজেশন এর সর্বোচ্চ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে আপিলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ইস্যুকৃত শুনানীর চিঠি, কজলিস্ট সমূহ আপিলকারী/রেসপনডেন্ট প্রতিনিধিদের কাছে ম্যানুয়ালী প্রেরণের পাশাপাশি তাদের নিজস্ব ই-মেইলে প্রেরণ এবং এ দপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা অর্থাৎ ই-সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- হালনাগাদ দায়েরকৃত ও শুনানীর জন্য প্রস্তুতকৃত সকল অনিষ্পন্ন আপিলের তালিকা তৈরী করা হয়েছে;
- সকল দপ্তররে সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- আপিলাত ট্রাইব্যুনালের অনিষ্পন্ন আপিল দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ দপ্তরের শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে;
- ২০০৪ সাল থেকে বর্তমান অফিস স্পেস ৬৪৭৩ বর্গ ফুট এরিয়ায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, আপিলাত ট্রাইব্যুনালের জন্য উক্ত অফিস স্পেস পর্যাপ্ত নয় বিধায় এ দপ্তরের উপরে ৫ম তলায় ১৩৯৫৩ বর্গ ফুট নতুন বেসরকারী বাড়িভাড়া করণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

(৪) বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে গৃহীত ও নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলার সংখ্যা (পূর্বের জেরসহ):

বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলার সংখ্যা (পূর্বের জেরসহ):

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	প্রারম্ভিক জের	আপিল মামলা দায়ের	মোট নিষ্পত্তিযোগ্য মামলা	নিষ্পত্তি	অনিষ্পত্তি
১.	২০১৭-১৮	৭৪৫৫	১০১৭	৮৪৭২	৯৪৩	৭৫২৯
২.	২০১৮-১৯	৭৫২৯	৭২০	৮২৪৯	৮৯২	৭৩৫৭
৩.	২০১৯-২০	৭৩৫৭	৬১৯	৭৯৭৬	৮২১	৭১৫৫
৪.	২০২০-২১	৭১৫৫	৯১৮	৮০৭৩	১৯৪৩	৬১৩০
৫.	২০২১-২২	৬১৩০	৯৭৩	৭১০৩	৫০০৩	২১০০

বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলার সংখ্যা (পূর্বের জেরসহ):

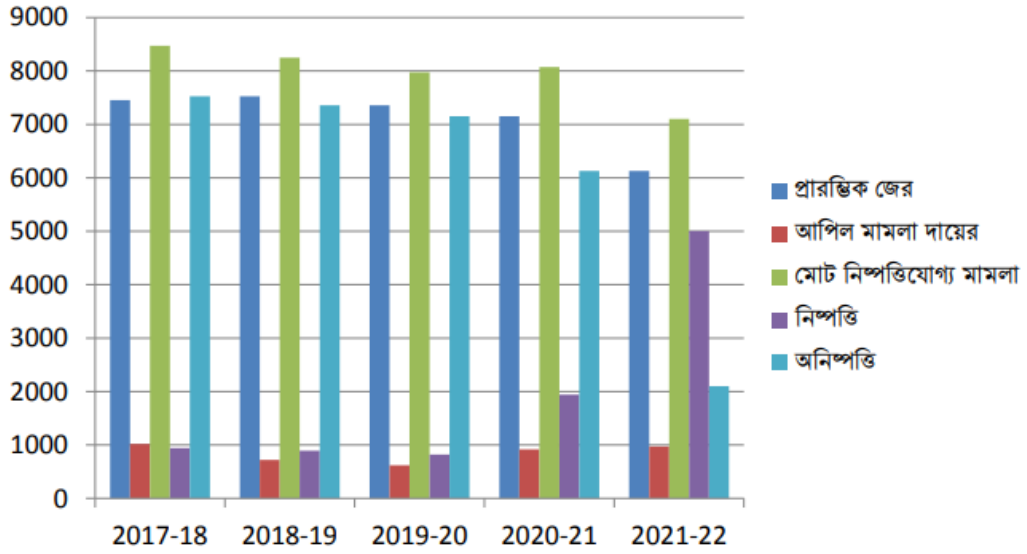

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

(১) নাগরিক সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	মামলা গ্রহণ	দলিলাদি সঠিক প্রাপ্তি সাপেক্ষে আপিল	গ্রহণ শাখা; ১) ফরম-১ এর মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে আবেদন পত্র; ২) ৩০ (ত্রিশ) টাকা মূল্যমানের কোর্ট ফিসহ আপীল আবেদনের আর্জির কপি (৩ সেট	আপিল ফি: জড়িত শুল্ক/কর/ দন্ডের পরিমাণ: ফি ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত: ৩০০	সবকিছু যথাযথ থাকা সাপেক্ষে তাৎক্ষণিক ভাবে মামলা গ্রহণপূর্বক	বিপ্লব রায় রাজস্ব কর্মকর্তা (চঃদাঃ) মোবাইল: ০১৭২৪২৫০৭

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>সেবার নাম</th><th>সেবা প্রদান পদ্ধতি</th><th>প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান</th><th>সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি</th><th>সেবা প্রদানের সময়সীমা</th><th>দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>নম্বর প্রদান</td><td>ফটোকপিসহ); ৩) ১৫ (পনের) টাকা মূল্যমানের কোর্ট ফি সহ কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের কপি; ৪) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি; ৫) ট্রাইব্যুনালের ফি বাবদ টি, আর চালানের কপি; ৬) মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন পত্রের সত্যায়িত কপি; ৭) বিধি বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ জমা প্রদান বাবদ টি.আর চালানের কপি।</td><td>
<table>
<tr><td>১ (এক) লক্ষ টাকার অধিক</td><td>১২০০</td></tr>
</table>
জমাদান:
<table>
<tr><td>মামলা</td><td>জমার পরিমাণ</td></tr>
<tr><td>কাস্টমস</td><td>জড়িত শুল্ক/কর/ দন্ডের ৫০% বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত হার</td></tr>
<tr><td>ভ্যাট</td><td>জড়িত শুল্ক/কর/ দন্ডের ২০%</td></tr>
</table>
আপিল ফি কোড নং-১-১১৩৫-০০১০-২৬৮১ ও জমাদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোডে টি.আর চালানের মাধ্যমে প্রদান। বিস্তারিত ট্রাইব্যুনালের ওয়েবসাইটের আপিল দায়ের সেবাবক্সে আছে।</td><td>আপিল নম্বর প্রদান</td><td>৯৫
মেইল:
biplab.dc@gmail.com</td></tr>
</table>

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোনও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

- ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোনও ইমেইল)
২।	শুনানীর নোটিশ জারী	শুনানীর নোটিশ ই-মেইল ও ডাকযোগে প্রেরণ ও কজলিস্ট ওয়েবসাইটে আপলোড।		বিনা মূল্যে		বিপ্লব রায় রাজস্ব কর্মকর্তা (চঃদাঃ) মোবাইল: ০১৭২৪২৫০৭৯৫ মেইল: biplab.dc@gmail.com
৩।	মামলা নিষ্পত্তি	শুনানী শেষে আপিল আদেশ জারী ও ডাকযোগে আপিল আদেশ প্রেরণ ।		বিনা মূল্যে	আপিল দায়েরের ৪ বছরের মধ্যে কাস্টমস মামলা ও ২ বছরের মধ্যে ভ্যাট মামলা	
৪।	রায়ের সার্টিফাইড কপি	অনুলিপি প্রস্তুতপূর্বক সীল-স্বাক্ষরসহ কোর্ট ফি সংযোজন করে সরবরাহ।	রেকর্ড শাখা; যথাযথ আবেদনের সাথে ৩০ টাকার কোর্ট ফি ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কার্টিজ পেপার	৩০ টাকার কোর্ট ফি ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কার্টিজ পেপার	২ (দুই) কর্মদিবস	

(২) অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	অর্জিত ছুটি	আবেদন পাওয়ার পর নির্ধারিত ছুটি	(ক) সাদা কাগজে আবেদনপত্র	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্মদিবস	বিপ্লব রায়

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
		বিধিমালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করে আদেশ জারি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন অগ্রায়ন।	(খ) নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নং-২৩৯৫) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন/সার্ভিস বুকে ছুটির হিসাবের কপি।			রাজস্ব কর্মকর্তা (চঃদাঃ) মোবাইল: ০১৭২৪২৫০৭৯৫ মেইল: biplab.dc@gmail.com
২।	অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ)	আবেদন পাওয়ার পর নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করে আদেশ জারি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন অগ্রায়ন।	(ক) সাদা কাগজে আবেদনপত্র (খ) নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নং-২৩৯৫) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন/সার্ভিস বুকে ছুটির হিসাবের কপি।	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্মদিবস	
৩।	নৈমিত্তিক ছুটি	নির্ধারিত ফরমে আবেদন পাওয়ার পর জনপ্রশাসন শাখা হতে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে রেজিস্ট্রারের সুপারিশ থাকলে প্রেসিডেন্ট/সদস্যগণ কর্তৃক অনুমোদন/মঞ্জুরী প্রদান।	নির্ধারিত ফরমে আবেদন; জনপ্রশাসন শাখা	বিনা মূল্যে	২ (দুই) কর্মদিবস	বিপ্লব রায় রাজস্ব কর্মকর্তা (চঃদাঃ) মোবাইল: ০১৭২৪২৫০৭৯৫ মেইল:

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৪।	পাসপোর্টের এনওসি	লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর পাসপোর্টের এনওসি প্রদান।	নির্ধারিত ফরমে আবেদন, জাতীয় পরিচয়পত্র/ পূর্বের পাসপোর্টের কপি; জনপ্রশাসন শাখা	বিনা মূল্যে	২ (দুই) কর্মদিবস	biplab.dc@gmail.com
৫।	চাকুরি স্থায়ীকরণ	আবেদন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আদেশ জারি।	(কা) সাদা কাগজে আবেদনপত্র (খ) হালনাগাদ এসিআর	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্মদিবস	
৬।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পিআরএল/ অবসর প্রদান	আবেদন পাওয়ার পর প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করে আদেশ জারি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন অগ্রায়ন।	১। পেনশন ফরম (লিংক); ২। পিআরএল এর আবেদন; ৩। উত্তরাধীকার এর সনদপত্র; ৪। পাঁচ আংগুলের ছাপ; ৫। পেনশনারের এবং মনোনয়নকারীর ছবি; ৬। সকল প্রকার না-দাবীপত্র; ৭। চাকুরির বিবরণী; ৮। ইএলপিসি।	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্মদিবস	
৭।	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ	বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করে আদেশ জারি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন অগ্রায়ন।	(ক) প্রাপ্ত অভিযোগ; (খ) অভিযোগের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/প্রমাণক;	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্মদিবস	

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৮।	সরকারি বাসা বরাদ্দ	সরকারি বাসা বরাদ্দ নীতিমালা, ১৯৮২ অনুযায়ী আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন অগ্রায়ন।	১। নির্ধারিত ফরম্যাটে আবেদন (ফরমের লিংক) ২। অনলাইনে আবেদন (লিংক) ৩। মূল বেতনের প্রত্যয়নপত্র (প্রাপ্তিস্থান)	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্মদিবস	
৯।	আবাসিক ও দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ ব্যবস্থা	সমন্বিত সরকারি টেলিফোন নীতিমালা-২০০৪ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	(ক) সমন্বিত সরকারি টেলিফোন নীতিমালা-২০০৪ এর নির্ধারিত ছকে আবেদন। (লিংক)	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্মদিবস	
১০।	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুর।	প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুরী আদেশ জারী ।	(ক) সাদা কাগজে আবেদন। (খ) জমির দলিল/বায়নাপত্র (গ) ৩০০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অংগীকারনামা (ঘ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কর্মদিবস	বিপ্লব রায় রাজস্ব কর্মকর্তা (চঃদাঃ) মোবাইল: ০১৭২৪২৫০৭৯৫ মেইল: biplab.dc@gmail.com
১১।	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মোটরযান ক্রয় অগ্রিম	প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক মোটরযান ক্রয় অগ্রিম মঞ্জুরী করা হয়।	(ক) সাদা কাগজে আবেদন (খ) আবেদনকারীর ৩০০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অংগীকারনামা	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কর্মদিবস	

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১২।	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কম্পিউটার ক্রয় অগ্রিম	প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক কম্পিউটার ক্রয় অগ্রিম মঞ্জুরী প্রদান।	(ক) সাদা কাগজে আবেদন (খ) আবেদনকারীর ৩০০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অংগীকারনামা	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কর্মদিবস	
১৩।	সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল মঞ্জুরী	বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। কমিটির সুপারিশ উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরী আদেশ জারী ।	(ক) সাদা কাগজে আবেদন (খ) হালনাগাদ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন	বিনামূল্যে	১৫ (পনের) কর্মদিবস	
১৪।	সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরী	আবেদন পাওয়ার পর সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের (আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী) আদেশ জারি ।	(ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদন (বাংলাদেশ ফরম নং-২৬৩৯) (খ) সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে সর্বশেষ জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণী	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্মদিবস	
১৫।	সার্ভিস বুক হালনাগাদ	সার্ভিস বুকে নতুন অর্থ বছরের ইনক্রিমেন্ট, পূর্বের সময়ের চাকুরীর বিবরণ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর প্রদান।	যথাযথ আবেদন; জনপ্রশাসন শাখা	বিনা মূল্যে	২ (দুই) কর্মদিবস	

অভিযোগ নিষ্পত্তি

গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এর দপ্তরের অভিযোগ বক্সে বা অনলাইনে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ থেকেও কোন অভিযোগ প্রেরিতি হয়নি। কোন ব্যক্তি এ দপ্তরে সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে অভিযোগ বক্সে বা অনলাইনে অভিযোগ দায়েরের পাশাপাশি সিটিজেন চার্টারে বর্ণিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে সমস্যা অবহিত করতে পারেন।

ক্রমিক নং	কখন যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
1।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জুয়েলা খানম রেজিস্ট্রার ফোন: ০২-৯৫৫০২৪২ ই-মেইল: registrarcevt@yahoo.com	০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস
2।	GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	প্রেসিডেন্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা। ফোন: ০২-৯৫৫৬৩১৭ ই-মেইল: cevt2017@gmail.com	১০ (দশ) কর্মদিবস

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ এর অর্জন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় এ দপ্তরের প্রধান কাজ মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ। ১৮০০ টি মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্য সামনে রেখে এ দপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে ট্রাইব্যুনালের ইতিহাসে রেকর্ড সংখ্যক ৫০০৩ টি আপিল মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ দপ্তর আশানুরুপ সাফল্য অর্জন করেছে। নিম্নে ২০২১-২২ সময়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় এ দপ্তরের অর্জন উল্লেখ করা হলো:

ক্রঃ নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
								বার্ষিক অর্জন	অর্জনের হার
১	মামলা নিষ্পত্তিকরণ ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ	৬০	[১.১] মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ	[১.১.১] শুনানী গ্রহণ	সংখ্যা	২০	৪২০০	৯৪৮১	১০০
				[১.১.২] মামলা নিষ্পত্তি	সংখ্যা	২০	১৮০০	৫০০৩	১০০
				[১.১.৩] মামলার বিচারাদেশ দ্রুত জারিকরণ	সংখ্যা	২০	১৮০০	৫০০৩	১০০
২	দপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি	১০	[২.১] সেবার মান বৃদ্ধি	[২.১.১] রায়ের সার্টিফাইড কপি ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে সরবরাহকরণ	%	১	১০০	১০০	১০০
				[২.১.২] বেঞ্চ ভিত্তিক শুনানীর তালিকা নিয়মিত ওয়েবসাইটে আপলোড করা	সংখ্যা	২	৪৫	৪৭	১০০
				[২.১.৩] শুনানীর নোটিশ ডাক এর পাশাপাশি ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রেরণ	%	১	১০০	১০০	১০০
			[২.২] দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়ন	[২.২.১] দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২	৪	৫	১০০
				[২.২.২] দপ্তরের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ	১	১	১০০	১০০	১০০
				[২.২.৩] প্রাধিকার অনুযায়ী ভৌত সুবিধা প্রদান	%	১	১০০	১০০	১০০
				[সমসাময়িক বিষয় নিয়ে ইন হাউস লার্নিং সেশন	সংখ্যা	২	৫	৫	১০০
এম.১	দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[এম.১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	৪	১০০
				[এম.১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১২	১০০
			[এম.১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের	[এম.১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	৪	১০০

ক্রঃ নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
								বার্ষিক অর্জন	অর্জনের হার
			সঙ্গে মতবিনিময়						
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[এম.১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	২	২	১০০
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[এম.১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	২	২	১০০
			[এম.১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[এম.১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	৪	১০০
এম.২	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[এম.২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[এম.২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০		০
			[এম.২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[এম.২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	২	৩০-১২-২১	৩০-১২-২১	১০০
			[এম.২.৩] সেবা সহজিকরণ	[এম.২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	২	২৫-০২-২২	২৫-০২-২২	১০০

ক্রঃ নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
								বার্ষিক অর্জন	অর্জনের হার
				[এম.২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১	৫০	৫০	১০০
			[এম.২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[এম.২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১	৫০	৫০	১০০
			[এম.২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[এম.২.৫.১] ন্যুনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	০	০	০
এম.৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[এম.৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০		৮০
			[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৮৮.৫	৮৮.৫
			[এম.৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০		০
				[এম.৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৫০	১০০
			[এম.৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	[এম.৩.৪.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	১৫-১২-২০২১		১০০

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রদান

গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এর দপ্তরের তথ্য প্রাপ্তির জন্য তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কেউ কোন আবেদন করেন নি। নিম্নে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় এ দপ্তরের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা প্রদান করা হলো:

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	জুয়েলা খাম রেজিস্ট্রার ফোন: ০২-৯৫৫০২৪২ মোবাইল: ০১৭১৬-৬২৮১৬৩ মেইল: registrarcevt@yahoo.com
বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	বিপ্লব রায় রাজস্ব কর্মকর্তা (চঃদাঃ) মোবাইল: ০১৭২৪২৫০৭৯৫ মেইল: biplab.dc@gmail.com
আপীল কর্মকর্তা	প্রেসিডেন্ট ফোন: ০২-৯৫৫৬৩১৭ মোবাইল: ০১৭৫১-৫৪৯৮৮৬ মেইল: cevt2017@gmail.com

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর অর্জন

নিম্নে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর আওতায় এ দপ্তরের অর্জন উল্লেখ করা হলো:

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নেরদায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা								
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	৪	৪	৪	
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা	১০০%	৪	৪	
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন								
২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	প্রশাসন	২	২	২	
২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২	%	প্রশাসন	১০০%	১০০%	২	
২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	রেজিষ্ট্রার/ প্রশাসন	১০০%	১০০%	৩	
২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	রেজিষ্ট্রার/ প্রশাসন	১০০%	১০০%	৩	
৩. ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ								
৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ	তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকৃত	১	তারিখ	প্রশাসন	৩০.০৮.২০২১	যথাসময় সম্পন্ন	১	
৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	রেজিষ্ট্রার	৩০.০৯.২০২১ ৩১.১২.২০২১ ৩১.০৩.২০২২	যথাসময় সম্পন্ন	২	

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নেরদায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
					১৫.০৬.২১ ২২			
৪.৩ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	হালনাগাদকৃত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	১	তারিখ	রেজিষ্ট্রার	৩১.১২.২০ ২১	যথাসময় সম্পন্ন	১	
৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	রেজিষ্ট্রার	৩০.০৯.২০ ২১ ৩১.১২.২০ ২১ ৩১.০৩.২০ ২২ ১৫.০৬.২১ ২২	যথাসময় সম্পন্ন	২	
৪.৫ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	রেজিষ্ট্রার	৩০.০৯.২০ ২১ ৩১.১২.২০ ২১ ৩১.০৩.২০ ২২ ১৫.০৬.২১ ২২	যথাসময় সম্পন্ন	২	
৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠা								
৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত	৩	তারিখ	রেজিষ্ট্রার	৩১.০৯.২০ ২১	যথাসময় সম্পন্ন	৩	
৫.২ অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	৩	%	রেজিস্ট্রার	১০০%	১০০%	৩	
৫. প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার								
৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন	অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা	২	তারিখ		প্রযোজ্য নয়		২	
৬.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	অগ্রগতির হার	২	সংখ্যা		প্রযোজ্য নয়		২	

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নেরদায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
৬.৩ প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	বাস্তবায়নের হার	২	%				২	
৬. ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার								
৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৩	তারিখ	রেজিষ্ট্রার	৩০.০৯.২০২১	যথাসময় সম্পন্ন	৩	
৭.২ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	ই-টেন্ডারে ক্রয় সম্পন্ন	৪	%	রেজিষ্ট্রার	৫০%		৪	
৭. **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ**								
৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণীত ও বাস্তবায়িত	৩	%	রেজিষ্ট্রার	১০০%	১০০%	৩	
৮.২ শাখা/অধিশাখা এবং অধীনস্থ অফিস পরিদর্শন	পরিদর্শন সম্পন্ন	২	সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা	৮	৮	২	
৮.৩ শাখা/অধিশাখা এবং অধীনস্থ অফিসের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	২	%	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা	১০০%	১০০%	২	
৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ	নথি শ্রেণি বিন্যাসকৃত	২	%	সকল শাখা প্রধান	১০০%	৭৫%	১.৭৫	
৮.৫ শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ	নথি বিনষ্টিকৃত	২	%	সকল শাখা প্রধান	১০০%	৭৫%	১.৭৫	
৮.৬ প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজন	প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজিত	৩	সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা	১			
৮. **শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম**								
৯.১ যথাসময়ে দায়েরকৃত মামলাসমূহর সিইভিটি নম্বর প্রদান করা	দায়েরকৃত মামলাসমূহ নিবন্ধন নম্বর (আইটিএম নম্বর) প্রদান করা	৫	%	রেজিস্ট্রার	১০০%	১০০%	৫	
৯.২ সিইভিটি নম্বর প্রাপ্তির পর ১০ দিনের মধ্যে আপীল মামলা শুনানীর নোটিশ জারী করা।	আপীল শুনানীর নোটিশ জারী করা	৪	%	রেজিস্ট্রার	১০০%	১০০%	৪	

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নেরদায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
৯.৩ উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ ব্যক্তির উপর সঠিক শুনানীর নোটিশ জারী করা (কোন ব্যত্যয় থাকলে অফিসকে অবহিত করা)	অনিষ্পন্ন সার্টিফাইড কপির আবেদন নিষ্পন্ন করা	৪	%	রেজিস্ট্রার	১০০%	১০০%	৪	
৯.৪ আবেদনকারী চাহিবামাত্র ২ দিনের মধ্যে (প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প এবং কপির ফি এর প্রমাণপত্র গ্রহণ করে) অনিস্পন্ন সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করা	অনিষ্পন্ন সার্টিফাইড কপির আবেদন নিষ্পন্ন করা	২	%	রেজিস্ট্রার	১০০%	১০০%	২	
৯. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার/প্রণোদনা প্রদান								
১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	৩	তারিখ	রেজিষ্ট্রার	৩১.০৫.২০২২			
১০. কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন								
১১.১ কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিষ্টকরণ/পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি)	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	রেজিষ্ট্রার	৩টি	৪টি	২	
১১. অর্থ বরাদ্দ								
১২.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	বরাদ্দকৃত অর্থ	৩	লক্ষ টাকা	ক্যাশিয়ার/ হিসাব শাখা	২ লক্ষ টাকা	২.২৪	৩	
১২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন								
১৩.১ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা আপলোডকৃত	২	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট	৩০.০৭.২১	যথাসময় সম্পন্ন	২	
১৩.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	২	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট	১০.১০.২০২১ ১০.০১.২০২২ ১০.০৪.২০২২	যথাসময় সম্পন্ন	২	

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নেরদায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
					১০.০৭.২০২২			
১৩.৩ আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট	৪		৪	

ইনোভেশন কার্যক্রম

আপিল আবেদনের উপর দফাওয়ারী জবাব ও বিভাগীয় মূলনথি তলবের ক্ষেত্রে পূর্বে ৪ টি ধাপ ছিল। তা কমিয়ে এখন ১ টি ধাপে আনা হয়েছে। নিম্নের ছকে তা উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক নাম	পূর্বের ধাপ	বর্তমান ধাপ
০১	আপিল গৃহীত হলে প্রেসিডেন্ট মহোদয় কর্তৃক বেঞ্চ নির্ধারণ	আপিল দ্রুত নিষ্পত্তি ও সেবা সহজ করণের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট মহোদয় বেঞ্চ নির্ধারণপূর্বক আপিল আবেদনের উপর দফাওয়ারী জবাব এবং বিভাগীয় মূলনথি চেয়ে পত্র প্রেরণের জন্য আদেশ প্রদান করেন।
০২	বেঞ্চ নির্ধারণের পর আপিল নথি সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ	
০৩	আপিল আবেদনের উপর দফাওয়ারী জবাব ও বিভাগীয় মূলনথি চেয়ে পত্র প্রেরণের জন্য শাখা সহকারী কর্তৃক আপিল নথি সংশ্লিষ্ট দ্বৈত বেঞ্চে উপস্থাপন	
০৪	সংশ্লিষ্ট দ্বৈত বেঞ্চের সদস্যগণ কর্তৃক আপিল আবেদনের উপর দফাওয়ারী জবাব ও বিভাগীয় মূলনথি চেয়ে পত্র প্রেরণের আদেশ প্রদান	

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি) বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

শান্তি, ন্যায় বিচার, কার্যকরি প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের লক্ষ্যে হয়রানিমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শুনানীর নোটিশ/কজলিস্ট ওয়েবসাইটে আপলোড ও মেইলে প্রেরণ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি আপিলের রায় মাসিক ভিত্তিতে ওয়েবসাইটে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়নে গৃহীত পরিকল্পনা

অনলাইনে আবেদন গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহন করা হচ্ছে। এর নিমিত্ত দপ্তরের সংগঠনিক কাঠামোতে সহকারী প্রোগ্রামারের পদ সৃজনের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ন্যায় বিচার িপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপিলাত ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণকে বৈদেশিক প্রশিক্ষনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ট্রাইব্যুনালের চ্যালেঞ্জ

- বর্তমানে আপিলাত ট্রাইব্যুনালে ০৪টি বেঞ্চ থাকলেও এজলাস রয়েছে মাত্র একটি। সে কারণে একটি মাত্র এজলাসে ০৪টি বেঞ্চ পরিচালনা করায় কাঙ্খিত মাত্রায় আপিল নিষ্পত্তি করণে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে;
- বর্তমানে ০৪টি বেঞ্চেই আপিল শুনানী হচ্ছে, রায় টাইপ করার জন্য পযাপ্ত জনবল না থাকায় আশানুরূপ রায় প্রদান ব্যহত হচ্ছে;
- ১৯৯৫ সালে মাত্র ১টি বেঞ্চ নিয়ে এই জায়গাতেই ট্রাইব্যুনাল যাত্রা শুরু করলওে র্বতমানে ৪টি বেঞ্চ হলেও অফিসের আয়তনের কোন পরিবর্তন হয়নি। বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় জায়গা যথেষ্ট কম;
- আপিলাত ট্রাইব্যুনালের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী পরিবর্তন করা জরুরী;
- ২০১০ সালের পূর্বের আপিল নিষ্পত্তি করণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ডিজিটালাইজেশন এর সর্বোচ্চ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে আপিলাত ট্রাইব্যুনালে অনলাইনে আপিল দায়ের, শুনানীর নোটিশ প্রাপ্তি এবং নিষ্পত্তিকৃত আপিলের রায় প্রেরণসহ যাবতীয় কাযক্রম সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- আপিলাত ট্রাইব্যুনালে একটি ডিজিটাল লাইব্রেরী/ আর্কাইভ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

- আপিলাত ট্রাইব্যুনালের শুন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ২০০৪ সাল থেকে বর্তমান অফিস স্পেস ৬৪৭৩ বর্গ ফুট এরিয়ায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, আপিলাত ট্রাইব্যুনালের জন্য উক্ত অফিস স্পেস পর্যাপ্ত নয় বিধায় এ দপ্তরের উপরে ৫ম তলায় ১৩৯৫৩ বর্গ ফুট নতুন বেসরকারী বাড়িভাড়া করণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

চিত্র ১: কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইবুনাল, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

চিত্র ২: কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইবুনাল, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ